KÁVYA-NIRNAYA

OR

A TREATISE ON RHETORICAL COMPOSITION

IN BENGALI

BY

LALMOHAN BHATTACHARYYA.

FOURTH EDITION

REVISED AND ENLARGED.

কাব্য নির্ণয়

বাঙ্গলা অলঙ্কার

শ্রীলালমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা প্রকাশিত।

১৭

"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"

শকুন্তলা।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা

২৪, বাইলেন, অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৭৫। আগষ্ট।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন দ্বারা
মুদ্রিত।

[No. 3200.]

FROM

THE OFFG. DIRECTOR OF
PUBLIC INSTRUCTION

To

THE JUNIOR SECY. TO THE
GOVERNMENT OF BENGAL.

Fort William, the 29th July, 1865.

Sir,

With reference to your endorsement No. 4644 dated 24th July, 1865, to a letter from Pundit Lalmohan Bhattacharyya, forwarding for report his book in Bengali Rhetoric, I have the honor to inform you that the book has already achieved for itself a high reputation. It is recommended by the Revd. Professor Banerjea, is spoken well of by the Press, is used in the Bengali Normal Schools, and is selected as the text book for the Bengali course in the B. A. Examination of 1868. * * * * *

The book being now widely known and held in good repute. &c. &c. &c.

I have &c.

(*Sd.*) H. WOODROW

Offg. Director of Public Instruction.

ADVERTISEMENT.

The ancient Hindus have investigated with considerable diligence and success the three kindred sciences of Grammar, Logic and Rhetoric. Europe has derived most of her knowledge of the *trivium* from the Greeks through the Romans, and it is not uninteresting to compare the *trivium* of another nation, which follows out its own track under different auspices. The Hindu Grammar and Logic have been studied in England and Germany, and their merits duly appreciated. Professor Lassen has said that without a deep study of *Pánini*, no one can pretend to a thorough knowledge of Sanskrit; and Dr. Ballantyne has shewn that not even Sir William Hamilton himself had analysed the Syllogism more profoundly than *Gotama*. Similarly the Hindu Rhetoric has much that is interesting and new, and its analysis of the figures is fully equal to any thing in Western Literature.

The following little work is an attempt to give in Bengali a succinct account of the Hindu Rhetoric with appropriate illustrations. The earliest extant work on this subject by Srí Dandin was written nearly 1200 years ago, and the peculiar style patronised in Bengal had even then given its name to one of the *ritis* therein discussed; and surely if the *Gaurí Riti* (গৌড়ী রীতি) was current so long ago, it is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time.

E. B. COWELL

Principal, Sanskrit College.

CALCUTTA.

November 12, 1862.

উৎসর্গ।

বিদ্বৎকুলতিলক শ্রীযুক্ত ই. বি. কাউএল এম্. এ.

সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরাধ্যক্ষ মহোদয়

মান্যবরেষু

বিনয়পুরঃসর বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

মহাশয়! আপনি আমাদিগের দুর্ভাগিণী বঙ্গভাষার দুরবস্থা অপনয়নের ও সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধিসাধনের নিমিত্ত নিরন্তর অকৃত্রিম যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। সংপ্রতি আমি এই অভিনব ক্ষুদ্র অলঙ্কারখানি বহু-যত্নে প্রস্তুত করিয়াছি, ইহা মহাশয়ের অনুরাগরসাভিষিক্ত করে সমর্পিত হইলেই বাঙ্গলা ভাষার প্রসাধনের প্রকৃত উপায় হইতে পারিবে; মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, আমি যথোচিত সম্মানপুরঃসর ইহা মহাশয়ের চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গ করিলাম। ইতি

একান্ত বশম্বদস্য

শ্রীলালমোহন শর্ম্মণঃ।

সংস্কৃতকালেজ।

২৭এ কার্ত্তিক। সংবৎ ১৯১৯।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ * অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার কয়েকটী বন্ধু ঐ গ্রন্থখানি লিখিতে অনুরোধ করেন। বহু দিন পূর্ব্বে এই বিষয়টী লিখিতে আমারও অভিলাষ ছিল; কিন্তু তৎকালে কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। এক্ষণে কতিপয় অভিজ্ঞ মহাশয়দিগের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিয়াছি, এবং ছাত্রদিগের উপযোগী হইবে মনে করিয়া যাহাতে ইহা সুস্পষ্ট হয় তদ্বিষয়ে বহুতর প্রয়াস পাইয়াছি, এবং সাধ্যমত শ্রম করিতেও ত্রুটি করি নাই। যে স্থলে কঠিন বোধ হইয়াছে, তথাকার অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে দুই একটী টীকাও লিখিয়া দিয়াছি। কিন্তু কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের বোধসৌকর্য্যার্থ সমুদায় প্রস্তাবের এক একটী ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, সংস্কৃত-কালেজের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুক্ত ই. বি. কাউএল এম. এ. মহোদয়ের নিকট জানাইয়াছিলাম; ঐ মহাত্মা অনুরাগপূর্ব্বক মনোযোগ সহকারে আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ঐ প্রতিশব্দগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।

---

* যে খানে কাব্যের রস ভাব গুণ অলঙ্কারাদি বর্ণিত থাকে, তাহার নাম অলঙ্কার-শাস্ত্র।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, এই পুস্তকের অলঙ্কার পরিচ্ছেদস্থ কয়েকটী প্রবন্ধ পরিদর্শক পত্রে মুদ্রিত দেখিয়া বঙ্গশুভাকাঙ্ক্ষিণী সভার সদস্যেরা অপরিসীম আহ্লাদের সহিত পাঠ পুরঃসর আমাকে ৫০ মুদ্রা পারিতোষিক দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের নিকট বাধিত থাকিলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-কালেজের কাব্য শাস্ত্রের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও শোভাবাজারের রাজসভার বিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু যত্নের সহিত এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এবং ব্যবস্থাদর্পণ প্রভৃতির প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ও এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, পাঠকবৃন্দ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেই আমি সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিব।

এ ক্ষণে পাঠকগণের নিকট নিবেদন এই যে, যদি এই পুস্তকে আমার কোন ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা কোনরূপে আমাকে অবগত করাইলে, আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব ও সংশোধন করিয়া দিব। অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

কলিকাতা, সংস্কৃত কালেজ।
২৭এ কার্ত্তিক, সংবৎ ১৯১৯।

।নির্ঘণ্ট।

গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ।

অ ম.—অন্নদামঙ্গল।
ক. ক. চ—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
ক. দে.—কর্ম্মদেবী।
ক. বি. সু.—কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর।
কা. কৌ—কাব্যকৌমুদী।
কা. ব.—কাদম্বরী।
কু. কু. স.—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।
গী. র—গীতরত্ন।
চ. প. ক. ব.—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।
চ. পা—চারুপাঠ।
চৌ. প—চৌরপঞ্চাশৎ।
ছ. কু—ছন্দঃকুসুম।
জী. ব.—জীবন-চরিত।
ত. বো—তত্ত্ববোধিনী।
তি. স.—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।
দ. কু—দশকুমার।
দ্বা. ক.—দ্বাদশ কবিতা।
নি. ক.—নিবাতকবচবধ।
নি. ন. দা.—নিত্যানন্দ দাস।
নী. দ.—নীলদর্পণ।
প. উ.—পদ্মিনী উপাখ্যান।
প. ক. ত.—পদকল্পতরু।
প. পা.—পদ্যপাঠ।
প্র. ক.—প্রভাকর।
বন্ধু—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।
ম. ভা.—মহাভারত।
ম. মো. ত.—মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
মা. ম. সু. দ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
মা. সি.—মানসিংহ।
মে. না. ব.—মেঘনাদবধ।
র. ত.—রসতরঙ্গিণী।
র. ল.—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
র. সা.—রসসাগর (কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী)।
রা. অ.—রামায়ণ।
রা. প্র.—রামপ্রসাদ।
রা. মো. রা.—রামমোহন রায়।
রা. ব.—রাম বসু।
ব. সে.—বসন্তসেনা।
ব. দ.—বঙ্গদর্শন।
বা. দ.—বাসবদত্তা।
বি. ক. দ্রু.—বিদ্যাকল্পদ্রুম।
বি. বি. বি.—বিধবা-বিবাহবিধি।
বি. সু.—বিদ্যাসুন্দর।
বী. অ.—বীরাঙ্গনা।
বে. প. বি.—বেতাল পঞ্চবিংশতি।
ব্র. অ.—ব্রজাঙ্গনা কাব্য।
শ. ত.—শকুন্তলা।
শি. শি.—শিশুশিক্ষা।
স. শ.—সদ্ভাবশতক।
সী. ব. বা.—সীতার বনবাস।
সু. র.—সুধীররঞ্জন।
হ. ঠা.—হরু ঠাকুর।

এতদ্ভিন্ন গ্রন্থ বা কবিগণের নাম স্পষ্ট লিখিত আছে।

অনু—অনুচ্ছেদ।
স—সঞ্চারিভাব।

—

অলঙ্কার—কাব্যনির্ণয়।

রসপরিচ্ছেদ।

কাব্যস্বরূপ।

১ অনুচ্ছেদ। অলৌকিক* আনন্দ-জনক (অত্যন্ত চমৎকারজনক) রচনাকে কাব্য † বলে।

এ স্থলে অনেকের এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, যদি আনন্দজনক রচনাই কাব্য, তবে যে গ্রন্থে শোক, ক্রোধ, ভয় ও ঘৃণাজনক রচনা আছে, তাহাকে কাব্য বলা যাইবে কি না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সংশয় এক কালেই উন্মূলিত হইবে। যে হেতু ঐ সকল স্থলেও শোকাদি-মিশ্রিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভব হয়। দেখ, সীতার বনবাসের করুণ-রসপূর্ণ স্থলগুলি পাঠ করিয়া সকলেরই শোকোদয় হইয়া থাকে, অথচ উহা পাঠ করিতে কেহই দুঃখানুভব করেন না; প্রত্যুত সকলেই অভূত-পূর্ব্ব ঔৎসুক্য অনুভব করেন। আরও, দুঃশাসন-কৃত দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ-কার্য্য কাব্যে পাঠ অথবা নাট্যে দর্শন করিয়া কোন্ সামাজিক ব্যক্তির মনে লজ্জা না জন্মে। সভামধ্যে সনাথা অবলাকে

---

* Hyperphysical † Poetry

অনাথার ন্যায় বিবসনা করিতে দেখিলে কোন্ শান্ত-শীল ব্যক্তি ক্রোধে অধীর ও ঘৃণায় অধোমুখ না হইয়া প্রসন্নচিত্তে থাকিতে পারেন। এইপ্রকার দুঃখাবস্থার বিষয় কাব্যে পাঠ, নাট্যে দর্শন ও পাঠকের মুখে শ্রবণ করিতে করিতে পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাকে অভিনেতাদির ন্যায় সমদুঃখ-সুখী দেখা গিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির দুঃখের কথা শ্রবণ করিবামাত্র সামাজিক-দিগের অন্তঃকরণে দুঃখ জন্মে, তথাপি ঐ দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখাবস্থার বিষয় কাব্যে পাঠ ও নাট্যাদিতে দর্শন ও শ্রবণ করিতে তাঁহাদিগেরই আবার একান্ত ঔৎসুক্য ও মনোভিনিবেশ দেখা যায়। কোন বিষয়ে আনন্দ না জন্মিলে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য বা মনোভিনিবেশ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং এইরূপ স্থলে শোক, দুঃখ, ক্রোধ ও লজ্জাদি-জনিত যে একপ্রকার অলৌকিক আনন্দ জন্মে, তাহাতে আর সন্দেহ কি।

২। কাব্য রস, ভাব, গুণ, অলঙ্কার ও রীতি প্রভৃতি দ্বারা সুরচিত হইলেই আনন্দজনক হয়।

করুণরসপূর্ণ আনন্দজনক পদ্য-রচনা যথা —

''পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে ;
কাম-অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু থালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসারে পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥

শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম,
বামদেব আমার কপালে।
যাঁর দৃষ্টে মৃত্যু হরে, তাঁর দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে॥
শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন॥
অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন্ পথে পতি যান,
আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণ-রাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে,
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া॥
অরে রে মলয়াবাত, তোরে হৌক্ বজ্রাঘাত,
মরে যা রে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও, বন্ধু হয়ে বন্ধু নও,
প্রভু বধি সবে পলাইলা॥" অ. ম.

করুণরসপূর্ণ আনন্দজনক গদ্য-রচনা যথা—

"হায়! এরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি আমার মুখ-হইতে তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞা নির্গত হইয়াছিল? হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়-জীবিতে! হা অরণ্য-বাস-সহচরি! পরিণামে তোমার এরূপ অবস্থা ঘটিবে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের,—এমন নরাধমের—হস্তে পড়িয়াছিলে যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমার ভাগ্যে সুখ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরু-ভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম, নতুবা বিনা অপরাধে তোমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইব কেন। হায়! যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই; আর বাঁচিয়া ফল কি? আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, জগৎ শূন্য ও জীবন অরণ্যপ্রায় বোধ হইতেছে।

"এইরূপ কহিতে কহিতে রাম একান্ত-আকুলহৃদয় ও কম্পমান-কলেবর হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে রহিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাস-সহকারে "হায়! কি হইল" বলিয়া কৌশল্যা-প্রভৃতিকে উদ্দেশে সম্ভাষণ করিয়া কাতর-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা মাতঃ! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনাহৃদয়-নন্দন! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতেছ না; এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হই-য়াছে। অথবা আর আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নাম-গ্রহণে অধিকারী নহি; আমার ন্যায় মহাপাতকী নামগ্রহণ করিলেও নিঃসন্দেহ তাঁহাদিগের পাপস্পর্শ হইবে। আমি যখন সরলহৃদয়া শুদ্ধাচারিণী পতি-প্রাণা কামিনীকে নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও অনা-য়াসে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা-অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে। হা রামময়-জীবিতে! পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে পরিণামে তোমার এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক তাহা তুমি কখন স্বপ্নেও জান নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় বজ্রলেপময়, নতুবা

এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমারে কঠিনহৃদয় করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে অনায়াসে এরূপ ঘোরতর নৃশংস কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব কেন।" সী. ব. বা.

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব যথা—

"অনাদি কারণ তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রেখেছ আমার বোধ করে আচ্ছাদিত;
এই মাত্র জানি আমি তুমি শিবময়,
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি, নাহি জ্ঞানোদয়।
ন্যায়-পথে থাকি যদি, কর দয়া দান,
চিরকাল করি যাতে সুখে অবস্থান;
ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রম-পথ,
সুপথ দেখায়ে কর পূর্ণ মনোরথ।" প্র. ক.

উপরি উক্ত উদাহরণগুলি রস, ভাব, গুণ ও অলঙ্কার যুক্ত হওয়াতেই চমৎকৃতিজনক হইয়াছে।

৩। সচরাচর কোন নায়ক বা নায়িকা অথবা উভয়ই অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা হইয়া থাকে।

কাব্যের প্রধানতঃ বর্ণিত পুরুষ নায়ক (অর্থাৎ নেতা) (Hero or Leading character)। নায়ক প্রায়ই দাতা, কৃতী, সুশ্রী, রূপযৌবনসম্পন্ন, উৎসাহী, কার্য্যদক্ষ, লোকপ্রিয়, তেজস্বী, চতুর, বিনীত, প্রিয়ম্বদ, বাগ্মী, সুস্থিরচিত্ত, বিদ্বান্ ও সুশীল রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। নায়ক চারিপ্রকার। যথা—১ ধীরোদাত্ত, ২ ধীরপ্রশান্ত, ৩ ধীরোদ্ধত, ও ৪ ধীরললিত।

১ ধীরোদাত্ত। যে ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করে, হর্ষ কিংবা শোকে অভিভূত না হয়, বিনয়দ্বারা গর্ব্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে এবং যাহা অঙ্গীকার করে তাহা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে ধীরোদাত্ত বলে। যথা—রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির।

২ ধীরপ্রশান্ত। যাহার সামান্য গুণ অনেক আছে, তাহাকে ধীরপ্রশান্ত কহে। যথা—মালতীমাধবাদিতে মাধবাদি।

৩ ধীরোদ্ধত। মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহঙ্কার ও দর্পে পরিপূর্ণ এবং আত্মশ্লাঘা-বিষয়ে নিরত, এমন যে ব্যক্তি তাহাকে ধীরোদ্ধত বলা যায়। যথা—ভীমসেনাদি।

৪ ধীরললিত। যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত, নম্র, এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত, তাহাকে ধীরললিত বলে। যথা—রত্নাবলী-প্রভৃতিতে বৎসরাজাদি।

নায়কের ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্না সতী কামিনী কাব্যের নায়িকা (Heroine), এবং নায়কের বিরোধী ব্যক্তি প্রতিনায়ক (Rival)।

৪। কাব্য গদ্যে, পদ্যে কিংবা উভয়েই রচিত হইয়া থাকে। ছন্দোহীন রচনা গদ্য; ছন্দোবন্ধ রচনা পদ্য।*

৫। গদ্য ও পদ্য কাব্য, দৃশ্য ও শ্রব্য এই দুই-প্রকার। যাহার অভিনয় হয়, তাহার নাম দৃশ্য; এবং যাহার শ্রবণ-ভিন্ন দর্শন হয় না, তাহাকে শ্রব্য কাব্য কহে।

কাব্য-শাস্ত্র। (*Literature.*)

৬। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্য-শাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন—শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য। শ্রব্য কাব্য ত্রিবিধ। মহা-কাব্য, খণ্ড-কাব্য ও কোষ-কাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা কথা ও আখ্যায়িকা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য যে ইহাদিগের ভাগদ্বয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। গদ্য-পদ্য-ময় কাব্যকে চম্পূ বলে।

---

* ইহার উদাহরণ পরিশিষ্টে দেখ।

মহা-কাব্য। (*Epic Poem.*)

৭। কোন দেবতার অথবা সদ্বংশ-জাত অশেষগুণ-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের কিংবা একবংশোদ্ভব বহু ভূপতি-দিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহা-কাব্য বলে। মহা-কাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গ-সংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে তাহাকে মহা-কাব্য বলা যায় না। গ্রন্থকার ইহাতে হয় আপনার অভীষ্ট জনের শুভকথন কিংবা আপনার অপকর্ষ অথবা গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিষয় উপন্যাসপূর্ব্বক গ্রন্থ আরম্ভ করেন। মহা-কাব্যে প্রতিনায়কের গুণ অধিকতর-রূপে বর্ণিত হইলে নায়কের পক্ষে অশেষ গৌরব হয়। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল বর্ণিত থাকে। নগর, বন, উপবন, শৈল, সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্ত, ক্রীড়া, মন্ত্রণা ও যুদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অনতিসংক্ষেপে বা অনতি-বিস্তীর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে ও পরিচ্ছেদে রচিত হয়। মহা-কাব্যে আদ্যরস, বীররস, করুণরস, বা শান্তরস প্রধান। মধ্যে মধ্যে অন্য রসেরও প্রসঙ্গ দেখা যায়। কবি কিংবা বর্ণনীয় বিষয় অথবা নায়ক নায়িকার নামা-নুসারে মহা-কাব্যের নাম নির্দ্দেশ হয়।

খণ্ড-কাব্য।

৮। কোন এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে খণ্ড-কাব্য বলেন।

খণ্ড-কাব্য মহা-কাব্যের প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মহা-কাব্যের সংপূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত নহে। কোন কোন খণ্ড-

কাব্য মহা-কাব্যের ন্যায় সর্গবন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে সকল খণ্ড-কাব্য সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতে সর্গসংখ্যা আটের অধিক দেখা যায় না। মেঘদূত ও ঋতুসংহার প্রভৃতির ন্যায় কাব্য খণ্ড-কাব্য।

গীত-কাব্য। (*Lyric Poem.*)

৯। তানলয়-বিশুদ্ধ ও সুস্বর-সম্বদ্ধ শ্লোকসমূহকে গীত-কাব্য বলে। বঙ্গভাষায় ইহার অপ্রতুল নাই। গোস্বামীদিগের পদাবলী ও ব্রহ্মসংগীতাদি।

কোষ-কাব্য।

১০। এক প্রসঙ্গের কতক গুলি পরস্পর-অসম্বদ্ধ কবিতাকে কোষ-কাব্য কহা যায়। যথা—রসতরঙ্গিনী, সদ্ভাব-শতক ও শ্লোকময় অভিধান।

দৃশ্য কাব্য। (*Drama.*)

১১। মহা-কাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ করা যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রব্য কাব্য বলে। শ্রব্য কাব্যের ন্যায়, নাটকের শ্রবণ হয়, অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে দর্শনও হইয়া থাকে; এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কাব্য। প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার অর্থাৎ প্রধান নট স্বীয় পত্নী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। যে যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের এক প্রকার শেষ হয়, সেই সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক।

নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্কসংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত এক-রূপ রচনা দেখা যায় না। ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্যভেদে রচনা বিভিন্ন হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত, ও নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সচরাচর উত্তম ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকেন। সামান্য স্ত্রী, বালক ও সাধারণ জনগণ গ্রাম্য ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ মহিলাগণ উত্তম ভাষায় আলাপ করেন।

উপাখ্যান। (*Fable.*)

১২। বালকদিগের শিক্ষার্থে মনুষ্য, পশু ও পক্ষীর কল্পিত-বৃত্তান্ত-ঘটিত যে সকল গ্রন্থ আছে, অথবা গ্রন্থ-কর্ত্তারা স্বেচ্ছানুসারে নানা লৌকিক ও অলৌকিক বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা উহাদিগকেও কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হিতোপদেশ ও কথামালা প্রভৃতিকে উপ-খ্যান বলা যাইতে পারে।

পুরাণ।

১৩। পুরাণে সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর, নানা রাজবংশ এবং নানাবংশীয় নরপতিগণের চরিত-কীর্ত্তন থাকে। যথা—বিষ্ণু-পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণ, অগ্নি-পুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ ইত্যাদি।

ইতিহাস। (*History.*)

১৪। যে গ্রন্থে কোন দেশের নরপতি, বীরপুরুষ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের অদ্ভুত কার্য্যাদি আমূলতঃ বর্ণিত

থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশবাসীদিগের আচার ব্যবহারাদি পরিজ্ঞান হয়, তাহাকে ইতিহাস কহে।

জীবন-চরিত। (*Biography.*)

১৫। যে গ্রন্থে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিদ্যাবত্তা, অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, গরীয়সী সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তর অধ্যবসায়াদি সদ্গুণসমূহ ও আনুষঙ্গিক সেই মহাত্মার আবাস-ভূমির এবং তৎসমকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার ব্যবহার পরিজ্ঞান হয়, তাহাকে জীবন-চরিত কহে।

কাব্য-ভেদ।

১৬। যে কাব্যে ধ্বনি থাকে তাহাকে ধ্বনি-কাব্য কহে, আর যাহাতে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য দেখা যায়, তাহার নাম গুণীভূতব্যঙ্গ্য-কাব্য। ইহাদের বিবরণ পরিশিষ্টে দেখ।

১৭। রস প্রায় কাব্যের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, এ-নিমিত্ত রসকেই কাব্যের সর্ব্বপ্রধান পদার্থ বলিয়া গণনা করা যায়। অতএব প্রথমেই তাহার বিবরণ করা আবশ্যক; কিন্তু যাহার সহযোগে রসের উৎপত্তি হয় তাহা অগ্রে বুঝিতে না পারিলে রস বুঝা যায় না, এই জন্য প্রথমে ভাব, স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও সহচারিভাব বলা যাইতেছে।

ভাব। (*Incomplete Flavour.*)

১৮। কোন বিষয় পাঠ, দর্শন বা শ্রবণ করিয়া পাঠক, দর্শক অথবা শ্রোতাদিগের অন্তঃকরণে

অস্ফুটরূপে যে এক অনির্ব্বচনীয় চিত্ত-বিকার (সুখ দুঃখাদি) জন্মে তাহার নাম ভাব।*

স্থায়িভাব। (*Permanent Condition.*)

১৯। যখন ভাব আমাদিগের অন্তঃকরণে অক্ষুণ্ণ ও দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল হইয়া উঠে, তখন উহাকে স্থায়ি-ভাব বলা যায়।

স্থায়িভাব নয়টী। যথা—উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, ক্রোধ, ভয়, অনুরাগ (রতি), হাস, জুগুপ্সা ও শম।

উৎসাহ। (*Magnanimity.*)

২০। কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তৎসম্পাদনবিষয়ে আপনাকে সক্ষম মনে করিয়া আত্মবিশ্বাসসহকারে দৃঢ়তর উদ্যোগ করাকে উৎসাহ কহে।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজা ভীমসিংহের
উৎসাহ-বাক্য যথা—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল আজি কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়॥

---

* সকলপ্রকার চিত্তবিকারের সাধারণ নাম ভাব বলা যাইতে পারে। কখন কখন আধারভেদে ও সময়বিশেষে ইহা বিভিন্ন নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহা ইহার পরে বলা যাইবে।

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়॥
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয়-তনয়॥
তথনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয় নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়॥
অই শুন অই শুন ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥
চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে,
সমর সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়ে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এস সুখে সবে তাহে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ॥
কে বলে শমনসভা ভয়ের আধান হে,
ভয়ের আধান।
ক্ষত্রিয়ের জাতি যম বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকুবংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে দেশহিতে ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,
ক্ষত্রিয়-নন্দন ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এস সব ভাই হে,
এস সব ভাই ॥" প. উ.

শোক। (*Sorrow.*)

২১। প্রিয় ব্যক্তি কিংবা বস্তুর বিনাশ অথবা দুঃখাদি হেতুক চিত্তের সঙ্কোচভাবকে শোক কহে। প্রিয় বস্তুর দুঃখহেতু শোক যথা—

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগা, তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচরণগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থাবিমোচন হইবেক তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।" বি. বি. বি.

বিস্ময়। (*Surprise*)

২২। অদৃষ্ট বা অশ্রুতপূর্ব্ব কোন অদ্ভুত পদার্থ দর্শনে বা শ্রবণে সামাজিকগণের পুলকাদিজনক চিত্ত-বিস্তারকে বিস্ময় কহে। যথা—

"বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিত্তো জড়বত্তো,
কোন কারণে।
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে॥
একি একি সখী, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সবো গোধনে।
তুলিয়ে বদনো নাহি খায় তৃণো,
আছে যেন হীন-চেতনে॥

হায় কিসেরো লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাত্তো একি প্রেম উপজিলো,
সলিল বহিছে নয়নে॥" নি. নি. দা.

এখানে সমুদায় অপূর্ব্বভাব দেখা যাইতেছে। এই গীত গুলিতে সুরের অনুরোধে ব্যাকরণলক্ষণ লঙ্ঘিত হইয়াছে।

ক্রোধ। (*Resentment.*)

২৩। প্রতিকূল ব্যক্তির দোষ দেখিয়া তাহার প্রতি ভ্রূভঙ্গাদিজনক উগ্রতা ও অপচিকীর্ষারূপ যে চিত্তের উদ্ধত অবস্থা, তাহাকে ক্রোধ কহে।

যথা—"ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহ্বি লক লক।
অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক॥
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দল মল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥
ধরিতে না পারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জনগর্জ্জনে॥" অ. ম.

এখানে শিবের প্রতিকূল ব্যক্তি ব্যাস।

ভয়। (*Terror.*)

২৪। শত্রু বা হিংস্র জন্তু অথবা কোন অপকারজনক বস্তু প্রভৃতি হইতে সম্ভাব্যমান অনিষ্টা-

পাতের আশঙ্কা করিয়া চিত্তের যে বিকলতা জন্মে, তাহাকে ভয় কহে।

বিদ্যাসুন্দরে—সুড়ঙ্গ দেখিয়া কোটালের ভয় জন্মিয়াছিল। তথায় দেখ।

অনুরাগ। (*Love.*)

২৫। মনের অনুকূল বিষয়ে চিত্তের আর্দ্রতাকে (অর্থাৎ নায়কনায়িকাদির মনের ভাববিশেষকে) অনুরাগ বলে। উদাহরণ স্পষ্ট।

হাস। (*Mirth*)

২৬। বিকৃত বাক্য শ্রবণ অথবা বিকৃত বেশাদি দর্শনে চিত্ত-বিস্তার-জন্য মুখপ্রসন্নতাদিজনক সুখ-সম্মিলিত মনের ভাববিশেষকে হাস কহে।

যথা।—"শিবের কেড়েছি শূল, মারিয়া মশার হূল,
বাঁধিলাম ঐরাবত হাতী।
হইল বিষম ক্ষুধা, খেলেম চাঁদের সুধা,
চাঁদ ধরে দিলাম আছাড় ॥
পিপীড়ার পেট ফুড়ে, আইল আকাশে উড়ে,
হাতী ঘোড়া সেনা লাক লাক।
ধর ধর করি রব, মারিছে তাদের সব,
ইঁচুর উড়েছে ঝাঁকে ঝাঁক ॥" প্র. ক.

ইহা বিকৃত বাক্যের উদাহরণ।

জুগুপ্সা।● (*Disgust.*)

২৭। কোন বস্তু বা ব্যক্তির দোষ দর্শন করিয়া

তদ্বিষয়ে হেয়তাদি-জ্ঞান-জনিত চিত্তের সঙ্কোচ-ভাবকে জুগুপ্সা (ঘৃণা) কহে। যথা—

"ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁখি সাঁখি।
হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নিকী করে ইলি বিলি।
কোটি কোটি কানকোটারির কিলি কিলি॥
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥" অ. ম.

এখানে ঘৃণা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে।

শম। (*Quietism.*)

২৮। ভোগসুখে নিরভিলাষী হইয়া বিষয়ে ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করিলে পরমাত্মাতে জীবাত্মার দুঃখাসম্পৃক্ত যে অনির্ব্বচনীয় বিশ্রামসুখ হয়, তাহাকে শম কহে। যথা, (গীত)—

"গাও তাঁরে, গাও সদা তরুণ ভানু,
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ;
জনহৃদয়প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
সুগভীর গরজনে,
কাঁপাইয়ে গগন মেদিনী,
মহেশের মহৎ যশঃ ঘোষো, বারিদ
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

প্রবল সিন্ধু স্রোতস্বতী,
প্রফুল্লকুসুম বনরাজি, অগ্নি তুষার,
কেহই থেকো না নীরব।
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে,
আনন্দ রবে গাও, বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।" ত. বো.

স্থায়ীভাবের কতকগুলি কারণ ও কার্য্য আছে। কারণগুলিকে বিভাব ও কার্য্যগুলিকে অনুভাব কহে।

বিভাব। (*Excitant.*)

২৯। যে সকল কারণে স্থায়ী ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম বিভাব।

বিভাব দুইপ্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন।

আলম্বন বিভাব। (*Substantial*)

৩০। যাহাকে অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণে সুখ-দুঃখাদি উদিত হয়, তাহাকে আলম্বনবিভাব কহে।

যুদ্ধসময়ে যোদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া প্রতিযোদ্ধার যেমন উৎসাহের উদয় হয়, সেইরূপ প্রতিযোদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া যোদ্ধারও উৎসাহের উদয় হয়, অতএব ইহারা উভয়েই উভয়ের আলম্বন-বিভাব। অন্ধ, পঙ্গু, বধির, আতুর ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিয়া শোক এবং দুঃখ জন্মে, অতএব উহারা করুণরসের আলম্বন-বিভাব। ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া ভয় জন্মে, অতএব ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ পদার্থ ভয়ানকরসের আলম্বন-বিভাব।

"বিগতযামিনীকালে, মহীধর-মহীপালে,
কহিতেছে মেনকা মহিষী।
উঠ উঠ গিরিরাজ, না হয় অন্তরে লাজ,
সুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি॥

নিরখিয়া সুখ-তারা, চক্ষে বহে শত ধারা,
হৃদয়ে উদয় প্রাণতারা।
ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাহারা,
নিদ্রাহারা নয়নের তারা॥
দারুণ দুঃখের ভোগে, বিষমবিভ্রমযোগে,
দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
সে দুঃখ কহিব কায়, বিদরে পাষাণকায়,
ছিন্ন হয় হিমকলেবর॥
আর কি অধিক কব, হৃদয় কঠিন তব,
অদ্রিদেহ আর্দ্র নহে স্নেহে।
এত দিন নন্দিনীরে, ভাসাইয়া দুঃখনীরে,
সুখে বসি রাজ্য কর গেহে॥
মৈনাকসন্তানশোকে, শূন্য দেখি তিন লোকে,
আলোকে আঁধার গিরিপুরী।
প্রবল প্রতাপ যার, সাগর-সলিলে তার,
মগ্ন হলো মোহন মাধুরী॥
সবে এক সুকুমারী, তাহারে ভিখারি-নারী,
করিলে হে নিদয় পাষাণ।
হাহা কন্যা গুণবতী, সরলপ্রকৃতি সতী,
দুঃখানলে দহে তার প্রাণ॥
দেখিলাম স্বপনেতে, বৃষ এক বাহনেতে,
ভিখারীর কোলে ভিখারিণী।
দীনা হীনা ক্ষীণাকারে, ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে,
ভূত প্রেত প্রেতিনী সঙ্গিনী॥
অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই,
বিষধর বেণীর বন্ধন।

অস্থিমালা কণ্ঠে শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বাঘছাল কটিতে পিন্ধন ॥
অন্নাভাবে তনু শীর্ণ, গোধূলিতে সমাকীর্ণ,
তাম্রবর্ণ চাঁচর কুন্তল।
স্বর্ণ-শোভা হত বর্ণে, বনফুলদল কর্ণে,
নাহি আর সুবর্ণ-কুণ্ডল ॥" প্র. ক.

গৌরীকে অবলম্বন করিয়া মেনকার শোকোদয় হইতেছে।

উদ্দীপন-বিভাব। (*Enhancer.*)

৩১। যে বিষয় দেখিয়া অন্তঃকরণে সুখদুঃখাদি উদ্দীপ্ত (উত্তেজিত) হয়, সেই বিষয়কে উদ্দীপন-বিভাব বলে, যথা—

আলম্বনের কার্য্য। যখন যোদ্ধা বাহু আস্ফোটন করিয়া শরপ্রহার করে তখন শরপ্রহারের উদ্যোগদর্শনে প্রতিযোদ্ধার উৎসাহের উদ্দীপ্তি হয়, আর যখন প্রতিযোদ্ধা ঐরূপ কার্য্য করিতে থাকে তখন ঐ কার্য্য দেখিয়া যোদ্ধারও উৎসাহের উদ্দীপ্তি হয়, অতএব ঐ কার্য্যগুলি বীররসের উদ্দীপন-বিভাব। যখন কোন ব্যক্তির সন্তানের মৃত্যু হয়, তখন সেই সন্তানের সদৃশ কোন ব্যক্তির রূপ দর্শন করিয়া অথবা সেই সন্তানের ভূষণ অবলোকন করিয়া পিতা মাতার শোক ও দুঃখের উদ্দীপ্তি হয়, অতএব রূপ ভূষণ ও দুঃখাবস্থাদি করুণরসের উদ্দীপন-বিভাব। মহর্ষিদিগের আশ্রমপ্রভাবে প্রশান্ত মৃগকুলের সহিত ক্রূর ব্যাঘ্রপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহবাস দেখিয়া লোকদিগের মনে শমভাবের উদ্দীপ্তি হয়, অতএব ঐ স্থান শান্তরসের উদ্দীপন-বিভাব। বৃদ্ধাবস্থায় অনেকের সংসারে বৈরাগ্য জন্মে, অতএব ঐ অবস্থা শান্তরসের উদ্দীপন-বিভাব। সময়ে সময়ে ভাবুক-ব্যক্তির দেবারাধনে ভক্তি জন্মে, অতএব ঐ কালও শান্তরসের উদ্দীপন-বিভাব। কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের স্তব করিতেছে তাহা দেখিয়া স্তবে উৎসাহ, কোন ব্যক্তি দান করিতেছে তাহা দেখিয়া দান বিষয়ে উৎসাহের উদ্দীপ্তি হয়, অতএব ঐ ব্যবহারও শান্তরসের উদ্দীপন-বিভাব। উপরি কথিত বিষয়গুলি কাব্যে বর্ণিত, নাটকে অভিনীত হইলেই বিভাব হয়।

শান্তরসের উদ্দীপন বিভাব যথা—অন্নদামঙ্গলে—

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর, কোটিশশিপরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সরগণের বাস॥
রজনী বাসর, মাস সংবৎসর, দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ, কিছু নাহি ভেদ, সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানাজাতি, লতা নানাভাতি, ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ, নানা পশু সুশোভিত।
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে, সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল, শার্দ্দূল রাখাল, কেশরী হস্তিরাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে, ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণাক্ষুধা, কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক, সার অসার সংসারে॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম কর্ম্মাকর্ম্ম, শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই, কেবল সুখের মূল॥"

অনুভাব। (*Ensuant.*)

৩২। স্থায়িভাবের কার্য্যকে অনুভাব বলে। ইহা দ্বারা সুখ দুঃখাদি অবস্থা অনুমান করা যায় বলিয়াই ইহাকে অনুভাব কহিয়া থাকে।

যথা—"এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে, নীরবে বসিলা মহামতি
শোকাকুল, পাত্র মিত্র সভাসদ্ আদি
বসিল সকলে, হায় বিষণ্ন বদনে।
হেন কালে সহসা ভাসিল চারি দিকে
মৃদু রোদননিনাদ, তা সহ মিশিয়া

ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিনীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গিনী সঙ্গিনীদল সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে দেবী চিত্রাঙ্গদা।
আলু থালু হায় এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা—
কুসুম-রতন-হীন বনসুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহুশোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা—
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবক! শোকের ঝড় বহিল সভায়!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল, মুক্ত কেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলিল ছত্র ছত্রধর
ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীম-রূপী; পাত্র মিত্র সভাসদ যত,
অধীর কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।" মে. না ব.

এই উদাহরণের ক্রন্দন, রোমাঞ্চ, ভূম্যাক্ষেপ, সংলুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্যগুলি করুণ রসের অনুভাব।

সঞ্চারিভাব। (*Accessory.*)

৩৩। যে ভাবগুলি আমাদিগের অন্তঃকরণে কখন আবির্ভূত, কখন বা উহা হইতে অন্তর্হিত,

(অর্থাৎ যাঁহারা একমাত্র রসে না থাকিয়া সকল রসেই উদ্ভূত বা অনুভূত) হয়,* তাহাদিগকে সঞ্চারিভাব বলে। ইহা ত্রয়স্ত্রিংশৎপ্রকার। যথা—

নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, জড়তা, উগ্রতা।
মোহ, মদ, অপস্মার, নিদ্রা, চপলতা॥
বিবোধ, বিষাদ, শ্রম, ঔৎসুক্য, স্মৃতি।
মরণ, আলস্য, স্বপ্ন, চিন্তা, গ্লানি, ধৃতি॥
অসূয়া, উন্মাদ, শঙ্কা, অবহিত্থা, হর্ষ।
লজ্জা, মতি, গর্ব্ব, ব্যাধি, সন্ত্রাস, অমর্ষ॥
ব্যভিচারিভাবের বিতর্ক বাকি রয়।
ইহা দিলে সঞ্চারীর সর্ব্ব অঙ্গ হয়॥

সঞ্চারিভাবকে ব্যভিচারিভাব নামেও উল্লেখ করে।

(৪র্থ) জড়তা। (*Stupefaction.*)

৩৪। প্রিয় বা অপ্রিয় কিংবা ভয়ানক অথবা অভূত-পূর্ব্ব বস্তুর দর্শন বা শ্রবণ হেতু যে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা বা বিস্ময়াবিষ্টতা, তাহাকে জড়তা কহে।

ইহাতে অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ, এবং মৌনাবলম্বন প্রভৃতি অবস্থা দেখা যায়। যথা—

"এত বাক্যে চণ্ডী যদি না দিল উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর॥
শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
হাতে শরে রহে বীর চিত্রের নির্ম্মাণ।
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর।
পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
হতবুদ্ধি হয়ে রহে আখেটীনন্দন।

নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর।
ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁফর॥
শর ধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে।
কহেন করুণাময়ী মৃদু মন্দ স্বরে॥" ক. ক. চ.

এই স্থলে দেবীর মায়াপ্রভাবেই ব্যাধের জড়তা জন্মিয়াছে। যে খানে উক্তলক্ষণানুসারে সংজ্ঞাহীনতাদি জন্মে, তথায়ই প্রকৃত জড়তা বলিয়া গণনা করা উচিত। এই নিমিত্ত প্রকৃত জড়তার উদাহরণস্থলে ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে না। তবে কেবল একটী আদর্শ দেখাইবার নিমিত্তই উদ্ধৃত করা গেল। অন্যান্য সঞ্চারিভাবের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ স্থানান্তরে লক্ষিত হইবে।

রস। (*Flavour.*)

৩৫। যখন উৎসাহ, শোক, ক্রোধ ও অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়িভাবগুলি "কার্য্য" (২২অনু) "কারণ" (২৯অনু) ও সঞ্চারিভাব দ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুভূত হইয়া অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করে, তখনি উহাদিগকে রস বলা গিয়া থাকে।

দ্রবীভূত তিনপ্রকার, কখন বিস্তৃত, কখন গলিত ও কখন সঙ্কুচিত।

৩৬। রস নয়প্রকার, যথা—বীর, করুণ, শৃঙ্গার, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস ও শান্ত।

৩৭। এক একটী স্থায়িভাব এক একটী রসে প্রতিনিয়তই অবস্থিতি করে, কদাপি অন্তর্হিত হয় না।—করুণ রসে শোক, বীর রসে উৎসাহ, অদ্ভুত রসে বিস্ময়, রৌদ্র রসে, ক্রোধ, ভয়ানক রসে ভয়, শৃঙ্গার রসে অনুরাগ (রতি), হাস্য রসে হাস বীভৎস রসে জুগুপ্সা, ও শান্ত রসে শম।

মহাভারতে সন্ধি, বিগ্রহ, পরিণয়, হাস্য, কৌতুক, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বীর, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি রসসমূহ উদিত হইয়াছে, তথাপি পরিণামে শমস্থায়ি-শান্তরসের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই, এই হেতু মহাভারতকে শান্তরসপ্রধান মহাকাব্য-নামে নির্দ্দেশ করে। এবং রামায়ণে নানাপ্রকার কার্য্যোপলক্ষে বহুবিধ রসের আবির্ভাব থাকিলেও চরমে শোকস্থায়ি করুণরস অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া রামায়ণকে করুণরসপ্রধান মহাকাব্য বলে। এক্ষণে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক রসে বহু স্থায়িভাবের সমাগম হইলেও বর্ণনীয় রসের প্রাধান্য-হেতু তাহারই স্থায়িভাবকে প্রধানরূপে গণনা করিতে হইবে। তদবস্থায় অন্য স্থায়িভাবকে ব্যভিচারি-নামে উল্লেখ করে। তাহার লক্ষণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

রত্যাদি নয়টী স্থায়িভাব বিভাবাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া করুণাদি রসরূপে পরিণত হয়, ইহা অগ্রেই উল্লেখ করা গিয়াছে; এক্ষণে ঐ রসসকলের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

বীর। (*Heroic.*)

৩৮। বীররসে উৎসাহ স্থায়িভাব; বিজেতব্যাদি আলম্বন-বিভাব; বিজেতব্যাদির চেষ্টা উদ্দীপন-বিভাব; সহায়-অন্বেষণাদি অনুভাব। ধৃতি, মতি, গর্ব্ব, স্মৃতি, বিতর্ক, রোমাঞ্চ সঞ্চারি ভাব। এই রস উৎকৃষ্ট পুরুষে বর্ণনীয়। বীররস দয়া, ধর্ম্ম, দান ও যুদ্ধ-ভেদে চারিপ্রকার।

জীমূতবাহনসদৃশ ব্যক্তি দয়াবীর, যুধিষ্ঠিরসদৃশ ব্যক্তি ধর্ম্মবীর

পরশুরামসদৃশ ব্যক্তি দানবীর, রামচন্দ্রসদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধবীর।

যুদ্ধবীর যথা—

"দুর্য্যোধন ছুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥
মলিন বদন কেন দেখি সব রথি।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈল ভ্রমমতি॥
না জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণ বীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির॥
কিংবা জামদগ্ন্য রাম কিংবা বজ্রপানি।
কিংবা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুনি॥
বধিব সকল আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্রলহরী যেন রক্ষা করে কূলে॥
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটী।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি॥
খণ্ড খণ্ড করিব ধবল চারি হয়।
দশ দিকে যুড়িয়া করিব অস্ত্রময়॥
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত জগতে।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম ভৃগুনাথে॥
পাণ্ডব অনলে সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সেই দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন॥
কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলী॥
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাহ গবী লয়ে হস্তিনানগর॥
অথবা দেখহ যুদ্ধ অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া॥" ম. ভা.

এই স্থলে যুদ্ধবীর কর্ণ।

করুণ। (*Pathetic.*)

৩৯। প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুর বিনাশ কিংবা অনিষ্ট ঘটিলে করুণরস হয়। এই রসে শোক স্থায়িভাব। শোচ্য আলম্বন-বিভাব; সেই শোচ্যের দাহাদি-অবস্থা উদ্দীপন-বিভাব। দৈবনিন্দা, ভূ-পতন, ক্রন্দনাদি, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, প্রলাপ, বিবর্ণতা, স্তম্ভ প্রভৃতি* অনুভাব; নির্ব্বেদ (১স), মোহ, অপস্মার (৮স), ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ, জড়তা, চিন্তাদি ব্যভিচারি-ভাব।

(১স) নির্ব্বেদ। (*Self-disparagement.*)

তত্ত্বজ্ঞান, আপদ, ঈর্ষাদি হেতুক যে আত্মাবমাননা তাহাকে নির্ব্বেদ কহে। নির্ব্বেদ হইলে চিন্তা, অশ্রু, নিশ্বাস, বিবর্ণতা উচ্ছ্বসিতাদি অভিলক্ষিত হয়। যথা—

' মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
সবে বাক্য কবে কিন্তু, তুমি রবে নিরুত্তর॥
যাঁর প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টি হীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
মৃত্যুভয়ে পাবে ত্রাণ ভব পরাৎপর॥" রা. মো. রা.

(৮স) অপস্মার। (*Dementedness.*)

ভূতাদির আবেশ জন্য মনের বিকলতাকে অপস্মার কহে। ভূ-পতন, কম্প, ঘর্ম্ম, ফেন, লালাদি ইহার জ্ঞাপক।

---

* বিবর্ণত, স্তম্ভ প্রভৃতি অ টটিকে সাত্ত্বিকভাব নামে উল্লেখ করে, কিন্তু ইহারা অনুভাবের অন্তর্গত।

সাত্ত্বিকভাব। (*Involuntary evidence of feeling.*)

১ স্তম্ভ (নিস্তব্ধতা), ২ প্রলয় (সংজ্ঞাহীনত্ব), ৩ রোমাঞ্চ, ৪ স্বেদ, ৫ বেপথু (কম্প), ৬ অশ্রু, ৭ স্বরভঙ্গ, ৮ বিবর্ণতা।

প্রিয়ব্যক্তির বিনাশহেতু করুণ যথা—

"নীলকর বিষধর, বিষপোরা মুখ।
অনলশিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে, পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতি-পুত্র-শোকে মাতা, হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ, সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার, জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল, দুঃখ-পারাবার॥
শোকশূলে মাথা হলো বিষ-বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা, কে শোনে সান্ত্বনা॥
কোথা পিতা কোথা মাতা, ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন, কর একবার॥
জননী জননী বলে, চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি, দেখিতে না পাই॥
মা বলে ডাকিলে মাতা, অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লতে, মুখ মুছাইয়ে॥

স্বেদনামক সাত্ত্বিকভাবের উদাহরণ। যথা—

"সুখাসনে শয়নে বিষণ্ণ নৃপবর।
চারু পট্টবসনে, আবৃত কলেবর।
চারি ধারে অমাত্য, আত্মীয়গণ বসি।
নক্ষত্রমণ্ডলে যেন, মেঘাচ্ছন্ন শশী॥
অভিমানে অশ্রু আসি, প্রকাশিতে চায়।
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে, রুদ্ধ করে তায়॥
রাগের লোহিত রাগ, উদিত নয়নে।
অনল প্রভাবে জল, থাকিবে কেমনে॥
অশ্রুপথ অবরুদ্ধ, স্বেদধারা বয়।
অশ্রু যেন স্বেদরূপে, হইল উদয়॥" প: উ.

অপার জননী-স্নেহ, কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীত মনে, বলি মা মা মা মা॥
সুখাবহ সহোদর, জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু, আর দুটী নাই॥
নয়ন মেলিয়া দাদা, দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার॥
আহা আহা মরি মরি, বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম, লুকালো কোথায়॥
রূপবতী গুণবতী, পতিপরায়ণা।
মরাল-গমনা কান্তা, কুরঙ্গ-নয়না॥
সহাস্য বদনে সতী, সুমধুর স্বরে।
বেতাল কবিতে পাঠ, মম কর ধরে॥
অমৃত পঠনে মন, হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বন-বিহঙ্গ সহিত॥
সরলা সরোজকান্তি, কিবা মনোহর।
আলো করে ছিল মম, দেহ-সরোবর॥
কে হরিল সরোরুহ, হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর, অন্ধকারময়॥
হেরি সব শবময়, শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা, মরেছে, আমার॥" নী. দ.

এই উদাহরণে বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব প্রভৃতির বিষয়গুলি স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার-দোষের

ও ভ্রূণহত্যা-পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর। এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিবারণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিক-রক্ষা-ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন ও দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক রক্ষা-ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন। ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যা-পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবাররিপু-বশীভূত হইয়া ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোক-লজ্জা-ভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা-

দের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বোধ হয় না, দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ এই অনবধান দোষে সংসার-তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

"হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।"—বি. বি. বি.।

এই উদাহরণে ভারতবর্ষীয় মানবগণ ও বিধবাস্ত্রীসকল আলম্বনবিভাব। বৈধব্যযন্ত্রণা উদ্দীপন-বিভাব। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদির চিন্তা ও দৈবনিন্দাদি অনুভাব। স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব। শোক স্থায়িভাব।

অদ্ভুত। (*Sense of wonder.*)

৪০। অদ্ভুত রসে বিস্ময় স্থায়িভাব; অলোকসামান্য বস্তু আলম্বন-বিভাব; এবং সেই বস্তুর গুণাদির মহিমা উদ্দীপন-বিভাব; স্তম্ভ, স্বেদ,

রোমাঞ্চ, গদ্‌গদস্বরে কথন, সম্ভ্রম (ব্যস্ততা) ও নেত্রবিকাশাদি কার্য্য অনুভাব; বিতর্ক, হাস্য প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব। যথা—

"অপরূপ দেখ আর, হের ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বামকরে, সংহারয়ে করিবরে,
উগারয়ে করয়ে সংহার॥
কনক-কমল-রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥"
"শুন রে কাণ্ডারী ভাই, বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে, সবে হও সাক্ষী॥
প্রামাণিক বলয়ে, গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই, কেমনে কমল!॥
কমলিনী নাহি সহে, তরঙ্গের ভর।
তরঙ্গের হিল্লোলে, করয়ে থর থর॥
নিবসে পদ্মিনী তায়, ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেল য় কমলিনী, উগারয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ, ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি রামা তায়, করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে, লাগয়ে তরাস॥" ক. ক. চ.

এ স্থলে কমলেকামিনী দেখিয়া শ্রীমন্তের বিস্ময় হইয়াছে. কমলে কামিনী এক অদ্ভুত পদার্থ, তাহাই বিস্ময়ের আলম্বন-বিভাব, এবং কমলে কামিনীর অভাবের প্রশংসা উদ্দীপন-বিভাব ও তাহার দর্শন হেতু শ্রীমন্তের বিতর্ক আবেগাদি অনুভাব।

রৌদ্র। (*The terrible.*)

৪১। রৌদ্র রসে ক্রোধ স্থায়িভাব; শত্রু আলম্বন-বিভাব, শত্রুর চেষ্টা (উদ্যোগ) এবং প্রহারাদি উদ্দীপন-বিভাব; যুদ্ধাদি হেতু এই রসের অতিশয় উদ্দীপ্তি হয়, ভ্রূভঙ্গ, ওষ্ঠনির্দংশন, বাহ্বাস্ফোটন, তর্জ্জন, গর্জ্জন এবং আত্মগুণের শ্লাঘা পূর্ব্বক আয়ুধোৎক্ষেপণ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব; উগ্রতা, আবেগ, রোমাঞ্চ স্বেদ, কম্প, মদ, মোহ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব।

যথা—"বৃত্রাসুর নাম ত্বষ্টা মুনির নন্দন।
পরাক্রমে জিনিলেক, সকল ভুবন॥
ইন্দ্ররাজ দেব যবে, তারে সংহারিল।
শুনি ত্বষ্টা মুনি তবে, আগুন হইল॥
আজি সংহারিব ইন্দ্র, দেখ সর্ব্ব জন।
নহে মোর তপ ব্রত সব অকারণ॥
ব্রহ্মবধী বিশ্বাসঘাতকী দুরাচার।
কিরূপে বহিছে ধর্ম্ম এ পাপীর ভার॥
ত্রিশিরস পুত্র মোর, তপেতে আছিল।
অনাহারী মৌনব্রতী, কারো না হিংসিল॥
হেন পুত্র মোর মারে, দুষ্ট দুরাচার।
বিশ্বাস করিয়া তবু, করিল সংহার॥
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম, করিব তাহারে।
এত বলি মুনিবর, ধায় কোপভরে॥
দুই পাটি দন্ত ঘন, করে কড মড়।
সুরাসুর দেখিয়া, পলায় উভরড়॥

বায়ু বলিলেন ইন্দ্র, নিশ্চিন্ত আছহ।
ক্রোধান্বিত হৃষ্টা মুনি, আইসে দেখহ॥
করে কর কচালে, উরুতে মারে চড়।
ক্ষিতি কাঁপে চলিতে চরণ ঝড় বড়॥
দীঘল জটিল দাড়ি, করে নড় বড়॥
সঘনে গর্জ্জয়ে ঘন, গড় গড় গড়॥
নাসার নিশ্বাস যেন, প্রলয়ের ঝড়।
নেত্রানলে পোড়ে বন, শুনি চড় চড়॥
ঘন ঘন জিহ্বা ধরি, দিতেছে কামড়।
ভুজে ঠেকি ভাঙ্গে বৃক্ষ, শুনি মড় মড়॥" ম. ভা.

এখানে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যুদ্ধবীর-বিষয়ক বীর ও রৌদ্র এই উভয় রসের পরস্পর ভেদ নাই, বস্তুতঃ তাহা নহে। যুদ্ধবীরে উৎসাহ স্থায়িভাব ও বিজেতব্যাদি আলম্বন-বিভাব এবং ধীরোদাত্ত নায়ক। রৌদ্ররসে ক্রোধ স্থায়িভাব, কোপান্বিত ব্যক্তির মুখ-নেত্রাদি আরক্তিম হয়। শত্রু আলম্বন বিভাব, অন্যান্য বিভেদ ইহাদিগের লক্ষণে দেখ।

ভয়ানক। (*The fearful.*)

৪২। ভয়ানকরসে ভয় স্থায়িভাব, ইহা স্ত্রী ও নীচপ্রকৃতিতে বর্ণনীয়; যাহা হইতে ভয় হয় তাহাই আলম্বন-বিভাব, তাহার ঘোরতর চেষ্টা উদ্দীপনবিভাব; বিবর্ণতা, গদ্গদস্বরে কথন, প্রলয়, রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প, ও দিক্প্রেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব; জুগুপ্সা, আবেগ, সম্মোহ, সন্ত্রাস, গ্লানি (কাতরতা), দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার, সম্ভ্রম ও মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব।

যথা—"বিপ্রগণে দেখি পর্ব্ব ভোজ্যবস্ত্র মারিছে।
কুত্তাগণ পায় লাগ লাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র কেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥ অ. ম.

হাস্য। (*The comic.*)

৪৩। বিকৃত আকার বিকৃত বাক্য বিকৃত বেশধারিনটাদির বিকৃত চেষ্টা জন্য এই রসের উদয় হয়, এই রসে হাস স্থায়িভাব; লোকেরা যে বিকৃত-বাক্য-বেশ-চেষ্টাদি দেখিয়া হাসে তাহাই আলম্বন-বিভাব, তাহার চেষ্টা উদ্দীপন-বিভাব, চক্ষুঃসঙ্কোচ ও দন্ত-বিকাশ পূর্ব্বক আস্য-বিস্ফারণাদি অনুভাব; নিদ্রা, আলস্য, অবহিত্থাদি(২৫স) ব্যভিচারিভাব।

(২৫স) যথা—"বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয় মায়ে বাল ঘরে গেলা ধেয়ে॥
আলো করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি গেলিনু বাহির বাড়ী গিয়া।
ধুলাঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হতে বুড়া এক ডোকরা বামণ।
প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥" অ. ম.

এখানে পার্ব্বতী লজ্জা হেতু হর্ষাদি গোপন করিতেছেন।

হাস্যের উদাহরণ যথা—

"পুরাণে নবীন বিদ্যা, হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে, শুন সমাচার॥

দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে, বাছা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণকথা, অমৃত সমান॥
পরীক্ষিত কীচকেরে, করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার॥
জানকীর কথা শুনে, হাসে দুর্য্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে, তক্ষক দংশন॥
শ্রীবৎস করিয়া কোলে, বেহুলা নাচনী।
রথের তলায় অই, দেখ লো সজনি॥
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা।
ব্যাধের রমণী আমি, হবে মোর সতা॥" কু. কু স.

বীভৎস। (*The disgustful.*)

৪৪। বীভৎস রসে জগুপ্সা (ঘৃণা) স্থায়িভাব, দুর্গন্ধি মাংস প্রভৃতি দ্রব্য আলম্বন-বিভাব, এবং ঐ সমুদয় দ্রব্যে কৃমিপাতাদি উদ্দীপন-বিভাব; নিষ্ঠীবন, মুখবিকৃতি, নেত্রসঙ্কোচ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব; মোহ, অপস্মার, আবেগ (ব্যস্ততা), ব্যাধি, মরণাদি ব্যভিচারিভাব। যথা—

"রাম! রাম! এ বড় কু স্থান।
পোড়া হাড় ছড়াছড়ি, মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি,
করিতেছে শ্যালের বিতান॥
ওথায় পেত্নিনী দানা, খাইছে সখের খানা,
একখানা পচা ঠ্যাং নিয়া।
পোকা তাহে মুড়িপ্রায়, বিজ বিজ করে তায়,
আগে তাই খাইছে বাছিয়া॥

এথায় একটা ভূতে, জ্বলন্ত চিতায় মুতে,
আধপোড়া মড়া টানে জোরে।
আমোদে ছিঁড়িয়া ভুঁড়ি, কামড়ায় নাড়ীভুঁড়ি,
ভুঁড়ির ভিতরে মুড়ি পোরে॥
দেখহ গাছের কাছে, মড়া এক পড়ে আছে,
ফুলে ঢোল দাঁত ছরকুটে।
গলিয়া পড়িছে কায়, শকুনিতে ছিঁড়ে খায়,
পচা গন্ধে নাড়ী পড়ে উঠে॥"—বন্ধু

শান্ত। (*The Quietistic.*)

৪৫। শান্তরসে শম স্থায়িভাব; ইহা উত্তম প্রকৃতিতে বর্ণনীয়; অনিত্যতাদি-হেতু পদার্থের নিঃসারত্ব-জ্ঞান এবং পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান এই উভয় ইহাতে আলম্বন-বিভাব; পুণ্যাশ্রম, মহাপুরুষ ও তীর্থাদির দর্শন উদ্দীপন-বিভাব; রোমাঞ্চাদি অনুভাব; নির্ব্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব।

যে খানে সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি কোন ইচ্ছা না থাকে এবং শম প্রধান হয়, তথায় শান্তরস বলে।

যথা।—"দম্ভভাবে কত রবে, হও সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, মুগ্ধ হয়ে পরদ্রোহে,
আপন দোষ-সন্দোহে, না কর সন্ধান।
রোগেতে অতিকাতর, শোকেতে ব্যাকুলান্তর,
অথচ আমি অমর, মনে মনে ভান।

অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,
সত্যের শরণ লও, পাবে পরিত্রাণ॥* রা. পো. রা.

* ভরসের সহিত দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীরের কি বৈসাদৃশ্য আছে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

৪৬। যে ব্যক্তির একমাত্র দানবিষয়ে উৎসাহ আছে, এবং যিনি যাচকের অভিলাষপূরণার্থ পুত্রকলত্রাদির প্রতিও স্নেহ ও মমতাশূন্য হইয়া দাতৃত্বধর্ম্মপ্রতিপালন জন্য স্বহস্তে তাহাদিগের শিরশ্ছেদনেও শঙ্কিত বা পরাঙ্মুখ না হন, তাঁহাকেই দানবীর বলা যায়। যথা—

কর্ণ যাচকের আকাঙ্ক্ষা-সম্পাদন-নিমিত্ত আত্মহস্তে স্বীয় তনয়ের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন।

এখানে দেখ প্রাণিবধরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতেছে, তথাপি দাতৃত্ব-বিষয়ে লঘুচিত্ততা প্রকাশ পায় নাই।

৪৭। পরদুঃখ দেখিয়া যাহার মনে করুণার উদয় হয় এবং তাহার দুঃখদূরকরণার্থ দয়া ও একান্ত উৎসাহ সর্ব্বদাই মনে জাগরূক থাকে, অধিক কি, আবশ্যক হইলে স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিতেও যিনি উদ্যত হন, তিনিই দয়াবীর। যথা, জীমূতবাহন আত্মকলেবর সমর্পণ-দ্বারা গরুড় হইতে নাগকুলের রক্ষা করিয়াছিলেন। (বেতালের পঞ্চদশ প্রশ্ন দেখ)। দয়াবীরের, ইহকালে কীর্ত্তি-লাভের প্রতি ও পরকালে পুণ্যলাভের প্রতি দৃষ্টি থাকে।

৪৮। যে ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ-পর্য্যন্তকেও দুর্গন্ধ ও বিষবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহের সহিত কালযাপন করিয়া পুণ্যসঞ্চয়দ্বারা পরকালে সুখী হইতে চাহেন, তাঁহাকে ধর্ম্মবীর বলা যায়।

৪৯। বীররসে অহঙ্কার ও বিষয়সুখাভিলাষ থাকে, কিন্তু শান্তরসে একমাত্র পরমাত্মার লাভ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই স্পৃহা থাকে না; বীররসের সহিত শান্তরসের এই প্রভেদ।

শান্তরস লইয়া রস নয়টি, কিন্তু সন্তানাদির প্রতি যে বৎসলভাব দেখা যায়, কেহ কেহ তাহাকেও একটী রস বলিয়া গণনা করেন, তাঁহাদিগের মতে রস দশটি।

বৎসল। (*Filial Affection.*)

৫০। সন্তানাদির প্রতি পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি গুরুজনদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ (বাৎসল্য-ভাব) তাহাকে বৎসলরস কহে। এই রসে বৎসলতা-রূপ স্নেহ স্থায়িভাব; পুত্রাদি আলম্বন-বিভাব; পুত্রাদির চেষ্টা, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যাদি উদ্দীপন-বিভাব এবং সেই পুত্রাদির অঙ্গ-সংস্পর্শ, চুম্বন ও দর্শনাদি-জন্য পুলকোদ্গম ও আনন্দাশ্রু প্রভৃতি অনুভাব; সন্তানাদির অমঙ্গলাশঙ্কা, হর্ষ, গর্ব্ব ও আবেগাদি সঞ্চারি-ভাব। যথা—

"প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এত উৎসুক হইতেছে। পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয় আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহাকে

ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অৰ্দ্ধ-বিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া, সর্ব্বশরীর শীতল করিব, পুত্রের অৰ্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব, অথবা অৰ্দ্ধোচ্চরিত মৃদুমধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব, এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।” শ. ত

এ খানে রাজা দুষ্মন্তের পুত্র-বাৎসল্য জন্মিয় ছিল।

৫১। যে রস যে রসের বিরোধী হয় তাহা কথিত হইতেছে। যথা—

ভয়ানক ও শান্তরস	বীররসের	বিরোধী।
হাস্য ও আদ্য রস	করুণরসের	”
হাস্য, আদ্য ও ভয়ানক রস	রৌদ্ররসের	”
আদ্য, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত রস	ভয়ানকরসের	”
করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক	আদ্যের	”
আদ্যরস	বীভৎসরসের	”
বীর, আদ্য, রৌদ্র, হাস্য ও ভয়ানক	শান্তরসের	”
ভয়ানক ও করুণরস	হাস্যরসের	”

৫২। যে রসে যে স্থায়িভাব সঞ্চারিভাব হয়। যথা—

স্বীয় স্বীয় স্থায়িভাব ব্যতীত অপর স্থায়িভাবগুলি সঞ্চারিভাব হয়। যেমন আদ্য ও বীররসে হাস সঞ্চারী হয়, বীররসে ক্রোধ সঞ্চারিভাব হয়, এবং শান্তরসে জুগুপ্সা সঞ্চারিভাব হয়, সেইরূপ অন্যান্য রসেও জানিতে হইবে।

৫৩। দেবতা গুরু ও পিতামাতাদি পূজ্য ব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ (ভক্তি) তাহাকে ভাব বলে; সঞ্চারিভাব যে খানে স্থায়িভাব অপেক্ষা প্রধান হয় সে খানেও ভাব বলা যায়; আর যে খানে কেবল স্থায়িভাবেরই উদ্বোধ হইয়াছে কিন্তু বিভাবাদি স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না, তথায়ও ভাব বলে।

৫৪। পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগকে ভক্তি-ভাব, সন্তানের প্রতি অনুরাগকে স্নেহভাব, সখার প্রতি অনুরাগকে (সম্প্রীতি) সখ্যভাব* বলিয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাব রসবর্জ্জিত নহে; রসও ভাববর্জ্জিত নহে; এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের কখন অনৈক্যও দেখা যায় না; এই হেতু ভাব ও রসকে এক পদার্থ বলিলেও অধিক দোষ হয় না।

---

* কোন কোন গ্রন্থকার ইহাকে সখ্যরস কহিয়া থাকেন। সখ্য রসে সম্প্রীতি স্থায়িভাব, সখা আলম্বন-বিভাব। সখার বিদ্যা ও শুভসাধনাদি উদ্দীপন-বিভাব। সখার সহিত সম্মিলন হইলে পরস্পরের সুমধুরসংলাপজনিত রোমাঞ্চ ও আনন্দাশ্রু প্রভৃতি অনুভাব। শত্রুর অমঙ্গলাশঙ্কা হর্ষ গর্ব্ব ও আবেগাদি সঞ্চারিভাব।

দেববিষয়ে অনুরাগ যথা—

"কি হেতু করুণাময়ী ছাড় সব মায়া।
ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া॥
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ মানি শতকোটি বর্ষ।
হরিহর তাকে যার জেনেছি নিকর্ষ॥
মৃত্যুরূপী মহেশের শোকবিধায়িনী।
মম জীবধারণের হেতু নিস্তারিণী।
সঙ্কটেতে স্মরি তেঁই তার গো তারিণী॥" চৌ. প.

এই স্থানে সুন্দর মরণবিষয়ে শঙ্কাহেতু ভগবতীকে স্তব করিতেছেন। ইহা দেববিষয়ক ভক্তি ও শঙ্কারূপ সঞ্চারিভাব এই দুয়েরই উদাহরণস্থল।

পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ যথা (মেঘনাদবধে)—

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস সুমধুরভাষী;
মুরারি-মুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি,
মনোহর-কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
বঙ্গভূমি অলঙ্কারের হেতু; কেমনে
কবিতা-রস-সরসে রাজহংসকুল
সহ কেলি করি আমি তুমি না শিখালে?

রাজবিষয়ে রতি যথা—

"চন্দ্র মধ্যে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র-হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥" অ. ম.

সখার প্রতি সখ্যভাব যথা (কাদম্বরীতে)—

"এই স্থির করিয়া কহিলাম সখে! হাঁ আমি সকলি অবগত হইয়াছি। কিন্তু ইহাই জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ উহা কি সাধু-সম্মত, কি ধর্ম্ম-শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ? কি তপস্যার অঙ্গ? কি স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের উপায়? এই বিগর্হিত পথ অবলম্বন করা দূরে থাকুক, এরূপ সঙ্কল্পকেও মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। মূঢ়েরাই অনঙ্গ-পীড়ায় অধীর হয়, নির্ব্বোধেরাই হিতা-হিত বিবেচনা করিতে পারে না। তুমিও কি তাহাদিগের ন্যায় অসৎ পথে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুদিগের নিকট উপ-হাসাস্পদ হইবে? সাধু-বিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষ কি? ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষলতাবনে তাহাদিগের জলসেক করা হয়। তাহারা কুবলয়মালা বলিয়া অসি-লতা গলে দেয়, মহারত্ন বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া কালসর্প ধরে। দিবাকরের ন্যায় জ্যোতি ধারণ করিয়াও খদ্যোতের ন্যায় আপনাকে দেখাইতেছ কেন? সাগরের ন্যায় গম্ভীরস্বভাব হইয়াও উন্মার্গ-

প্রস্থিত ও উদ্বেল ইন্দ্রিয়-স্রোতের সংযম করিতেছ না কেন? এ ক্ষণে আমার কথা রাখ, ক্ষুভিত-চিত্তকে সংযত কর, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া চিত্তবিকার দূর করিয়া দাও।"

রসাভাস ও ভাবাভাস। (*The Semblance of complete and incomplete flavours.*)

৫৫। অনুচিত বিষয়ে রসের বর্ণন করিলে রসাভাস, ও ভাবের বর্ণন করিলে ভাবাভাস হয়।

৫৬। গুরুর প্রতি কোপ কিংবা রৌদ্র ব্যবহার, হীন জাতির প্রতি শান্তরস বর্ণন, গুরুকে অবলম্বন করিয়া হাস্য, নিরপরাধ ব্যক্তির বধে উৎসাহ, স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতিতে বীররস, উৎকৃষ্ট পুরুষে ভয়, মুনিপত্নী গুরু-পত্নী ও উপপতি বিষয়ে অনুরাগ, এবং প্রতিনায়কে, অধম পাত্রে, পক্ষী জাতিতে ও বারবনিতাদিতে আদ্য-রস ইত্যাদি বিরুদ্ধ বিষয় বর্ণন করা অনুচিত। যথায় এইরূপ বর্ণন দেখা যায় সে খানে তদবস্থায় তাহাকে রস বা ভাব না বলিয়া রসাভাস বা ভাবাভাস বলে।

রসাভাস যথা—

"————পশিব নগরে,
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে,
রঘুশ্রেষ্ঠে, এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে।
দানবকুলসম্ভবা আমরা দানবী;
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত শোণিত-নদে, নতুবা ডুবিতে।

অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে,
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে!
চল সবে হেরি রাঘবের বীরপনা।
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী,
মাতিলা মদনমদে পঞ্চবটীবনে,
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে, নাগপাশ দিয়া,
বাঁধি লব বিভীষণে রক্ষঃকুলাঙ্গারে,
দলিব বিপক্ষদল মাতঙ্গিনী যথা
নল বন। তোমরা লো বিদ্যুত-আকৃতি;
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরিমাঝে!"
"নাদিল দানববালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা মত্ত মধুকালে!
নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে;
ডাকি শীঘ্র আন হেথা তোর সীতানাথে—
বর্ব্বর; কে চাহে তোরে তুই ক্ষুদ্রজীবী।
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে,
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে!
দিনু ছাড়ি, প্রাণ লয়ে পলা বনবাসী।
কি ফল বধিলে তোরে—অবোধ? যা চলি;
ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষসকুল-কলঙ্ক, ডাক বিভীষণে।
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, প্রমীলা সুন্দরী,
পত্নী তাঁর; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে পতিপদ পূজিতে যুবতী।
কোন যোধ সাধ্য, মূঢ় রোধিতে তাঁহারে! মে.না.ব.

৫৭। ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ও ভাবশবলতা (ভাববাহুল্য)।

ভাবশান্তি, ভাবোদয়।

৫৮। যে খানে পূর্ব্বোদিত ভাবের নিবৃত্তি হয় তথায় ভাবশান্তি, ও যে খানে এক ভাবের পর আর এক ভাবের উদয় হয় তথায় ভাবোদয়, বলা গিয়া থাকে। যথা—

"চোর ধরা গেল শুনি রাণী, অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি।
দেখিবারে ধায় রড়ে, কোঠার উপরে চড়ে,
কাঁদে দেখি চোরের মুখখানি॥
রাণী বলে কাহার বাছনি, মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ, মদন মোহন কূপ,
ধন্য ধন্য উহার জননী॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল, পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে, মোরে না কহিল মেয়ে,
তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥
হায় হায় হায় রে গোঁসাই, পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ, না মানিবে উপরোধ,
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই॥" বি, সু.

ভাবসন্ধি।

৫৯। যে খানে দুই ভাবের মিলন হইয়াছে তথায় ভাবসন্ধি বলে। যথা—

পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ডশীর্ষ প্রাপ্তিবোধে প্রথমতঃ দুর্য্যোধনের মনে হর্ষ হয়, তৎপরে ঐ মস্তকসকল পঞ্চপাণ্ডবের

পঞ্চ শিশুর মস্তক দেখে বিষাদ হইল। অতএব এইস্থলে হর্ষ বিষাদের সন্ধি বলা হইতে পারে। মহাভারত সৌপ্তিক পর্ব্বে হর্ষ বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যুনামক প্রস্তাব দেখ।

"দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথ কহিছে কোটাল।
দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল॥
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে জায় নাগ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কে বা ধরিবেক॥
হরিষ বিষাদ হৈল একত্র মিলন।
আনারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥" বি. সু

ভাবশবলতা।

৬০। বহু ভাব একত্র মিলিলে ভাবশবলতা (ভাববাহুল্য) বলা যায়। যথা—

"নরনারায়ণ জ্ঞানে, শুনিনু পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে, একি ভ্রান্তি তব?
হায় ভোজবালা কুন্তী কে না জানে তারে!
স্বৈরিণী! তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে! রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে!
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে! আছিল মান, তাও কি নাশিলি

নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জন্ম নিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন শাস্ত্রে, কোন বেদে লেখে
কি পুরাণে এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব কীর্ত্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে।
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি! কি দেখিয়া বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কুরুকুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আ মরি কি সতী—
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া! ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা,
লোকমাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী! বী.অ.

এখানে রাজ্ঞী-জনের লজ্জা, বিষাদ, ধৃতি, গর্ব্ব, চিন্তা, হাস্য ও ঘৃণার মিলন হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ভাবশবলত্ব বলা যায়।

গুণ-পরিচ্ছেদ।

৬১। রসের উৎকর্ষসাধক ধর্ম্মবিশেষকে গুণ* কহে। শব্দ ও অর্থের সুকুমারতাপ্রভৃতি ইহার প্রকাশক।

৬২। যেরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য প্রভৃতিকে দেহীর উৎকর্ষাধায়ক বলিয়া তাহার গুণ কহা যায়, সেইরূপ যে ধর্ম্মগুলি কাব্যের উৎকর্ষ সম্পাদন করে কাব্যে তাহাদিগকে গুণশব্দে নির্দ্দেশ করে।

৬৩। গুণ তিনপ্রকার, মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ।

মাধুর্য্যগুণ। (*Elegance.*)

৬৪। যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণমাত্র চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাকে মাধুর্য্যগুণ কহে। আদ্য, করুণ ও শান্ত রসাদিতে ক্রমে এই গুণের অপেক্ষাকৃত বাহুল্য লক্ষিত হয়।

৬৫। টবর্গ-ব্যতীত স্বীয় স্বীয় বর্গের অন্ত্য বর্ণের সহিত শিরোভাগে সংযুক্ত স্পর্শবর্ণ,† এবং লঘুভাবাপন্ন অল্প-প্রাণ বর্ণ‡ ও অসমস্ত (সমাসহীন) বা অল্পসমাসযুক্ত পদাদি—এই সকল দ্বারা গ্রথিত ললিত বচনা (বৈদর্ভী রীতি) মাধুর্য্যগুণের ব্যঞ্জক (জ্ঞাপক)।

* গুণ—৭৮।০

† ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ। ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ। ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ। ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ।

‡ পঞ্চবর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ, য র ল এই অষ্টাদশ অক্ষর অল্পপ্রাণ

যথা।—"পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম-অঙ্গ-ভস্ম লেপে অঙ্গে ॥" অ. ম.

"প্রভাত হইল বিভাবরী, বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,
সখী তোলে ধরাধরি করি ॥
কাঁদে বিদ্যা আকুল-কুন্তলে, ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে, অধীরা রুধির-বাণে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥
হায় রে! বিধাতা নিদারুণ, কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুখ, মধ্যে দিল কত সুখ,
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥
রমণীর রমণ পরাণ, তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে, যে রহে পরাণ লয়ে,
ধিক্ ধিক্ তাহার পরাণ ॥
হায় হায় কি কব বিধিরে, সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের, মণিহার হৃদয়ের,
দিয়া লয় সুখের নিধিরে ॥
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া, শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে, এখনো পরাণ আছে,
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥
প্রভু মোর গুণের সাগর, রসময় রূপের নাগর।
রসিকের শিরোমণি, বিলাস-ধনের ধনী,
নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ॥" বি সু.

এই উদাহরণদ্বয়ে বিরুদ্ধ-গুণ-ব্যঞ্জক দুই একটী বর্ণ থাকিলেও মাধুর্য্য-গুণের হানি হয় নাই।

গুণ-সমুদয় বর্ণ দ্বারা প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু কোন কোন স্থানে বর্ণসকল বিরুদ্ধ-গুণব্যঞ্জক হইলেও রস দ্বারা গুণের প্রকাশ হয়; এ নিমিত্ত বঙ্গভাষায় বর্ণরচনার প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে না। যথা—

"অনন্তর নিঃশব্দ-নিশীথ-প্রভাবে দূর হইতেই "হা হতোঽস্মি, হা দগ্ধোঽস্মি, হায় কি হইল, রে দুরাত্মন্ পাপকারিন্ পিশাচ মদন! কি কুকর্ম্ম করিলি, আঃ পাপীয়সি দুর্ব্বিনীতে মহাশ্বেতে! ইনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন? রে দুশ্চরিত্র চন্দ্র চণ্ডাল! এক্ষণে তুই কৃতকার্য্য হইলি, রে দক্ষিণানিল! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল, হা পুত্রবৎসল ভগবন্ শ্বেতকেতো! তোমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছ না। হে ধর্ম্ম! তোমাকে আর অতঃপর কে আশ্রয় করিবে? হে তপঃ! এত দিনের পর তুমি নিরাশ্রয় হইলে। সরস্বতি! তুমি বিধবা হইলে। হায়! এত দিনের পর সুরলোক শূন্য হইল। সখে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি; চিরকাল একত্র ছিলাম, এক্ষণে সহায়হীন বান্ধবহীন হইয়া কিরূপে এই দেহভার বহন করিব। কি আশ্চর্য্য! আজন্ম-পরিচিত ব্যক্তিকেও অপরিচিতের ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? এরূপ নিষ্ঠুরতা কাহার নিকট অভ্যাস করিলে? হায়! এ ক্ষণে সুহৃৎশূন্য, সহোদরশূন্য হইয়া, কোথায় যাইব? কাহার শরণাপন্ন হইব? কাহার সহিত

আলাপ করিব? এত দিনের পর অন্ধ হইলাম। দশ দিক শূন্য দেখিতেছি। সকলি অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। এই ভারভূত জীবনে আর প্রয়োজন কি? সখে! একবার আমার কথার উত্তর দাও। একবার নয়ন উন্মীলন কর। আমি তোমার প্রফুল্ল মুখকমল একবার অবলোকন করিয়া এ জন্মের মত বিদায় হই। আমার সহিত তোমার সেই অকৃত্রিম প্রণয়, অকপট সৌহার্দ্য, কোথায় গেল? তোমার সেই অমৃতময় বাক্য ও স্নেহময় দৃষ্টি স্মরণ করিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে।”

দময়ন্তীর এই প্রস্তাব পাঠ করিবা মাত্র করুণ রসোদ্রেক হইতেছে, কোন কোন স্থলে মাধুর্য্য ব্যঞ্জক বর্ণের সদ্ভাব থাকিলেও তাদৃশ হয় না।

যথা—“মঞ্জুল নিকুঞ্জবনে পঙ্কজ-গহনে।
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে ধায় ভৃঙ্গগণে॥
ইহা দেখি কুরঙ্গ-নয়না অঙ্গভঙ্গে।
গজেন্দ্র-গমনে ধায় নানাবিধ রঙ্গে॥
কুন্দল-কুসুমে ভৃঙ্গগণ কান্দলিতে।
পঙ্কজ ত্যজিয়া মন্দ লাগিল চলিতে॥
কঙ্কণ ঝঙ্কারে ধনি বঞ্চনা করিয়া।
চঞ্চল লোচনে চায় অঞ্চল ধরিয়া॥” উদ্ভট।

ললিত গুণ।

৬৬। অসংযুক্ত-অল্পপ্রাণাক্ষর-সংঘটিত মাধুর্য্য গুণকে ললিতনামে উল্লেখ করে। যথা—

“বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥

কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী ।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায় ।
গেলেন না জানাইয়া জানকী আমায় ॥
গোদাবরী-নীরে আছে কমল-কানন ।
তথা কি কমল-মুখী করেন ভ্রমণ ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া ।
রাখিলেন বুঝি পদ্ম-বনে লুকাইয়া ॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস ।
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ॥
রাজ্যচ্যুত দেখিয়া আমারে চিন্তান্বিত ।
পৃথিবী হরিলেন কি আপন দুহিত ।
রাজ্যহীন যদি আমি হইয়াছি বটে ।
তথাপিও রাজলক্ষ্মী ছিলেন নিকটে ॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে ।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে ।
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে ॥
কমল-কলিকা প্রায় জনক-দুহিতা ।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ ।
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার ।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার ॥" কীর্ত্তিবাস ॥

ওজোগুণ। (*Strength of style.*)

৬৭। রচনার যে ধর্ম্ম থাকিলে চিত্ত এককালে বিস্তৃত (অর্থাৎ উদ্দীপ্ত) হয়, তাহাকে ওজোগুণ কহে। এই গুণ বীর, বীভৎস ও রৌদ্র রসে ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে এবং কোন কোন স্থলে উপদেশ-বাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

৬৮। চতুর্থ বর্ণের সহিত সংযুক্ত তৃতীয় বর্ণ, প্রথম বর্ণের সহিত মিলিত দ্বিতীয় বর্ণ, উপরি অধোভাগে র ও শকারাদি বর্ণ দ্বারা সংস্পৃষ্ট অক্ষর সকল, মূর্দ্ধন্য ণ ভিন্ন টবর্গস্থ সমুদায় বর্ণ এবং শকারাদি-বর্ণ*—এই সকল-অক্ষর-সংঘটিত দীর্ঘসমাসযুক্ত ঔদ্ধত্যশালী শব্দবিন্যাস (গৌড়ী রীতি) ওজোগুণের প্রকাশক।

৬৯। ওজোগুণ বহুবিধ, তন্মধ্যে বঙ্গভাষায় সমাধি, শ্লেষ, উদারতা এবং ক্রমোৎকর্ষ,† এই চারিপ্রকার পৃথক বা মিশ্রিত রূপে প্রায়শঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য ভেদ বঙ্গভাষায় অতিবিরল প্রচার।

যথা—"নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি
কহিল বীর-কেশরী ; দশরথ—রথী,
রঘুজ অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড় ! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে।

---

*গ্‌ঘ, স্ত, দ্ধ, ব্‌ভ,—ক্‌খ, চ্ছ, কথ, ট্‌ঠ, প্থ—ইত্যাদি। ত্র, র্জ ট্র, স্ত, ংস, ক্ষ ইত্যাদি।

† এই গুণ অলঙ্কারশাস্ত্রে চমৎকারজনক বলিয়া নূতন নামে সঙ্কলিত হইল

সতত অধর্ম্মকর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে
বিরূপাক্ষ, আইস, বৃথা বিলম্ব না সহে।
ধর্ম্ম সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে।
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব।" মে না ব.

পদ্য অপেক্ষা গদ্যে ওজোগুণ অধিক থাকে।

শ্লেষনামক ওজঃ।

৭০। যে খানে রচনাসামর্থ্যে পদসমূহ এক-পদের ন্যায় প্রতীত হয়, তথায় শ্লেষনামক ওজোগুণ কহে। যথা—

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য-দাসত্ব-শৃঙ্খলে (১) বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিস, তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত-বোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও (২) তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক-রক্ষা-গুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও (৩) তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক-রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ,

অধার্ম্মিকের শেষ ও সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে।" বি. বি. বি.

(১) (২) (৩) চিহ্নিত স্থলে পদসমূহ বিশেষরূপে একপদের ন্যায় বোধ হইতেছে। অন্য অংশেও সমাসবহুল পদ বিরল হয় নাই।

সমাধিনামক ওজঃ।

৭১। যে স্থানে গাঢ়তা-মিশ্রিত শিথিলতা, (পাঞ্চালী রীতি) অর্থাৎ কোন অংশে রচনার গাঢ়তা ও কোন অংশে রচনার শিথিলতা, দৃষ্ট হয়, তথায় সমাধিনামক ওজোগুণ থাকে। যথা—

"হে ভীরু রাখিতে নার স্বাধীনতা-ধন,
প্রাণভয়ে কম্পিতাঙ্গ ভঙ্গ দেহ রণ।
পদ্মবনে করি গণ্য অরিদেশ দলে,
নিরুদ্যম নরাধম কাপুরুষ দলে!
কিবা রণে কি ভবনে নাহি অব্যাহতি,
কালের অধীন তুমি ললাট-নিয়তি।
অগণ্য দ্বিষত সহ তিন শত গ্রীক,
কেন নাহি বিমুখিল যুঝিল নির্ভীক?
ধন্য রাজপুত্রগণ—সমরে অটল,
বীরধর্ম্মা, থার্ম্মপলি, কত যুদ্ধস্থল।
পুরুষে পৌরুষ-হীন এ কথা কেমন,
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ!" প. উ.

পদ্য অপেক্ষা গদ্যে এই গুণ অধিক দেখা যায়।

"জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি, বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট,

জ্ঞানজনিত-বিশুদ্ধসুখ ইন্দ্রিয়জনিত-সামান্য-সুখ অপেক্ষায় তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্ল-যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসীনিশার যে প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোকসম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেই-রূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নির্ব্বৃত থাকিয়া নিকৃষ্ট সুখাধিকারী ও নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়; সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপন্ন বিশুদ্ধ সুখসম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিয়া থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।” চ. পা।

এই প্রস্তাবে একরূপ শিথিলবন্ধ ওজোগুণ দেখান যাইতেছে। এইরূপ ওজোগুণ তৃতীয় ভাগে [illegible] সংস্কৃত [illegible] সম্বন্ধ [illegible] ও [illegible] প্রভৃতিতে অনেক আছে।

উদারতানামক ওজঃ *।

৭২। যে স্থলে রচনা গাঢ় অথচ নৃত্যৎপ্রায় (অর্থাৎ বর্ণগুলি এরূপ সন্নিবেশিত বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে,) তথায় উদারতানামক ওজোগুণ কহে। যথা—

* কোন স্থলে রৌদ্রাদি রসকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য [illegible] বাক্যকে শব্দাড়ম্বর দ্বারাই অধিক ওজস্বী করা হয়, কিন্তু তাহে তত উদারত্ব দেখা যায় না, তথাপি ঐ শব্দের [illegible] অবশ্য সুসারে উক্ত চমৎকার-জনক হয়। যথা—

"জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে,
করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে।
লক্ লক্ রসনে, কড় মড় দশনে,
রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে॥
অট অট হাসে, কট মট ভাষে,
নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে।
লট পট কেশে, সুবিকট বেশে,
হুতদনুজাহুতিমুখশিখিকুণ্ডে॥
কলিমলমথনং, হরিগুণকথনং,
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে॥" অ. ম.

ক্রমোৎকর্ষ।

৭৩। যে খানে বিশেষণ, প্রশ্ন, বা সম্বোধন-বাক্য-পরম্পরা দ্বারা বর্ণিত বিষয়ক রচনার ক্রমে উৎকর্ষ (গাঢ়তা) দৃষ্ট হয় এবং যাহা শ্রবণমাত্র সঙ্গে সঙ্গে মন ক্রমে বিস্ফারিত হইতে থাকে। সেই স্থলে ক্রমোৎকর্ষ নামে ওজোগুণ বলা যাইতে পারে। বিশেষণ দ্বারা যথা—

"ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্টহাস হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥
সৈন্য সূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তত্র সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি॥ ইত্যাদি অ. ম.

এ স্থানে বর্ণনীয় বিষয় দক্ষযজ্ঞনাশ এবং শিবের ক্রোধ। এই দুই বিষয় যেমন মহৎ, তাহার বর্ণনও তাদৃশ মহৎ (অর্থাৎ ঔজত্যশালী) না হইয়া সরলরূপে বর্ণিত হইলে কখনই ঐ স্থলে ভাল হইত না।

কোন্ স্থলে কিরূপ বর্ণন করিলে দোষ বা গুণ হয়, তাহা দোষ-পরিচ্ছেদে দেখান যাইবে।

"ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয়-পয়োধি-জলে নিলীন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া বহুমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন, যিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ-দ্বারা প্রলয়-জল-নিমগ্ন মেদিনী-মণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন, যিনি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখর-কুলিশ-প্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার লইয়া দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্ব-পদে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি যমদগ্নির ঔরস জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃশাপ নর্ব্বপ্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষধার কুঠারদ্বারা মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবন-ছেদন করিয়াছেন, এবং একবিংশতি বার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া অরাতি শোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন, যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনানুসারে দশরথ-গৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষপ্রকার লীলা করিয়াছেন, যিনি বেদমার্গ-বিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া জিতেন্দ্রিয়ত্ব, দয়ালুত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ

হইয়া ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতিক্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক বেদ-বিদ্বেষী ধর্ম্মমার্গপরিভ্রষ্ট নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন; সেই ত্রিলোকীনাথ বৈকুণ্ঠস্বামী ভূত-ভাবন ভগবান্ আপনকার রক্ষা করুন। বে. প. বিং.

এখানে ফল কথা—ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুণ। কিন্তু ইহাই বিশেষরূপে বর্ণনজন্য বিশেষণগুলি ক্রমে গাঢ়তর করা হইয়াছে।

প্রসাদগুণ। (*Perspicuity.*)

৭৪। যে স্থলে পাঠমাত্রেই অর্থ বোধ হয়, অথচ চিত্ত তাহা ইহতে বিনিবৃত্ত না হইয়া, শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়, শীঘ্র প্রবেশ করে, তথায় প্রসাদগুণ থাকে। যথা—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল-লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥" শি. শি.

এই স্থলে দেখ কোন রসই নাই, তথাপি কবিতাগুলি

শ্রবণ করিয়া মন কেমন আনন্দিত হইতেছে। এখানে অর্থগুলি স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে বলিয়াই প্রসাদ গুণ হইল। ইহা দ্বারা ও পূর্ব্বোদাহৃত 'দক্ষ-যজ্ঞ-নাশাদি' উদাহরণ দ্বারা গুণ অর্থগত ও শব্দগত হয়, ইহা সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সুকুমার বা সরল গুণ।

৭৫। একার্থক অতিসুকোমল শব্দে (লাটী-রীতিক্রমে) রচিত প্রসাদগুণকে কুসুমার বা সরল গুণ কহা যায়।

বালকবালিকাগণের পাঠ্য পুস্তক, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ এইগুণসম্পন্ন হওয়া উচিত।

যথা।—"ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত কাল। এই সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে থাকে। আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও সূর্য্যের তেজ তীক্ষ্ণ হয়। এবং চন্দ্র ও তারাগণের আলোক উজ্জ্বল হয়। সমুদায় তরু ও লতার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। কাহারও নূতন পল্লব, কাহারও মুকুল, কাহারও মঞ্জরী, কাহারও ফুল, কাহারও ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। পুষ্পের মধু পান করিবার অভিলাষে ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাগণ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে উড়িয়া উড়িয়া বসিতে থাকে। পক্ষিগণ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আহ্লাদে মধুর স্বরে গান করে।" শি. শি.

প্রসাদগুণের উদাহরণে কানন, কুসুম, শিশু, সৌরভ, পরিমল, অলি ও পুলকিত শব্দগুলি পরিবর্ত্তনসহ। ইহাদিগের পরিবর্ত্তে আরও সরল শব্দ দেওয়া যাইতে

পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবে দুই একটী শব্দ ব্যতীত প্রায় সমুদয় একার্থক অপরিবর্ত্তসহ শব্দ আছে।

অর্থগুণ—অর্থব্যক্তি।

৭৬। যে বিষয়টী অল্প কথায় প্রকাশ করা দুরূহ অথচ একার্থক প্রসিদ্ধ কতিপয় পদ দ্বারা সুপ্রকাশিত হয়, তাহাকে অর্থব্যক্তি-গুণ বলা গিয়া থাকে। যথা—

"দেখিতে হরিষ, পরশিতে বিষ,
অমৃত বিষে জড়িত।
নাহিক পণ্ডিত, নিবারয়ে চিত,
বুঝিয়া আপন হিত॥" ক. ক চ.

এখানে ধনপতি সাধু জায়াবে পরকীয়-লালন-জ্ঞানে বিষ-মিশ্রিত অমৃতস্বাদে কেবল বিষাদের উদ্বেগ-সূচক অল্পাক্ষর দ্বারা অনেক প্রগাঢ় তত্ত্ব ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

গদ্য যথা— সংস্কৃত-সাহিত্যশাস্ত্র (বিষয়ক প্রস্তাবে)

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণ-কারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে; তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান-শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করিব। এবং তাহা হইলে সকল বলা হইল।"

শকুন্তলা-নাটকের সমুদয় অত্যাশ্চর্য্য সুখপ্রদ বস্তুর মধ্যে অমুকের সমান অমুকের সমান ইত্যাদি রূপে বারংবার না বলিয়া একেবারে জগতের সমুদয় বস্তুর উপমান বলাতে ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা হইল। সুতরাং অনেক ভাব অল্প কথায় ব্যক্ত হইল।

রীতি-পরিচ্ছেদ।

রীতি। (*Mode of Style*)

৭৭। কাব্যে পদসংস্থানকে রীতি-নামে উল্লেখ করে। ইহা কাব্যের শরীরস্বরূপ।

৭৮। যেরূপ হস্তপদাদি অবয়বের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতাদি সংস্থানানুসারে অঙ্গের বিভেদ করা যায়, সেইরূপ শব্দবিন্যাসের লঘুতা ও গুরুতাদি অনুসারে কাব্যের রীতি বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে।

৭৯। বঙ্গভাষায় রীতি চারিপ্রকার। যথা—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী।

৮০। মাধুর্য্যগুণের ব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে বৈদর্ভী রীতি কহে। (অনু. ৬৫ দেখ।)

"প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবা সুশোভন, মঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন এ ব্রজধাম ধরিল নবযৌবন॥
মুকুলে মুকুলে কোকিলজাল করে কুহু কুহু রব।
কুসুমে কুসুমে গুঞ্জরে অলি সব॥" হ. ঠা.

৮১। ওজোগুণের ব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে গৌড়ী রীতি কহে। (অনু. ৬৮ দেখ।)

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আঁচল ধরায় পড়ে,
আলুথালু কবরীবন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘন ডাক,
চমকে সকল পুরজন॥
শয়নমন্দিরে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়,
সহচরী চামর ঢুলায়।

রাণী আইসে ক্রোধমনে, নূপুরের ঝনঝনে,
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ॥” বি. সু.
“ রাজা কহে শুন রে কোটাল ।
নিমকহারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল ॥
রাজ্য কৈলি ছারখার, তল্লাস কে করে তার,
পাত্র মিত্র গোবরগণেশ ।
আপনি ডাকাতি করি, প্রজার সর্ব্বস্ব হরি,
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥” বি. সু.
“রাজ্য-খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে ।
হূল থূল কূল কূল ব্রহ্মাণ্ডিম্ব ফুটিছে ॥
মৌনতুণ্ড হেঁটমুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে ।
কেহ ধায় মুষ্টিঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে ॥
নৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে ।
ভারতের তুণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে ॥” অ. ম.

“ হে জীবিতেশ্বর! এই অনাথকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে ? তুমি তবলিকাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার নিমিত্ত কত কষ্ট ভোগ করিয়াছি ও কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। তোমার বিরহে এক দিন যুগ-সহস্রের ন্যায় বোধ হইয়াছে। প্রসন্ন হও, একবার আমার কথার উত্তর দাও। আমি লজ্জা, ভয় ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি, তুমি রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে ? একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া এই অভাগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। আমার আর উপায়ান্তর নাই, আমি তোমার ভক্ত ও তোমার প্রতিই সাতিশয় অনুরক্ত।

তোমা বই কাহাকেও জানি না, তুমি দয়া না করিলে আর কে দয়া করিবে? আঃ! এখনও জীবিত আছি। আমি না পিতামাতার বশবর্ত্তী হইলাম, না বন্ধুবর্গের ভয় রাখিলাম, না আত্মীয়গণের অপেক্ষা করিলাম। সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যাহার আশ্রয় লইতে আসিয়াছি সেই প্রাণেশ্বর কোথায়? তিনি কি আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? অরে কৃতঘ্নপ্রাণ? তুই আর কেন যাতনা দিস্। আঃ! এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই, যমও এই পাপকারিণীকে ঘৃণা করেন। কিজন্য আমি তোমাকে তাদৃশ অনুরক্ত দেখিয়াও গৃহে গমন করিয়াছিলাম? আমার গৃহে প্রয়োজন কি? পিতা, মাতা, বন্ধুগণ ও পরিজনের ভয় কি? হায! এক্ষণে কাহার শরণাপন্ন হই, কোথায় যাই? অয়ি বনদেবতে! ভগবতি ভবিতব্যতে! অয় বসুন্ধরে! করুণা প্রকাশ করিয়া দয়িতের জীবন প্রদান কর।" কা. ব.

ওজোগুণের লক্ষণানুসারে শব্দবিন্যাসপ্রণালী মিলাইয়া লও।

৮২। শ্লেষনামক ওজোগুণের ব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে পাঞ্চালী রীতি কহে। (অনু ৭০ দেখ।)

যথা—"কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা।

মধুস্বরে দিবানিশ, উগরাহ নিত্য বিষ,
বিরহিজনের পোড়ে গা॥
নন্দনকাননে বাস, সুখে থাক বার মাস,
কামের প্রধান সেনাপতি।
কেবা তোরে বলে ভাল, অন্তরে বাহিরে কাল,
বধ কৈলি অনাথ যুবতী॥
আর যদি কাড় রা, বসন্তের মাথা খা,
মদনের শতেক দোহাই।

তোর রব সম শর, অঙ্গ মোর জর জর,
অনাথারে তোর দয়া নাই ॥
জাতি অনুসারে রা, নাহি চিন বাপ মা,
কালসাপ কালিয়া-বরণ।
সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ ॥
আসিয়া বসন্তকালে, বসিয়া রসালডালে,
প্রতিদিন দেহ বিড়ম্বনা।
হেন করি অনুমান, আইল কিবা এই স্থান,
পিকরূপী হইয়া লহনা ॥
খাও সুমধুর ফল, উগরাহ হলাহল,
বৃথা বধ করহ যুবতী।
পিক যাও অন্য বন, খুল্লনা অস্থির-মন,
মুকুন্দের মধুর ভারতী ॥" ক. ক. চ.

৮৩। সুকুমার গুণের ব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে লাটী রীতি কহে। (অনু. ৭৫ দেখ।)

"সুখের লাগি এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥
সখী রে! কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমি চাহিতে দরিদ্র বেঢ়ল মাণিক হারানু হেলে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাসে কহে পিরীতি করিয়া পাছে কর অনুতাপে ॥"

অলঙ্কার-পরিচ্ছেদ।

শব্দালঙ্কার।

৮৪। যেরূপ কেয়ূর-কুণ্ডলাদি লৌকিক ভূষণ সকল মনুষ্যশরীরের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার (শোভাজনক) শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়; সেইরূপ কাব্যের অঙ্গস্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভাসম্পাদক ধর্ম্ম-বিশেষকে কাব্যের অলঙ্কার* কহা গিয়া থাকে।

যথা মানবদেহে যেমন সর্ব্বদা ভূষণ বিদ্যমান থাকে না, সেইরূপ শব্দার্থেও সময়ে সময়ে অলঙ্কারের অসদ্ভাব হয়। এই নিমিত্ত অলঙ্কারকে শব্দার্থের অচিরস্থায়ী ধর্ম্ম বলিয়া থাকে।

৮৫। শব্দ ও অর্থভেদে অলঙ্কার দুইপ্রকার, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। শব্দের বৈচিত্র্যজনক ধর্ম্মকে শব্দালঙ্কার, ও অর্থের বিচিত্রতাসম্পাদক ধর্ম্মকে অর্থালঙ্কার বলা যায়। (Figures of word and thought) শ্লেষ, অনুপ্রাস ও যমকাদি শব্দালঙ্কার। উপমা, রূপক, ও অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অর্থালঙ্কার।

শ্লেষালঙ্কার। (*Paronomasia*)

৮৬। যে স্থলে একটী শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়, তথায় শ্লেষনামক অলঙ্কার বলা যায়।

---

* Ornament or Figure of Speech.

যথা—"শরীর লোহিতবর্ণ, স্খলিত গমন।
বস্ত্রহীন হৈল রবি করি বিতরণ॥
অম্বর ত্যজিয়া পড়ে জলধির জলে।
কেবল বারুণী-বহুসেবনের ফলে॥" ম. মো. ত.

"দ্বিজরাজ সমাগত কর প্রসারিয়া।
দেখিয়া শুনিয়া রবি গেল পলাইয়া॥
এ কথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয়।
কৃপণ যাচকে দেখি সঙ্কুচিত হয়॥" ম. মো. ত.

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতিবড়বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে॥" অ. ম.

এ স্থানে যেমন শ্লেষালঙ্কার বলা গেল, সেইরূপ অনুপ্রাসালঙ্কার বা উপমালঙ্কার ইত্যাদি রূপে বলা যাইবে না, কেবল অনুপ্রাস, উপমা, এইরূপ নামোল্লেখ করা হইবে, তাহা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অলঙ্কার শব্দ বুঝিয়া লইতে হইবে।

শ্লেষের শব্দার্থ ।

বসু=কিরণ, ধন ।
অম্বর=আকাশ, বস্ত্র ।
বারুণী=পশ্চিমদিক্, মদ্য, বরুণকন্যা ।
দ্বিজরাজ=চন্দ্র, ব্রাহ্মণ ।
কর=কিরণ, হস্ত ।
গোত্রপ্রধান=গোষ্ঠীপ্রধান, পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ ।
মুখ-বংশ=মুখটি কুল, প্রজাপতি ।
বন্দ্য-বংশ=বন্দ্যোপাধ্যায়-কুল, পূজ্য-কুল ।
পিতামহ=পিতৃ-পিতা, ব্রহ্মা ।
বাম=প্রতিকূল, মহাদেব ।
অতিবড়বৃদ্ধ=দশমী-দশা-গ্রস্ত-প্রায়, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ।
গুণ=ক্ষমতা, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ।
সিদ্ধি=স্বনামখ্যাত বৃক্ষপত্র, মঙ্গল ।
কপালে আগুন=স্ত্রীজনসুলভ নিন্দাবিশেষ, ললাটে বহ্নি ।
কু=মন্দ, পৃথিবী ।
পঞ্চমুখ=অত্যন্ত বাচাল, পঞ্চবদন ।
কণ্ঠভরা বিষ=কটুভাষী, নীলকণ্ঠ ।
দ্বন্দ্ব=বিরোধ, মিথুন-ভাব ।
গঙ্গা=নামবিশেষ, ত্রিপথগা ।
তরঙ্গ=কলহচ্ছটা, জল-কল্লোল ।
জীবনস্বরূপ=প্রাণতুল্যা, জলময়ী ।
শিরোমণি=অতিমান্য, মস্তক-ভূষণ ।
ভূত=অসভ্যজাতি, নন্দীভৃঙ্গ্যাদি ।
পাষাণ=কঠিনহৃদয়, প্রস্তর (পর্ব্বত) ।

উপরি-উক্ত উদাহরণে পদভঙ্গ করিলে অর্থ প্রায়ই থাকে না, অতএব এইপ্রকার স্থলে অভঙ্গ শ্লেষ বলা যায়। যে খানে পদভঙ্গ করিলেও কবিতার একপ্রকার অর্থ রাখিতে পারা যায়, সে খানে সভঙ্গ শ্লেষ বলা যাইতে পারে। যথা—

"অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাট-রাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব-জানি॥" বি· সু.

ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবিক অর্থ সুসঙ্গত হয় না। কিন্তু রাজপুত্রদিগকে অশ্বিযুবা বলিয়া জানি, এই অর্থ করিলে জানি পদটি অনর্থক প্রায় হইল, অধুব পদটীও পৃথক্কৃত হইল।

৮৭। যে খানে কোন শব্দে অর্থের সমানতা দেখা যায়, তথায় অর্থশ্লেষ কহে। যথা—

নদী আর কালগতি একই প্রমাণ।
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ॥
ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়।
কিবা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়॥
উভয়েই গত হলো আর নাহি ফেরে।
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে॥ "র স.

"উত্তমেরে ত্যজ্য কোরে অধমে যতন।
নারী বারি দুই জনারই নীচ পথে গমন॥
তার প্রমাণ বলি প্রিয়ে নলিনী তপনে।
তাজিয়ে বনের পতঙ্গ যে ভৃঙ্গ তারে মধু বিতরে।

এস্থলে অনেকগুলি শব্দের উভয় পক্ষেই অর্থের সমানতা।

অনুপ্রাস। (*Illiteration*)

৮৮। একজাতীয় হলবর্ণের পুনঃপুনরাবৃত্তি হইলে অনুপ্রাস* কহা যায়।

বঙ্গভাষায় অনুপ্রাস ছেক, বৃত্তি ও অন্ত্য প্রভৃতি অধিক প্রচলিত; এবং কোন কোন স্থলে শ্রুতি ও লাটানুপ্রাসও প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু বঙ্গভাষায় অধিক চমৎকারিত্ব নাই বলিয়া শেষোক্ত দুই ভেদের উল্লেখ করা গেল না।

ছেকানুপ্রাস।

৮৯। পূর্ব্বে যে যে ব্যঞ্জনবর্ণ যেরূপ স্বরশৃঙ্খলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে সংস্থাপিত হইয়াছে, পরে যদি সেইরূপ স্বরশৃঙ্খলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে সেই ব্যঞ্জনবর্ণ পুনর্ব্বার সংযোজিত করা যায়, তাহা হইলে সে খানে ছেকানুপ্রাস বলে। যথা—

"জয় নন্দ-নন্দন ব্রহ্ম-বন্দন কংশদানব-ঘাতন।
জয় গোপ-পালন গোপীমোহন কুঞ্জকানন-রঞ্জন॥
জয় কালিয়-দমন কেশিমর্দ্দন জগন্নাথ জনার্দ্দন।
জয় মধুসূদন বৈরিগঞ্জন বিপত্তি-ভয়-ভঞ্জন॥
জয় তাপনাশন পাপমোচন, পতিতাপূত-পাবন।
জয় ভবতারণ ভয়বারণ ভারত-ভূতভাবন॥" অ. ম.

এখানে নন্দ নন্দন এই পদের 'ন' ত্যাগ করিয়া ধরিলে ছেকানুপ্রাস হইল, আর মর্দ্দন র্দ্দন, জনার্দ্দন র্দ্দন, গঞ্জন-ঞ্জন, ভঞ্জন—ঞ্জন, তারণ-রণ, বারণ—রণ—ইত্যাদি শব্দগুলি পূর্ব্বেও যেরূপ পরেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে।

* অনুপ্রাসে স্বরবর্ণের সাদৃশ্যের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই।

বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৯০। একবিধ ব্যঞ্জন বর্ণের বারংবার উল্লেখ করাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস* কহে। যথা—

"চূত-মুকুল-কুল-সঙ্কুল-অলিকুল,
গুণ গুণ রঞ্জন গানে।
মদকল-কোকিল-কলরব-সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাদন তানে॥
রতিপতি-নর্ত্তন বিরস-বিকর্ত্তন,
শুভ-ঋতুরাজ-সমাজে।
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত,
ধীর সমীর বিরাজে॥" ম মো ত.

এস্থলে ক, ল, ত, ন, স, ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণ বারংবার উপস্থিত হইতেছে।

বঙ্গভাষায় মিত্রাক্ষর-বিশিষ্ট যত শ্লোক দৃষ্ট হয়, প্রায় সমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাস-যুক্ত, এই নিমিত্তই ইহার বিশেষ উদাহরণ দেওয়া গেল না, অধিক কি উপরি উদাহৃত শ্লোকেও দেখা যাইতেছে। যথা—

অলিকুল - কুল, সঙ্কুল-কুল, নর্ত্তন—র্ত্তন, বিকর্ত্তন—র্ত্তন। ইত্যাদি।

যমক। (*Analogue.*)

৯১। ভিন্নার্থবোধক এক শব্দের পুনরাবৃত্তিকে যমক কহে। অর্থ একরূপ হইলে ছেকানুপ্রাস হয়।

* যথা।—সব—সব। বস—সস এই স্থলে ক্রম নাই।

যমক নানাপ্রকার, তন্মধ্যে বঙ্গভাষায় আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য যমক অধিক দেখা যায় । আদ্য-যমক যথা।—

"ভারত ভারত-খ্যাত আপনার গুণে,
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র-প্রায় তাঁহারি বর্ণনে ।"

"অচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণমতি,
কি হবে দুর্গার গতি, যেতে নারি যেতে নারী আমি হে ।"

মধ্য-যমক ।

"পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা ।
তরিবারে সিন্ধুভব ভব সে ভরসা ॥"

অন্ত্য-যমক ।

"কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব ভব ।
হর পাপ হর তাপ কর শিব শিব ॥

"শুনি স্মরে কবিরায় ভারত ভারত ।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ।" অ. ম.

"শয়নে স্বপনে ভাবিয়া তারা ।
নিমিষ-নিহত নয়ন-তারা ।"

"দুহিতা আনিয়া যদি না দেহ,
এখনি আমি হে ত্যজিব দেহ ॥"

"ভবে প্রবোধিয়া শিবে, আলয়ে আনহ শিবে,
নতুবা মরিব আমি প্রাণে ।" প্র. ক.

অন্ত্য-যমক বিদ্যাসুন্দরে মালিনীর বেশাতির হিসাবে দেখ ।

বক্রোক্তি। (*Equivoque.*)

৯২। বক্তা যে অর্থাভিপ্রায়ে যে শব্দ প্রয়োগ করে শ্রোতা যদি সেই শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া কাকু (স্বরভঙ্গী) বা শ্লেষ-বাক্য দ্বারা যদি অন্যপ্রকার অর্থ করে, তবে সে খানে তাহাকে বক্রোক্তি কহা যায়।

কাকু। (*Tone of Voice*)

"সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকীবৃক্ষ জন্মে না? ১ চন্দন কাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ২ ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল দর্শে না। দিবাকরের কিরণ স্ফটিক মণির ন্যায় মৃৎপিণ্ড প্রতিফলিত হইতে পারে!" ৩ কা. ব.

১ জন্মে। ২ থাকে। ৩ পারে না।

কাকুবক্রোক্তি যথা—

"অহে দূতি, এ বসন্তে আসিবে না কান্ত।
অরে অবোধ মেয়ে অনেক হয়ো শান্ত॥
ভুরাবিনা যায় এক দিন যায় না।
সে এ সুখের বসন্তে আসিবেক না?"

এ খানে দূতীর কাকুদ্বারা 'সে কান্ত আসিবেক' এইরূপ অন্য অর্থ বোধ হইতেছে।

শ্লেষবাক্য দ্বারা* বক্রোক্তি যথা—

"দ্বিজরাজ (১) হয়ে কেন বারুণী (২) সেবন?
রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।
বলি এত সুরাসক্ত (৩) কেন মহাশয়?
সুর না সেবিলে আর কিসে মুক্তি হয়।
মধুর (৪) মজনে কেন এমন আদর?
বসন্তকে হেয় করে সে কোন্ পামর।"—বন্ধু

১ চন্দ্র, ব্রাহ্মণ। ২ মদ্য, পশ্চিমদিক। ৩ সুরা, সুর দেবতা। ৪ মদ্য, বসন্তকাল।

ভাষাসম। (*Bilingualism*)

৯৩। ভাষা বিভিন্ন হইলেও শব্দের সমানত্ব থাকিলে, ভাষাসম কহা যায়।

যথা—" জয় দেবি, জগন্ময়ি, দীনদয়াময়ি,
শৈলসুতে, করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি,
দুর্গবিঘাতিনি, মুখ্যান্তরে॥" অ. ম.

সম্বোধনান্ত পদে বাঙ্গালায় ও সংস্কৃতে এইরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

* ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এইবার হল বড় দায়॥
বিচার করিয়া দেখ লক্ষণলক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥

এই প্রস্তাবের পূর্ব্বের শ্লোকাদিতে সুন্দরকে জাতি অর্থাৎ তুমি কোন্‌বংশসম্ভূত ইত্যাদিরূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সুন্দর শব্দশাস্ত্রের লক্ষণা প্রভৃতির উল্লেখ পূর্ব্বক জাতি (পরিচয়) অর্থাৎ বংশমর্য্যাদারূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া শব্দশাস্ত্রের জাতি-পদার্থে শ্লেষ করিল।

পুনরুক্তবদাভাস। (*Semblance of Tautology.*)

৯৪। যে খানে ভিন্নাকার* শব্দ সকলের অর্থ আপাততঃ পুনরুক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পর্য্যবসানে ঐ শব্দ সকলের অর্থ অন্য-প্রকার হয়, তথায় পুনরুক্তবদাভাস বলে।

যথা—"ভব হর মম দুঃখ হর,
হর সর্ব্ব রোগ তাপ,
জয় শিব শঙ্কর হিমকর-শেখর,
সংহর সর্ব্ব শোক পাপ।"

এই স্থানে প্রথমতঃ কয়েক পদে শিব নামের পুনরুক্তি বোধ হইতেছে, কিন্তু অর্থকালে পুনরুক্তি বোধ হইতেছে না।

হিমকরশেখর—চন্দ্রচূড়, যে শিব জয়, শঙ্কর—মঙ্গলকর, সর্ব্ব—সকল, ভব—জন্ম, হর—নাশ কর। এইরূপ অর্থ হইলে শিব, ভব, শঙ্কর, হিমকরশেখর, সর্ব্ব, হর এই গুলি শিব-নামমালা বলিয়া আর ভ্রম হইবে না।

৯৫। কেহ কেহ প্রহেলিকাকে অলঙ্কারমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা রসের অপকর্ষজনক ও তাদৃ-শ মনোহারিণীও নহে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে অলঙ্কার-মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যথা—

প্রহেলিকা (হিঁয়ালী)। (*Riddle*)

বিধাতা-নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥ ১

---

* ভিন্নাকার শব্দে স্বর ও ব্যঞ্জনের বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে, যেমন শিব হর ইত্যাদি।

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে চাতুরি বিস্তর।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বুধের চরিত্রে॥ ২

শিরশ্ছেদে বিবশে পুরের দুই পায়।
ভাল মন্দ সবাকার করয়ে বিচার॥
বিচার করিয়া শেষ রহে মৌনশালী।
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালী॥ ৩

তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে।
স্নেহ না কারণে সে তিলেক নাহি তরে॥
উগরয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ॥ ৪

একবর্ণ নহে সে অনেকবর্ণ-ধায়
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায়॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিয়ালী রচিত।
নয় মাস ত্রিশ দিন বক্ষেন পাওত ৫

১ ডিম্ব। ২ পক্ষী। ৩ লেখনী। ৪ অগ্নি। ৫ ক[illegible]

৯৬। শব্দালঙ্কারের যে সমুদয় ভেদ প্রদর্শিত হইল, ইহাদিগেরই আবার অনেক প্রভেদ দেখা যায়, এবং এতদ্ভিন্ন চিত্রালঙ্কার নামে একটী অলঙ্কার আছে, তাহার যে কত প্রকার ভেদ হইতে পারে তাহা বলা যায় না।[*] ইহাদিগের অবান্তরভেদ সকল বঙ্গভাষায় সর্ব্বত্র চমৎকারজনক হয় না বলিয়া শব্দালঙ্কার শেষ করা গেল।

[*] চিত্রালঙ্কারের একটী উদাহরণ পরিশিষ্টে দেখ।



অর্থালঙ্কার।

উপমা। (*Simile or Formal Comparison.*)

৯৭। **একধর্ম্মবিশিষ্ট (একরূপ-গুণ-সম্পন্ন) ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের (উপমান উপমেয়ের) সাদৃশ্যকথনকে উপমা কহে।**

যাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান, আর যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় কহে।

যথা—"ইহার মুখ চন্দ্রসদৃশ মনোজ্ঞ" এ খানে চন্দ্রের সহিত মুখের সাদৃশ্য দেওয়া যাইতেছে, সুতরাং মুখের উপমান চন্দ্র, এবং মুখকে চন্দ্রের সদৃশ বলা যাইতেছে, অতএব মুখ উপমেয়। আবার যদি এই বলা যাইত যে 'মুখের সদৃশ চন্দ্র মনোজ্ঞ," তাহা হইলে মুখ উপমান এবং চন্দ্র উপমেয় হইত; যেহেতু মুখের সহিত চন্দ্রের তুলনা করা যাইতেছে, এবং চন্দ্রকে মুখের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

এক ধর্ম্মকে (অর্থাৎ উপমান উপমেয় উভয়নিষ্ঠ সমান গুণকে) উপমান উপমেয়ের সাধারণধর্ম্ম কহে। যেমন চন্দ্রে ও মুখে আহ্লাদকত্ব ও সৌন্দর্য্যাদি গুণ থাকাতেই চন্দ্রের সহিত মুখের উপমা সুসম্পন্ন হয়। এই কারণেই আহ্লাদকত্বাদি ধর্ম্মকে চন্দ্র ও মুখের (উপমান উপমেয়ের) সাধারণধর্ম্ম বলা যায়।

সাধারণধর্ম্ম বহুপ্রকার;—কোথাও বা গুণ, কোথাও বা ক্রিয়া, কোথাও বা কেবল শব্দের ঐক্য প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্ম হয়। যথা—"মানবদেহ জলবিম্বপ্রায় ক্ষণ-

বিধ্বংসী ।" এই স্থলে ক্ষণবিধ্বংস্রিতা এই ধর্ম্মটী মানব-দেহের ও জলবিম্বের সাধারণ গুণ । "এই অশ্ব বায়ুর তুল্য গমন করে ।" এই স্থলে বেগে গমন করা অশ্বের ও বায়ুর সাধারণ ক্রিয়াগত ধর্ম্ম । "এই রাজা পণ্ডিত-গণের মানসে হংসের সমান ।" এ স্থলে হংস-পক্ষে মানস শব্দে মানস-নামক সরোবর, ভূপতি-পক্ষে মানস শব্দে অন্তঃকরণরূপ অর্থ হইলেও, উভয় অর্থেই মানস শব্দের ঐক্য থাকায় হংসের সহিত রাজার সাদৃশ্য হইল । এইরূপ উপমান উপমেয়ের যে কোনরূপ ধর্ম্মের ঐক্য থাকিলেই উপমা দেওয় যায় ।

কিন্তু একজাতীয় বস্তুর সহিত উপমা হয় না । যথা,—"ইন্দীবর ইন্দীবরের ন্যায় কোমল," "মনুষ্য মনুষ্যের মত বুদ্ধিসম্পন্ন," "বাষ্পীয় রথ বাষ্পীয় রথের তুল্য শীঘ্রগামী ।" এরূপ স্থানে অনন্বয়োপমা অলঙ্কার বলা যায় । ইহার উদাহরণ পরে দেখান যাইবে ।

যথা, প্রায়, তুল্য, সম, সদৃশ, ন্যায ও "যেরূপ" শব্দের পর "সেইরূপ", "যেমন" শব্দের পর "তেমন" ইত্যাদি শব্দ উপমার বাচক বোধক । যে খানে উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম্ম ও উপমার বাচক যথাদি শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত থাকে তথায় পূর্ণোপমা হয় । আর, সাধারণ ধর্ম্মাদির কোন একটীর লোপ হইলে লুপ্তোপমা বলা যায় ।

পূর্ণোপমা যথা—

"সর্ব্বসুলক্ষণবতী, ধরাধামে যে যুবতী,
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে ।

সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তার,
কত গুণ কে কহিতে পারে ॥
পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃৎপদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,*
মৃতপ্রায় পরপরশনে ॥"

'প্রায়'—"রচিয়া মধুর পদ অমৃতের প্রায়।"

প্রায় শব্দ দ্বারা উপমা অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণন-প্রস্তাবে অনেক আছে।

'যথা'—"দ্বিরদরদনির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইয়া বিধুমুখী মদনমোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি আহা! পতির বিহনে।
হেন কালে মধুসখা উত্তরিল তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ,
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে,
প্রেমালাপে। শুকাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু, শতদল-দলে,
উদয়-অচলে ভানু দিলে দরশন।" মে. না. ব

'যেমন'- "যেমন পরম শোভাকর পূর্ণচন্দ্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য

---

* লজ্জাবতীনাম্নী একরূপ লতা আছে, তাহাকে স্পর্শ করিলে সে যেমন ম্রিয়মাণা হয় এই পদ্মিনীও সেইরূপ লজ্জায় মৃতপ্রাণ হয় লজ্জাবতীলতা লজ্জাতেই ম্রিয়মাণ হয়, এই প্রবাদ থাকাতেই লজ্জা-গুণটী পদ্মিনীর ও লজ্জাবতীলতার সাধারণধর্ম্ম এবং যথা শব্দও উল্লিখিত হইয়াছে, এই কারণে এই স্থলে পূর্ণোপমা বলা যাইতে পারে।

অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করেন, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা সদালাপ ও সদুপদেশ প্রদান করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণ পরম রমণীয় ধর্ম্মভূষণে ভূষিত করিতে থাকেন।” চা. পা.

কোন কোন স্থলে ‘যেন’ শব্দও উপমার বাচক হইয়া থাকে। যথা—

“না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥” বি. সু.

মালোপমা।

৯৮। যে খানে এক উপমেয়ের দুই বা বহু উপমান দেখা যায়, তথায় মালোপমা বলে।

যথা—“যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে,
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশুমিলনে।
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে আকাশে ভাস্কর দেখে।
হলো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী তুষ্ট অতিশয়॥” বা. দ.

নরপতিরূপ উপমেয়ের চাতকিনী, কুমুদিনী ও কমলিনী-রূপ তিনটী উপমান থাকাতে মালোপমা হইল। এ খানে যথা-শব্দ দ্বারা উপমা হইয়াছে।

‘যেরূপ’—“ইন্দ্রের বৃহস্পতি, নলের সুমতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র যেরূপ উপদেষ্টা ছিলেন; শুকনাশও সেইরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচন-বিষয়ে রাজাকে যথার্থ সদুপদেশ দিতেন।” (১) কা. ব.

---

(১) সদুপদেশ-দানরূপ ক্রিয়ার সাম্য আছে বলিয়া ক্রিয়াগত।

'ন্যায়'—"মৃগয়া-কোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পাক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বহির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাহল হইতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখি, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায়, বিকটমূর্ত্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে, যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ কদাকার সৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তকের স্মরণ হয়।" (১) কা. ব.

রসনোপমা।

৯৯। যে খানে বহু উপমান পরস্পরের গ্রন্থিতে, অর্থাৎ কাঞ্চীগুণের ন্যায়, সংশ্লিষ্ট হয়, তথায় রসনোপমা বলে।

যথা—"লক্ষ্মীর হৃদয়ে যেন শোভে নারায়ণ।
তাঁহার হৃদয়ে শোভে কৌস্তুভ যেমন॥
কৌস্তুভের হৃদে যথা উজ্জ্বল কিরণ।
সাগরের হৃদে শোভে এ পুর তেমন॥ নি. ক.

এ খানে তিনটী উপমান আছে, সকলগুলিই পরস্পরসাপেক্ষরূপে সংশ্লিষ্ট আছে।

---

(১) মূর্ত্তিরূপ গুণের সাম্য আছে বলিয়া গুণগত উপমা বলা যায়। এবং এই দুই উদাহরণেই এক উপমেয়ের বহু উপমান দেখা যাইতেছে বলিয়া এটীও মালোপমার উদাহরণস্থল।

উপমেয়োপমা।

১০০। পূর্ব্ব বাক্যের উপমান ও উপমেয় উত্তর বাক্যে যদি বিপরীতভাবে বর্ণিত হয়, তবে উপমেয়োপমা বলা যায়।

যথা—"বিভবে মহেন্দ্র যথা এ পুর তেমতি।
এ পুর বিভবে যথা মহেন্দ্র তেমতি॥
এ শুদ্ধান্ত যথা রম্য সুরবধূ তথা।
সুরবধূ যথা রম্য এ শুদ্ধান্ত তথা॥" নি. ক.

এ স্থানে পূর্ব্ববাক্যের উপমানটী পরবাক্যে উপমেয়, ও উপমেয়টী উপমান রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

লুপ্তোপমা যথা—

"বৎসর তিলেকে, প্রলয় পলকে,
কেমনে বাঁচিবে বালা।" বি. সু.

এ স্থলে সমশব্দের লোপ হইয়াছে।

"ঐ যে মৃগাক্ষী যাইতেছে দেখিতেছ, ও অতিসুশীলা।"

"মৃগাক্ষী" এই পদটী মৃগের অক্ষির ন্যায় চঞ্চল অক্ষি যাহার, এইরূপ বাক্যে সিদ্ধ হইয়া সমাসে উপমান—"অক্ষি," বাচক—"ন্যায়," ও সাধারণধর্ম্ম—"চঞ্চলত্ব," এই তিনেরই লোপ হইয়াছে। অতএব ইহা লুপ্তোপমা।

রূপক। (*Metaphor.*)

১০১। উপমেয়কে (মুখাদিকে) উপমান (চন্দ্রাদি) রূপে আরোপ (অভেদরূপে নির্দ্দেশ) করাকে রূপক অলঙ্কার বলে।

উপমা অলঙ্কারের সহিত ইহার কি বিভেদ তাহা দেখান যাইতেছে, যথা—"সূর্য্যোদয় হইলে তমঃ যেমন

এককালে নাশ হয়, তেমনি জ্ঞানোদয় হইলে মানসিক তমঃ এককালে বিনষ্ট হয়।" এ খানে সূর্য্য উপমান ও জ্ঞান উপমেয়, এবং তমোনাশরূপ সাধারণধর্ম্ম উপমান উপমেয়ে তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে; আর, উপমার বাচক যেমন ও তেমনি শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। অতএব ইহা উপমা। "জ্ঞানরূপ সূর্য্যোদয় হইলে অজ্ঞানরূপ তমঃ কখনই থাকে না।" এ খানে রূপক হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বোদাহরণে জ্ঞানকে সূর্য্যের সদৃশ বলা হইয়াছে, এ খানে জ্ঞানকেই সূর্য্য বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইতেছে। অর্থাৎ উপমেয় জ্ঞানে উপমান সূর্য্যের আরোপ করা হইয়াছে।

রূপকের বাচক (বোধক) "রূপ" ও কোন কোন স্থলে "ময়" শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রূপ শব্দের কখন কখন লোপ হইয়া যায়, তখন কেবল ভাবার্থ দ্বারা "রূপ" শব্দের প্রতীতি হয়।

পরম্পরিত, সাঙ্গ ও নিরঙ্গ ভেদে রূপক তিনপ্রকার।

পরম্পরিত রূপক।

১০২। যে খানে এক বস্তুর আরোপ-সিদ্ধি-জন্য অন্য বস্তুর আরোপ করা যায়, তথায় পরম্পরিত রূপক বলে। যথা—

"প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি-পদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥" অ ম.

এ খানে রাজলক্ষ্মীর বাসজন্য কীর্ত্তিতে পদ্মের আরোপ করা হইয়াছে (যেহেতু লক্ষ্মীর বাসস্থান কমল;) নিমীলিত পদ্মে বাস করা অসম্ভব বলিয়া পদ্মের প্রফুল্লত্ব-সম্পাদনজন্য প্রতাপে সূর্য্যের আরোপ করা হইয়াছে।

"যখন হৃদয়াকাশ বিষম-বিপত্তিরূপ মেঘ দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল আশাবায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে।" কা. র.

এ খানে হৃদয়ে আকাশের আরোপসিদ্ধিজন্য কেবল বিপত্তিকে মেঘ ও আশাকে বায়ুরূপে আরোপ করা হইয়াছে।

"সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল। (১) নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলরূপ নেত্র নিমীলন করিল। (২)" কা. র.

(১) ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ দ্বারাই যে সূর্য্যরূপ সিংহের আরোপসিদ্ধি হইতেছে এরূপ নহে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ঐ স্থলে নিরঙ্গ বলা যায়।

(২) অলিতে অশ্রুরূপের আরোপ করা হইয়াছে, সেই অশ্রুত্বসিদ্ধিজন্য কমলে নেত্রের আরোপ করা হইয়াছে, এই কারণে ইহাকে পরম্পরিত বলা যায়।

"ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুরহাসি বাঁশিটী বাজাও হে॥
নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু,
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন-চকোর মোর, দেখিয়া, হয়েছে ভোর,
মুখসুধাকরে হাসি-সুধায় বাঁচাও হে॥" বি. সু.

এ খানে নবজলধররূপ তনু, শিখিপুচ্ছরূপ শক্রধনু ও নয়নরূপ চকোর ইত্যাদিস্থলে রূপশব্দ প্রযুক্ত না হইলেও, রূপশব্দের প্রতীতি হইতেছে, সুতরাং এ খানে রূপকালঙ্কার হইল।

"ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ-তম,
সদাচ্ছন্ন মানব-নয়নে।
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ-বারিদদল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে॥" প. উ.

এ খানে মোহকে যেমন তমোরূপে আরোপ করা হইয়াছে সুখকেও তেমনি সূর্য্যরূপে আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সুখকে মোহরূপ-তমোনাশক সূর্য্যরূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই ব নয় এইটী পরম্পরিত না হইয়া নিরঙ্গ (সাধারণ) রূপক হইল।

সাঙ্গ-রূপক।

১০৩। যে খানে অঙ্গীতে কোন বস্তুর আরোপ করা গিয়াছে বলিয়া তাহার অঙ্গভূত বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপ করা যায়, তথায় সাঙ্গ রূপক বলা গিয়া থাকে। যথা—

"—শোকের ঝড় বহিল সভায়!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল, মুক্ত কেশ মেঘমালা,
ঘন নিশ্বাস প্রলয়বায়ু, অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।" মে. না. ব.

শোকে ঝড়ের আরোপসিদ্ধিজন্য বামাকুলে সুর-সুন্দরীর (বিদ্যুতের) আরোপ, তরঙ্গ-ভূত কেশে মেঘমালার আরোপ, নিশ্বাসে প্রলয়বায়ুর, অশ্রুবারি-ধারাতে আসারের ও হাহাকারে জীমূত-মন্দ্রের আরোপ করা গিয়াছে। এনিমিত্ত ইহা সাঙ্গ-রূপক। এই-গুলির সহিত পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব আছে বলিয়া ইহাকে সাঙ্গ রূপক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক।

১০৪। রূপকস্থলে যাহাতে আরোপ করা যায় যদি তাহার গুণাদি আরোপ্যমাণের গুণ বা দোষ অপেক্ষা অধিক করিয়া বলা যায়, তবে তাহাকে অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা—

"এই মুখ সাক্ষাৎ কলঙ্করহিত শশধর, এই অধর সুধাপূর্ণ পরিপক্ক বিম্ব ফল; এই নেত্রদ্বয় অহোরাত্র-বিরাজিত কুবলয়।"

"তিলফুল জিনি নাসা, বসন্ত-কোকিল ভাষা,
ভ্রু-যুগল চাপ-সহোদর।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্কশশিমুখী,
শিরোরুহ অসিত চামর।"

"বদন শারদ ইন্দু, তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু,
সুধাংশুমণ্ডলে পড়ে তারা।
রাহু তোর কেশপাশ, আইসে করিতে গ্রাস,
পূর্ণের সময় হৈল পারা॥" ক. ক. চ.

সমুদয় রূপকগুলিতেই উপমেয়ের গুণ অধিক দেখা যাইতেছে।

ভ্রান্তিমান্। (*Rhetorical Mistake.*)

১০৫। অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য জানাইবার মানসে সদৃশগুণসম্পন্ন বস্তুতে সদৃশ বস্তুর কাল্পনিক* ভ্রমকে ভ্রান্তিমান্ বলে। যথা—

---

* ইহাকে কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বলে।

"দেখ সখে, উৎপলাক্ষী, সরোবরে নিজ অক্ষি,
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয়-ভ্রমে, বার বার পরিশ্রমে,
ধরিবারে করয়ে যতন॥"

"চন্দ্রমার কিরণপাতে কামিনীগণ ভ্রান্ত হইয়া কৈরব-ভ্রমে কুবলয় গ্রহণ করিয়া কর্ণোৎপল করিতেছে, এবং পুলিন্দ-সুন্দরী মুক্তাফলভ্রমে অত্যন্ত সমাদরের সহিত ভূমি হইতে বদরীফল উত্তোলন করিতেছে।"

এই দুইটী কবিকল্পিত ভ্রমমাত্র। যে খানে কল্পিত ভ্রম না হয়, তথায় অলঙ্কার হয় না।

"স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভাস্থ সকলে॥" ম..ভা.

এ খানে দুর্য্যোধনের যথার্থ ভ্রম হইয়াছিল, অতএব এ খানে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হইবেক না।

"যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝণঝণিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীর-পদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মেলিলা রাবণি;
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী,
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে,

কহিলা "হে বিভাবসু, শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই প্রভু তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ-অর্পণে ।" মে. না. ব.

ইন্দ্রজিৎ স্বীয় মন্দিরে উপবেশন করিয়া অগ্নিদেবের আরাধনা করিতেছেন, এমত সময় লক্ষ্মণ মায়াবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ সহসা তাদৃশ তেজস্বী পুরুষকে সমাগত দেখিয়া অগ্নিদেবভ্রমে তাঁহাকে বিভাবসু বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

ইহাও যথার্থ ভ্রম। যথার্থ-ভ্রম-স্থলে ভ্রান্তিমান্ হয় না।

অসঙ্গতি। (*Separation of Cause and Effect*)

১০৬। কারণ এক স্থানে কিন্তু তাহার কার্য্য অন্য স্থানে ঘটিলে তাহাকে অসঙ্গতি অলঙ্কার কহিয়া থাকে। যথা—

"শিবের কপালে বয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন॥" অ. ম.

"অলি করে মধুপান, উন্মত্ত কোকিলগণ,
তরুগণ ঘূর্ণিত।
পথিক পতিত তলে, যুবতী মূর্চ্ছে সকলে,
বিরহী রোদিত॥" গী. র

উৎপ্রেক্ষা। (*Hypothetical Metaphor*)

১০৭। যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের অভেদ কল্পনা করা যায়, সেই স্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

ইহার জ্ঞাপক 'যেন' ও 'বুঝি' শব্দ। এই অলঙ্কার আবার বাচ্যা ও প্রতীয়মানা। যে খানে যেন ও বুঝি শব্দের উল্লেখ থাকে, সে খানে বাচ্যা ও যে খানে তাহাদিগের উল্লেখ না থাকে কিন্তু প্রতীতি হয়, তথায় প্রতীয়মানা বলা যায়। বাচ্যা যথা—

"তরু লতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় গ্রস্তভাব ধরে॥"

"পূর্ব্ব দিকে আরক্তিম অরুণ প্রকাশে,
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে :
সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র-সভায়,
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ শরমের দায়॥" প. উ.

প্রতীয়মানা ও বাচ্যা।

"কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আবলী-মাঝে শোভে তারাগণ॥
কেশ ভার হইয়া ক্ষিতিতলে পতন।
অলিগণ-ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ॥
অরুণ উদয় যেন হতেছে আকাশে।
এলো কেশ মধ্যে ভালে সিন্দূর প্রকাশে॥" চো. প.

"——কুসুমেষু বসি কুতুহলে,
হানিলা, কুসুমধনু টঙ্কারি কুসুম-
শরজাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী ;
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি-ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু।" মে না. ব.

এ খ নেও যেন শব্দের প্রতীতি হইতেছে।

"ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দন সহিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন সেই রক্তচন্দনে অনু-লিপ্ত হইয়াই যেন, রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমল বন পরি-ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বত-শৃঙ্গে, আরোহণ করিল। বোধ হইল, যেন পর্ব্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা-সমীরণে তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলী-সঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসি-লেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগি-লেন। দুহ্যমান হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারা-ধ্বনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশ দ্বারা অগ্নিহোত্র-বেদি আচ্ছাদিত হইল; এই সময় সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমির-রূপ মলিন বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায় * ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগন-মার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সুধাংশুর অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল, যেন প্রিয়সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্বদিক দশন-বিকাশপূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে।" কা. ব.

---

* এই স্থলে কেবল একটী উপমালঙ্কার আছে

ব্যতিরেক। (*Excess of Object and Subject.*)

১০৮। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ বর্ণনকে ব্যতিরেক কহে।

উপমেয়ের উৎকর্ষ—(উপমানের অপকর্ষ) যথা—

"কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণীমাঝ,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু-মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে,
যাঁর যশে হয়ে অভিমানী॥" অ ম

এ স্থানে কৃষ্ণচন্দ্রের যশঃ উপমেয়, উপমানভূত শশীর অপকর্ষ বলা হইয়াছে।

"চন্দ্র সবে ষোল কলা" ইত্যাদি। ৪১ পৃষ্ঠে দেখ।

এই অলঙ্কার শ্লেষগতও হইয়া থাকে। যথা—

"সেই গুণশালিনী সুন্দরীর গুণনিচয় * পদ্মগুণের ন্যায় ভঙ্গুর নহে।"

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥" বি. সু.

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার রূপবর্ণনপ্রস্তাবে দেখ।

উপমানের উৎকর্ষ—(উপমেয়ের অপকর্ষ) যথা—

"দিনে দিনে শশধর, হয় বটে তনুতর,
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু, হইলে ক্রমশ তনু,
আর ত নূতন নাহি হয়॥"—বন্ধু

---

* গুণনিচয়—নায়িকাপক্ষে বিদ্যা-বিনয়াদি, পদ্মপক্ষে সূত্রসমূহ

অর্থান্তর-ন্যাস। (*Corroboration.*)

১০৯। যে স্থলে সামান্য-দ্বারা বিশেষের ও বিশেষ-দ্বারা সামান্যের সমর্থন হয়, তথায় অর্থান্তর-ন্যাস অলঙ্কার বলে।

এই দুইপ্রকার সমর্থন সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য ভেদে বিভক্ত হইয়া চারিপ্রকার হয়।

সামান্য-দ্বারা বিশেষ-সমর্থন সাধর্ম্য যথা—

"যদি ওহে প্রিয়, সামান্যক্ষত্রিয়,-গৃহিণী হত্যো এ দাসী।
তবে হেন রণ, দুরাত্মা যবন, করিত কি হেতা আসি?
পরিপূর্ণ খনি, কত শত মণি, কে তার সন্ধান লয়?
ধনি-কণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে, চোরের লালসা হয়॥" প উ

সামান্য—পরিপূর্ণ খনি ইত্যাদি, বিশেষ—ধনি-কণ্ঠহার ইত্যাদি।

সামান্য দ্বারা বিশেষ-সমর্থন বৈধর্ম্য যথা—

"এই যে বিটপি-শ্রেণী হেরি সারি সারি,
কি আশ্চর্য্য শোভাময়, যায় বলিহারি।
যখন মানবকুল ধনবান্ হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত হয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহঙ্কারে উচ্চ শির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচপ্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।
কঠিন অপ্রিয় ভাষ করিলে শ্রবণ,
রক্তজবা-রাগ ধরে মনুজ-লোচন।
ইহাদের শিরপরে লোষ্ট্র-নিক্ষেপণে,
সুফল প্রদান করে বিনম্র-বদনে॥" স. শা.

ফলশালী হইলে নত হয়, এই সামান্য অর্থ দ্বারা ধনরূপ-ফল-

শালী হইয়াও বিনীত নহে এইরূপ বিশেষ অর্থ বিপরীত ভাবে সমর্থিত হইতেছে।

বিশেষ-দ্বারা সামান্য-সমর্থন সাধর্ম্য যথা—

"যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা, আমার সম।
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে, যাতনা মম।
চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে!
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশে নি যারে॥" স. শ.

বিশেষ—আশীবিষ দংশন, সামান্য—যাতনা-অনুভব।

বিশেষ-দ্বারা সামান্য-সমর্থন বৈধর্ম্য যথা—

যথা—"সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর॥
উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে॥
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার॥" বি সু.

উত্তম, অধম—সামান্য। ভেড়ার শৃঙ্গ ও হীরার ধার—বিশেষ। উত্তম অধমে মিলন হইলে বিরোধ জন্মে এই জন্য ইহাকে বৈধর্ম্য বলা যয়।

স্বভাবোক্তি। (*Description.*)

১১৭। পদার্থ সকলের প্রকৃত রূপ-গুণাদির যথার্থ বর্ণনকে স্বভাবোক্তি বলে। যথা—

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর," ইত্যাদি (২১) পৃষ্ঠে ও "পাখী সব করে রব," ইত্যাদি (৬০) পৃষ্ঠে দেখ।

"এ খানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয়প্রযুক্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত-লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম; এবং তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল, কত শত দেদীপ্যমান হীরকখণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্যলাবণ্যশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতে ছিলেন; কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসীর রজনীকে ঈষৎস্বরূপ ম্লান করিতে ছিলেন; কখন তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিলতরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল। কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মলজল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল; পশুপক্ষী সকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে বিলীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।" চা. পা.

অতিশয়োক্তি। (*Hyperbole*)

১১১। উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে। যথা—

'মুখহইতে সুমধুর বচন নিঃসৃত হইতেছে,' এই অর্থে 'মুখ হইতে সুধাবর্ষণ হইতেছে,' বলিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

"বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।" বি. সু.

তড়িত, তারাগণ, পূর্ণচাঁদ ও কমল—এই কয়টী সখীগণ, বিদ্যা ও মুখের উপমান। কিন্তু ঐ গুলিকেই একেবারে উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করাতে অতিশয়োক্তি হইল।

ইহ ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্য-বিপর্য্যয় ক্রমে পাঁচপ্রকার হয়।

ভেদে=ভিন্নবিষয়ে অভেদ=অভিন্ন জ্ঞান যথা।—

"হায় রে, সে জন ধন্য কত পুণ্য তার,
হেন অপরূপ রূপ দুয়ারে যাহার।
হারাইয়া হরিণেরে যমুনারি কূলে,
খসিয়া পড়েছে শশী লতিকার মূলে।
তারাকার জল ঝরে কুবলয় হতে;
কাঁপিছে বন্ধুক ফুল তিলফুল-বাতে॥"—বন্ধু

এ খানে উপমানরূপে একেবারে নিশ্চয় হইতেছে।

উপমানের উল্লেখ পূর্ব্বক ভেদে=ভিন্ন বিষয়ে অভেদ=অভিন্ন জ্ঞান যথা—

"নয়ন কেবল, নীল উৎপল,
মুখ শতদল দিয়া গঠিল।

"কুচে মুক্ত পাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল।
শরীর সকল, চম্পকের দল,
দিয়া অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, তবে কিকারণে,
পাষাণেতে তব মন গঠিল ॥" ম. মো. ত.

অসম্বন্ধে—অবাস্তবিকে সম্বন্ধ—বাস্তবিকরূপ জ্ঞান যথা—

"দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া ॥" বি. সু.

"শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখসুষমা,
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ, অন্তরে কালিমা।" বা. দ.

অভেদে ভেদ যথা—

"যে বিধু দেখেছি সখী নাথের পাশে বসি।
আরে, সে বিধু নহে এ যে হবে অন্য শশী ॥
সে অতি শীতল এ যে খরতর-ছবি।
কিংবা আমি রে সেই নহি, এ হবে রবি ॥"

বিধু ও আমি বিভিন্ন না হইলেও বিভিন্নপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থানে বাস্তবিক শশীকে অবাস্তবিকরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে বলিয়া ইহা সম্বন্ধে অসম্বন্ধের উদাহরণস্থল।

"যদি" শব্দের পরে "তবে" শব্দ বাচক হইলে সম্বন্ধে অসম্বন্ধ অতিশয়োক্তি হইয়া থাকে। যথা—

"রাকাতে যদি সুধাংশু হরিণহীন হয়।
তবেই সেই মুখপদ্ম সৌসাদৃশ্য পায় ॥"

কার্য্য ও কারণের বিপর্য্যয় যথা—

"আগে প্রাণ হলো, তার পরে হলো যৌবনঘটনা।
বিধাতার এ কি বিবেচনা, যৌবন গেল প্রাণতো গেলনা ॥"

অগ্রে নাশ এই কার্য্যের অগ্রে জননই প্রকৃত কারণ, কিন্তু তাহা না হইয়া পরে জনন এই কারণটি বিপর্য্যয়ক্রমে ঘটিয়াছে।

বিরোধ। (*Rhetorical Contradiction.*)

১১২। বাস্তবিক বিরোধ না থাকিলে আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধকে বিরোধালঙ্কার কহে।

যথা—চাঁদের মণ্ডল, বরিষে গরল, চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বূল, লাগে যেন শূল, গীতনাট ঝনঝনা॥

চন্দনাদির শৈত্যাদি গুণ থাকিলেও তদ্বিপরীত গুণের প্রতীতি হইতেছে বলিয়া এ স্থানে বিরোধালঙ্কার হইল।

"অন্নপূর্ণা মহামায়া, সংসার যাহার ছায়া,
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, (আপনি আপন-সমা,) *
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-আকৃতি।" অ. ম.

"সদা কটিতট পটবিহীন।
দীননাথ পদে অথচ দীন॥"

এ স্থানে আপাততঃ অসংলগ্ন হইলেও দেবত্বাৎ সকলিই সম্ভবে বলিয়া বিরোধভঞ্জন হইয়াছে।

নিশ্চয়। (*Rhetorical Certainty*)

১১৩। উপমানের অপহ্নব করিয়া উপমেয়ের স্থাপনকে নিশ্চয় অলঙ্কার কহে। যথা—গীত

---

* এ স্থানে অনন্বয়োপমা হইয়াছে।

"আমি নারী, হর নই, শুন রে মদন,
বিনা অপরাধে কেন বধ রে জীবন ;
এ যে বেণী, ফণী নয়, নহে জটাজুট,
কণ্ঠে নীলকান্ত-আভা, নহে কালকূট ;
কপালে চন্দনবিন্দু সিন্দূর দেখিয়ে,
ভ্রমেতে ভেবেছ মদন ! শশী হুতাশন ॥" রা. ব.

শিবের বেশভূষাদি উপমান। তাহাকে গোপন করিয়া স্বীয় প্রকৃত অবস্থাকে উপমেয়রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে।

নিদর্শনা । (*Transference of attributes.*)

১১৪। সাদৃশ্যহেতু যদি কাহার উপরে কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিংবা কার্য্য আরোপিত করা হয়, তাহা হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার বলে।

যথা—"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?" মে. না ব.

অসম্ভব-বস্তুসম্বন্ধ নিদর্শনা যথা—

"রাজা প্রিয়ংবদার পরিহাস-বাক্য শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে ; কেন না শকুন্তলার অধরে নব-পল্লব-শোভার আবির্ভাব ; বাহুযুগল কোমল-বিটপ-শোভা ধারণ করিয়াছে। আর নবযৌবনবিকশিত কুসুমরাশির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।" শ. ত.

ব্যাঘাত। (*Counteraction.*)

১১৫। যে স্থলে যে উপায় দ্বারা একবার কোন ব্যক্তি যে কার্য্য করে, যদি সেই উপায় দ্বারা পুনর্ব্বার অন্য কেহ সেই কার্য্য অন্যথা করে, তবে সে স্থলে ব্যাঘাত অলঙ্কার বলা যায়। যথা—

"হর-নেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে,
নেত্রেই বাচায় যারা তারে কুতুহলে।
কামে বাঁচাইয়া যারা শিবে করে জয়;
সেই নারীগণে স্তুতি উপযুক্ত হয়॥" র ত

এ খানে দেখা যাইতেছে, যে নেত্রদ্বারা মদন একবারে ভস্মীভূত হইয়াছে, অন্যেরা সেই নেত্ররূপ উপায় দ্বারা সেই কন্দর্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছে।

কাব্যলিঙ্গ। (*Implied causality.*)

১১৬। যে খানে কোন পদার্থ অথবা বাক্যার্থ কারণরূপে অনুমান করিয়া লইতে হয়, তথায় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার বলা গিয়াথাকে। যথা—

"তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
ছাড়ায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥"—১ কা. সি.

"কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি;
তোমারে অভাগী তারা; গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্য-দোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি!—

কি লজ্জা কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপকথা—হায়রে কেমনে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে ! হস্তদাসী সদা—
তুই মনোদাস, হস্ত ; সে মনঃ পুড়িলে,
কেন না পুড়িবি তুই !—২ বী. অ.

"সরোবরে বিকশিত কুমুদিনী ফুল,
কিবা রূপ মনোহর নাহি সমতুল।
রাজহংস-অত্যাচারে নাহি আর ভয়,
মৃণাল-আসনে বসি গর্ব্ব অতিশয়।
কাল পেয়ে হয়েছে কি এত অহঙ্কার,
দিবাগমে পুন ভবে হবে অন্ধকার।
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে,
সময়ের গতি প্রতি কি বিশ্বাস আছে ?
যার তেজে এত তেজ করি নিরীক্ষণ।
সেই শশী হইতেছে ম্লান প্রতিক্ষণ॥"—৩ ব ল.

১।২ বাক্যার্থ হেতু হইয়াছে   ৩ শশীর ম্লান হওয়া—এই পদার্থটী হেতু।

যে খানে হেতু না থাকিয়া সামান্য দ্বারা বিশেষ-সমর্থন হয়, তথায় অর্থান্তরন্যাস থাকে। (১০৯ অনু. দেখ।)

পর্য্যায়োক্ত। (*Innuendoe*)

১১৭। যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়টী স্ফুটরূপে উল্লিখিত না থাকে অথচ বাক্য-ভঙ্গিদ্বারা তাহার প্রতীতি হয়, সে স্থলে পর্য্যায়োক্ত বলাযায়। যথা—

"কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি কাটি জপানিতে চোর বলে সেই॥
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেবা॥
এইরূপে দুজনে কথার পাঁচাপাঁচি।
কি করি দুজনে করে মনে আঁচাআঁচি॥
হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহ-পাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥ বি. সু.

সখী উপলক্ষমাত্র, কিন্তু সুন্দরকে জিজ্ঞাসা করাই বাক্যভঙ্গি।

"লজ্জা যেন আমার হস্ত ধরিয়া তাম্বূল দিতে বারণ করিতেছে। অতএব আমার হইয়া তুমি রাজকুমারের করে তাম্বূল প্রদান কর। মহাশ্বেতা পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমারি প্রতিনিধি হইতে পারিব না।"

"প্রতিনিধি হইতে পারিব না" এই বাক্য-ভঙ্গি দ্বারা চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর গান্ধর্ব্ববিবাহ অর্থাৎ কাদম্বরী যে চন্দ্রাপীড়কে পতিত্বে বরণ করিবেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

অপহ্নুতি। (*Denial.*)

১১৮। উপমেয়ের গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন, অথবা প্রথমতঃ কোন গোপনীয় বিষয় স্বয়ং কোনপ্রকারে প্রকাশ করিয়া পুনরায় প্রকারান্তরে তাহার গোপন করাকে অপহ্নুতি বলে।

এই অলঙ্কারের জ্ঞাপক (প্রকাশক) ব্যাজ, ছল ও বুঝি প্রভৃতি শব্দ। যথা—

"একি অপরূপ রূপ তরুতলে,
হেম অঙ্গে সাধ করি, ভুলে পরি গলে ।
মোহন চিকণ কালা, নানা ফুলে বনমালা,
কিবা মনোহর তরুবর গুঞ্জা ফুলে ।
বরণ কালিম ছাঁদে, বৃষ্টিছলে মেঘ কাঁদে,
তড়িত লুটায় পায়, ধড়ার আঁচলে ।
কস্তুরি মিশালে মাখি, কবরীমাঝারে রাখি,
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে ।
ভারত দেখিয়া যারে, ধৈরয ধরিতে নারে,
রমণী কি তায় যায় মুনি-মন টলে ॥"—১ বি সু.

"নাভি কুপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে ।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী-ছলে ॥"—২ বি. সু

"সৌধপরি আরোহিয়া, দেখিছ রে দাঁড়াইয়া,
সারী সারী পুরনারীগণ ।
আলু থালু কেশপাশ, আলু থালু নীল বাস,
কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ন ॥
আমি ত মা নারী বলি, শ্যামল জলদাবলী,
নারী-রূপে উঠেছে উপরে ।
ঐ দৃষ্টি দৃষ্টি নয়, সৌদামিনী বোধ হয়,
চঞ্চলতা হেরে ভয় করে ॥
বলিছে যে হায় হায়, বিলাপ না বলি তায়,
প্রলয়ের বজ্র বোধ হয় ।
ঐ অশ্রু অশ্রু নয়, সৃষ্টিনাশী বৃষ্টি হয়,
বুঝি বিনাশিল সমুদয় ॥"—৩ ব. সে.

"ওলো পূর্ণবিধুমুখি, মোরে তেঙ্গে বল দেখি,
ইহারে বলয় বলে কে তোমারে বলেছে।
কার হেন কথা শুনে, বিশ্বাস করেছ মনে,
তুমিও যেমন ধনি, সে তোমারে ছলেছে।
সত্য তবে শুন অহে, এ তব বলয় নহে,
তোমা প্রতি রতিপতি পরিতুষ্ট হয়েছে।
ইথে কাম মহাশয়, জগৎ করিতে জয়,
তব হাতে গুণযুক্ত ফুলধনুঃ দিয়েছে।" —৪র. ভ.

১।২ স্থলে উপমেয়ের গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন, এবং ছল শব্দও দেখা যাইতেছে। ৩।৪ স্থলে স্বয়ং প্রকাশ করিয়া আবার স্বয়ংই প্রকারান্তরে গোপন করিতেছে।

পরিবৃত্তি। (*Rhetorical Exchange.*)

১১৯। বস্তুর বিনিময়* অর্থাৎ এক বস্তু দ্বারা অপর বস্তুর গ্রহণকে পরিবৃত্তি বলে। যথা—

"মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দোঁহে দোঁহা হৃদয় লইয়া॥" বি. সু.

এখানে সমানে সমানে বিনিময় হইল

অল্পবস্তু বিনিময়ে অধিকলাভ যথা—

"অনিত্য শরীর করি বিতরণ।
লভিছে জটায়ু সুকৃতরতন॥
কাষ্ঠ আন ভাই করি সৎকার।
করিব পাখীর শেষ উপকার॥"

এ স্থলে অনিত্য বস্তুদ্বারা নিত্য বস্তু পুণ্য বিনিময় করা হইল।

---

* কবিকল্পিত বস্তু ও বিনিময় বুঝিতে হইবে।

ব্যাজস্তুতি। (*Irony*)

১২০। যে স্থলে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাজস্তুতি বলে।

যথা—"অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥" অ ম.

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদাকদাচারময়॥"

অন্নদামঙ্গলে এই গুলি নিন্দাচ্ছলে স্তুতি।

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা যথা—

"বিবাহ করিয়া সীতারে লয়ে,
আসিছেন রাম নিজ আলয়ে;
শুনিয়া যতেক বালক সবে,
আসিয়া হাসিয়া কহে রাঘবে,
শুন হে কুমার! তোমারি আজ,
কুলের উচিত হইল কাজ;
তব হে জনম অতিবিপুলে
ভুবন-বিদিত অজের কুলে;
জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরি॥"—বন্ধু

নিন্দাপক্ষে অজ—ছাগ। জনক-দুহিতা—ভগিনী।

সূক্ষ্ম। (*Pantomime.*)

১২১। যেখানে কোন সূক্ষ্ম (অপরিস্ফুট) অর্থ, শরীরের ভাব ভঙ্গী কিংবা অন্য কোন সঙ্কেত দ্বারা প্রকটীকৃত হয় তথায় সূক্ষ্ম কহে। যথা—

"অনতিদূরে এক মহাদেবের মন্দির ছিল। বজ্রমুকুট সমীপবর্ত্তী বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক মন্দির-মধ্যে প্রবেশ ও দর্শন প্রণামাদি করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময়-মধ্যে এক রাজকন্যা স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত সেই সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া স্নান পূজা সমাপন পূর্ব্বক বৃক্ষের ছায়াতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে তাঁহার ও নৃপতনয়ের চারি চক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজপুত্রীও নৃপকুমারকে নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থম্মনা হইয়া শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন। অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া দন্তদ্বারা ছেদন পূর্ব্বক পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। পুনর্ব্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বারংবার রাজতনয়ের প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে স্বীয় প্রিয়বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।" বে. প. বি.

এই উদাহরণে পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল তদ্দ্বারা এই কহিয়াছে, আমি কর্ণাটনগর-নিবাসিনী। দন্তদ্বারা খণ্ডন করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছে, আমি দন্তবাট রাজার কন্যা। তৎপরে পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া এই সঙ্কেত করিয়াছে, আমার নাম পদ্মাবতী। আর হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।

সমাসোক্তি । (*Personification.*)

১২২ । প্রস্তুত বিষয়ে অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হইলে সমাসোক্তি বলা যায় । ইহা শ্লিষ্ট ও অশ্লিষ্ট শব্দ-ভেদে দুইপ্রকার । সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণ না থাকিলে সমাসোক্তি হয় না ।

প্রাসঙ্গিক বর্ণনীয় বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আরোপ করিলে সমাসোক্তি । অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আরোপ হইলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা । উভয় পক্ষ প্রাসঙ্গিক হইলে শ্লেষ । এই কয় অলঙ্কারের বিশেষ প্রভেদ এই ।

শ্লিষ্টশব্দ যথা—"শরীর লোহিতবর্ণ" ইত্যাদি ও "দ্বিজরাজ সমাগত" ইত্যাদিতে প্রস্তুত সূর্য্য ও চন্দ্র বর্ণনে, অপ্রস্তাবিত মদ্যপায়ী ও যাচক ব্রাহ্মণের সমান কার্য্যাদি-রূপ ব্যবহার সমারোপিত হইয়াছে ; ৬৮ পৃষ্ঠা ১ পংক্তি হইতে ৮ পংক্তি দেখ ।

"দিবস হইল শেষ, শশধরে কমলেশ,
আপনার রাজ্যভার দিয়া ।
সন্ধ্যা করিবার তরে, অন্দরে প্রবেশ করে,
স্বীয় জায়া ছায়াকে লইয়া ॥
জগতের প্রজাগণে, বসিয়া সচিবাসনে,
দ্বিপ্রহর করিয়া শাসন ।
যামিনীর প্রাণপতি, কাতর হইয়া অতি,
চলিলেন করিতে শয়ন ॥"—২ সু র.

সমান কার্য্য—“হায়রে তোমারে কেন কহি ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি!
সাগর বাসরে তব তাঁর সহ গতি!”—ব্র অ.

সমান বিশেষণ—“রাগেতে আসক্ত হেতু, বিকশিতমুখী,
রবিকরে স্পৃষ্ট হয়ে পূর্ব্বদিগঙ্গনা।
গলিত তিমিরাবৃতি হয়েছে দেখিয়া,
অস্তাচলে যায় শশী পাণ্ডুবর্ণ হয়ে।”—৩

১মটীতে প্রস্তাবিত সূর্য্য ও চন্দ্রে অপ্রস্তাবিত নৃপ ও অমাত্যের ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে। ২য়টীতে দেখা যাইতেছে যে, যিনি সপত্নীসঙ্গিনী হইয়া পতিপার্শ্বে গমন করেন, তাঁহার সেই ব্যবহার সমুদ্রকল্পে যমুনাতে আরোপিত হইয়াছে। ৩য়টীতে প্রস্তুত দিক্, তাহাতে অপ্রস্তুত কামিনীর আরোপ হইয়াছে এবং বিশেষণগুলিও দুই পক্ষে সমান। অর্থ—রাগ—রক্তিমা, অনুরাগ। বিকশিত—সুপ্রকাশিত, প্রফুল্ল। কর—কিরণ, হস্ত। তিমিরাবৃতি, অন্ধকাররূপ আবরণ, নীলবস্ত্র।

প্রতিবস্তূপমা। (*Parallel Simile.*)

১২৩। যে স্থলে পদার্থদ্বয় উপমান উপমেয় ভাবে না থাকিলেও পরস্পর সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আর সাধারণ ধর্ম্ম ফলিতার্থে একরূপ হইলেও পৃথক্ আকারে বিন্যস্ত থাকে, তথায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলে।

ইহাতে সাদৃশ্যজ্ঞাপক যথাদি শব্দ থাকে না। যথা—

" ধন্য বলি দময়ন্তি ! তব গুণগণ,
যে গুণে নলের মন করিলে হরণ ।
কৌমুদী জলধিজল করে আকর্ষণ,
তাহে কি বিচিত্র আর বলহ এখন ।"—বন্ধু

দময়ন্তী ও কৌমুদীর সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। হরণ-করণ ও আকর্ষণ-করণ বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, কেবল পৌনরুক্ত্যভয়ে ভিন্নাকার শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তুল্যযোগিতা। (*Identity of attribute.*)

১২৪। যে স্থলে প্রস্তাবিত কিংবা অপ্রস্তাবিত পদার্থসমূহের কোন এক ধর্ম্মের (গুণ-ক্রিয়াদির) সহিত সম্বন্ধ হয়, তথায় তুল্যযোগিতা বলে।

প্রস্তাবিত পদার্থসমূহের একক্রিয়াসম্বন্ধ (অন্বয়) যথা—

" যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন ।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥" ১ বি. সু.

" কথায় যে জিনে সুধা, মুখে সুধাকর ।
হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধরে হর ॥" ২ বি. সু.

" লোভের নিকট যদি ফাঁদ পাতা যায় ।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ॥" ৩ বি. সু.

১ চলে। ২ জিনে। ৩ এড়ায় এই কয়েকটী এক ক্রিয়া। ১ ভাল চলন। ২ গরিমা। ৩ লোভ এই কয়েকটী এক ধর্ম্ম।

অপ্রস্তাবিত পদার্থসমূহের একগুণসম্বন্ধ (অন্বয়) যথা—

" যদি কোন জন, করে দরশন, মদনমোহন বদন তার ।
নব ইন্দীবর, পূর্ণ শশধর, নাহি মনোহর, বলে সে আর ॥"

"তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥" বি. সু.

পদ্ম ও চন্দ্রের মনোহরত্ব গুণের সহিত সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। "বেগে" গুণ, "যাবে" একক্রিয়া।

প্রতীপ। (*Reversed Simile.*)

১২৫। যে স্থলে প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয়-রূপে নির্দ্দেশ কিংবা ঐ প্রসিদ্ধ উপমানের নিষ্ফলত্ব বর্ণন করা হয়, তথায় প্রতীপ কহে। যথা

" তোমার নয়ন-সম ছিল ইন্দীবর,
সলিলে নিমগ্ন হৈল আমার গোচর।
তব মুখতুল্য শশী জগতে বিদিত,
কালবশে কালমেঘে হৈল আচ্ছাদিত।
গমনানুকারি-গতি রাজহংসবরে;
গিয়াছে প্রিয়ে তারা মানস সরোবরে।
তোমার তুলনা দিতে এ সকল স্থান।
গেল দৈববশে কিসে বাঁচিবে পরাণ?"

বিনোক্তি। (*Anything without Something*)

১২৬। বিনার্থ-বাচক শব্দ বিন্যাসপূর্ব্বক কোন বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনকে বিনোক্তি বলা যায়। যথা—

"পঙ্ক বিনা প্রসন্ন যেখানে জলাশয়।
বিরহ বিহনে প্রেমে মগ্ন যুবদ্বয়॥

তিমিরসঞ্চার বিনা প্রবর্ত্তে রজনী ।
কন্টকবিটপী বিনা রমণীর বনী ॥" নি. ক.

এ স্থানে বিনাশব্দের উপন্যাস দ্বারা তদিতরের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে ।

দৃষ্টান্ত । (*Parallel.*)

১২৭ । দৃষ্টান্ত-উপন্যাসকে (অর্থাৎ পরস্পর সমানধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ-দ্বয়ের সাদৃশ্য-বর্ণনকে) দৃষ্টান্ত কহে ।

কিন্তু ঐ বস্তুদ্বয়ের কার্য্য-সাদৃশ্য প্রণিধান দ্বারা জানা যায় । যে স্থলে যথাদি শব্দ থাকে সেই স্থলে উপমালঙ্কার । যে স্থলে সাধারণ ধর্ম্ম এক হয়, সেই স্থলে প্রতিবস্তূপমা (১২৩ অনু) । যে স্থলে যথাদি ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হয় এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক না হয়, সেই স্থলেই দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয় । যথা—

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার ।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥"—১ বি. সু.

"মধুমাসে মনোহর, সৌরভের ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা ।
কিন্তু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে,
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মনোলোভা ॥"—২

"যোগ্যপাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার ।
বিকসিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেকভাগ্যে কেবল চীৎকার ॥"—৩ প. উ.

১ম, এখানে চন্দ্র ও সুন্দরের সাদৃশ্য, রাহু ও কোটালের নিষ্ঠুর ব্যবহারের সাদৃশ্য সমানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২য়, পুষ্পের সহিত মনোলোভের। ৩য়, সুরগণের সহিত অলির ও অসুরের সহিত ভেকের সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। প্রহার ও আহার—এবং ত্রস্ত ও ক্ষুধিত, সুধাপ্রাপ্তি ও তাহাদের উচ্চে বলা—এবং পরিশ্রম ও চীৎকার এই গুলি কার্য্যতঃ একরূপ নহে। কিন্তু প্রণিধান দ্বারা উভয় পদার্থেরই সাদৃশ্য প্রতীতি হইতেছে।

বিভাবনা। (*Effect without Cause*)

১২৮। যে স্থলে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা বলাগিয়াথাকে।

বিশেষোক্তি অলঙ্কারে কারণ-সত্ত্বে কার্য্য হয় না; ইহাতে কারণ ব্যতীত কার্য্য হয়। যথা—

"আয়াস নাহিক কিছু তবু কটি তনু।
ভূষণ নাহিক কিছু তবু শোভে তনু॥
ভয় নাহি তবু আঁখি সতত চঞ্চল।
সকলি কেবল নব যৌবনের ফল॥"

এ স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে অকারণে কার্য্যোৎপত্তি কোনপ্রকারেই সম্ভবে না, এইহেতু এরূপ স্থলে কারণান্তর অপেক্ষা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়, বস্তুতঃ এই অলঙ্কারে নির্দ্দিষ্ট না হয় অনির্দ্দিষ্ট একটী কারণ ভুর থাকে।

যথা—"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি॥"

এ স্থলে দর্শনাদির লৌকিককারণ চক্ষুরাদি না থাকিলেও তাহার প্রতীতি হইতেছে, এজন্য কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি বলা যায়।

সন্দেহ। (*Rhetorical Doubt.*)

১২৯। প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিত বস্তু-রূপে সংশয়কে সন্দেহ কহে। সংশয় বুদ্ধিকল্পিত (কাল্পনিক) হইলেই এই অলঙ্কার হয়, কিন্তু বাস্তবিক-সংশয়-স্থলে সন্দেহালঙ্কার হয় না।

কি, বা, কিংবা, অথবা ও কিনা শব্দ ইহার বাচক। ইহা শুদ্ধ, নিশ্চয়ান্ত ও নিশ্চয়গর্ভ ভেদে ত্রিবিধ।

ভ্রান্তিমান্ স্থলে একেবারে উভয় পক্ষের সংশয় হয়, সন্দেহ স্থলে কেবল একাংশে সংশয় জন্মে, তাহাও আবার প্রস্তাবের মধ্যে কিংবা অন্তে নিশ্চয়রূপে প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়, ভ্রান্তিমান্ স্থলে তাহা হয় না। যথা—

"করিতেছে ছায়া দরশন, যেন সব মায়ার বচন,
কাঁচেতে কাঞ্চন-কান্তি, চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনী মূরতি বিমোহন।"—১
কভু ভাবে এমন কি হয়, চিত্র-চক্ষে পলক উদয়,
নয়নে চাঞ্চল্য আছে, কমলে খঞ্জন নাচে,
বিম্বাধর খাইতে আশয়।"—২ প. উ.

শুদ্ধ (অর্থাৎ যে খানে কেবল সন্দেহ) যথা—

"ইনি কি হেমমদনের রথের পতাকা?
কিংবা তারুণ্য-তরুর কুসুমিত শাখা?
অথবা লাবণ্য-বারি-নিধির লহরী?
কিংবা মনবিমোহন বিদ্যা রূপধরী॥"

নিশ্চয়গর্ভ (অর্থাৎ যে খানে প্রথম সংশয় পরে সংশয়চ্ছেদ, পুনঃ সংশয়) ও নিশ্চয়ান্ত যথা।—

"কো কহু অপরূপ প্রেমসুধানিধি, কোই কহত রসমেহ।
কোই কহত ইহ সোই কলপতরু, মঝু মনে হওত সন্দেহ॥
যো এক সিন্ধু বিন্দু নাহি বরিখয়ে, পরবশ জলদসঞ্চার।
মানস অবধি রহত কলপতরু, কো অছু করুণা অপার॥
পেখহু গৌরচন্দ্র অনুপাম,

যাচত যাকসুন নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম।
যছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয়-সরোবর পুর।
উমড়য়ি নয়নে অধম মরুভূময়ি, হোয়ত পুলক অঙ্কুর।
যা কর নাম তাব সব মিটই, তাহে কি চাঁদ উপাম।
কহে ঘনশ্যাম দাস, কছু নাহি হোয়ত কোটিং একঠাম॥

ভক্তিরত্নাকর (সংস্কৃত ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থের অনুবাদ)। ভয বিচার স্থলে অর্থ দেখ। গৌরাঙ্গে কল্পতরু, মেঘ ও সিন্ধুরূপে সংশয় হইতেছে।

"—————— —————— সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে, উঠিলা ত্বরিতে, ভূমিতে চাঁদ উদয়॥
দেখি সখীগণ, চমকিত মন, বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল, যেমন চঞ্চল, রাজহংস দেখি হয়॥
একিলো২, একিকি দেখিলো, এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব, কেমনে এল এখানে॥"

এ খানে সুন্দরকে দেব কি মানবাদি বলিয়া বিদ্যার যথার্থ সংশয় হইয়াছিল, এইহেতু এই প্রস্তাবটী সন্দেহালঙ্কার বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিষম। (Contrariety.)

১৩০। বি-সদৃশ বস্তুর বর্ণন বিশেষকে বিষম অলঙ্কার কহে।

বিষম অলঙ্কার দ্বিবিধ, কারণে যেরূপ গুণ বা ক্রিয়া থাকে, কার্য্যে যদি তদ্বিপরীত গুণ বা ক্রিয়া হয়, সেস্থলে প্রথম বিষম, আর পরস্পর ফলতঃ বিরুদ্ধ (অহি নকুলের ন্যায়) বস্তুদ্বয়ের একত্র সম্বন্ধরূপে বর্ণনকে দ্বিতীয় বিষম কহে। বিসদৃশবস্তু যথা—

"তব যশ-ইন্দু ভুবন করে আলো।
বৈরি-বনিতার বক্ত্রের রুচি করে কাল॥"—১

"সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে চম্পক তোমায়।
আশ্রয় করেছি আমি রসের আশায়॥
রস দূরে থাক তব অন্তরস্থ শূল।
হৃদয়ে হয়েছে বিদ্ধ, হয়েছি আকুল॥"—২

১ কার্য্য কারণের গুণের বৈষম্য। ২অ বন্ধ কার্য্যের বৈফল্য ও অনর্থের সম্ভব।

"অঙ্গনাজনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তেজঃ-পুঞ্জ তপোরাশি মুনি-কুমারই বা কোথায়, সামান্যজন-সুলভ চিত্তবিকারই বা কোথায়।" কা ব.

বিরুদ্ধফলোপধায়িনী ক্রিয়া যথা—

"চিকন গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥"

বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভাল রে হইল মন্দ॥
ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥" বি. সু.

দীপক। (*Identity of action or agent.*)

১৩১। যে স্থলে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত এই উভয়ের একটী মাত্র ক্রিয়া থাকে, কিংবা অনেক ক্রিয়াপদের সহিত একমাত্র কারকের সম্বন্ধ (অন্বয়) হয়, তথায় দীপক বলে।

এক কারকের অনেকক্রিয়া-সম্বন্ধ যথা বিদ্যাসুন্দরে—

"ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায়, ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায়, সখীরা জাগায়, বঁধু এলে, এই বোলে।

"——হায়, সখি কেমনে বর্ণিব,
সে কান্তার-কান্তি আমি? * * * * * *
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘতরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু সহ, চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে
দম্পতী মঞ্জরীবৃন্দে আনন্দে সম্ভাষি,
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী জামাই বলি বরিতাম তারে!" মে. না ব.

এ খানে এক 'আমি' কর্ত্তার সঙ্গে সকল ক্রিয়ার অন্বয় দেখা যাইতেছে।

মালাদীপক।

১৩২। পর পর পদার্থের প্রতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের একধর্ম্মসম্বন্ধকে মালাদীপক বলাযায়।

যথা—'পার্থে আকর্ষণ করিল ক্রোধ।
গাণ্ডীব টানিল সে মহাযোধ॥
গাণ্ডীবে আকৃষ্ট হইল বাণ।
বাণ আকর্ষিল অরির প্রাণ॥"

এ স্থলে আকর্ষণক্রিয়া পরস্পরের সাধারণ ধর্ম্ম।

তদ্গুণ। (*Exchange of quality.*)

১৩৩। আপনার গুণ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যদীয় অতি উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণের নাম তদ্গুণ অলঙ্কার। যথা—

"স্থূলতা উদরে ছিল, নলে তা লুঠিয়া নিল,
উরস্থল জঘন দুজন।
চরণ-চঞ্চলভাব, লোচন করিল লাভ,
নবনৃপ আসিতে যৌবন॥" ক. ক. চ.

স্বীয় গুণ ত্যাগ করিয়া অন্যদীয় উৎকৃষ্ট গুণ লাভ হইয়াছে।

"তিনি কথা কহিবার সময়ে মুখপদ্মের নিকটবর্ত্তী ভ্রমরগণকে দশনাংশু দ্বারা শুক্লবর্ণ করিয়া কথা কহিয়াছিলেন।"

এ খানে স্বীয় গুণের ত্যাগ, ও উৎকৃষ্ট গুণ শুক্লিমার গ্রহণ বুঝাইতেছে। এজন্য তদ্গুণ অলঙ্কার হইল।

স্মরণ। (*Rhetorical Recollection.*)

১৩৪। সদৃশ পদার্থের অনুভবজন্য সদৃশ বস্তুর যে স্মৃতি তাহাকে স্মরণ কহে। যথা—

"সহাস্য বদন তব দেখিয়া রাজন।
বিকসিত সিত পদ্ম হতেছে স্মরণ॥"

বিষম ধর্ম্মের স্মরণ যথা—

"চন্দ্রকান্ত মণিগণ, দীপ্ত তব নিকেতন,
দেখিয়ে আমার গৃহ পড়ে মনে।
দীপ্ত নিশাকর-করে, যার মধ্য দীপ্ত করে,
ঘনাগমে যার তল্প যায় কোণে॥"

অপ্রস্তুত-প্রশংসা। (*Allegory*)

১৩৫। যে স্থলে প্রস্তুত বিষয়ের অপহ্নব করিয়া অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা করা যায়, তথায় অপ্রস্তুত প্রশংসা হয়।

এই অলঙ্কারে অপ্রস্তুত * সামান্যার্থ হইতে প্রস্তাবিত † বিশেষ অর্থ, অপ্রস্তাবিত বিশেষ হইতে প্রস্তাবিত সামান্য অর্থ, অপ্রস্তাবিত কার্য্য হইতে প্রস্তাবিত কারণ, অপ্রস্তাবিত কারণ হইতে প্রস্তাবিত কার্য্য এবং অপ্রস্তাবিত সামান্য অর্থ হইতে প্রস্তাবিত সামান্য অর্থের প্রতীতি হয়।

যথা—"যে ব্যক্তি অপমানিত হইয়াও প্রতীকারবিধানে নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহার অপেক্ষা ধূলিও বরং ভাল; কেন না উহা পদাহত হইবামাত্র মস্তকে আরোহণ করে।"

* যাহা বর্ণনার বিষয় নহে। † বর্ণনীয়।

এখানে যাহারা অপমানিত হইয়া প্রতীকারবিধানে নিশ্চেষ্ট থাকে, এইরূপ প্রাসঙ্গিক সামান্য অর্থ হইতে আমাদিগের অপেক্ষা ধূলিও বরং ভাল,—এই অপ্রাসঙ্গিক বিশেষ অর্থের প্রতীতি হইতেছে।

"যদি এই মালাই প্রাণহারিণী হয়, তাহা হইলে আমি ইহা হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, আমার প্রাণ বিনষ্ট হইল না কেন?' বুঝিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন স্থানে বিষ অমৃত ও কোন স্থানে অমৃতও বিষ হইয়া থাকে।" র. ব.

"সুয়া যদি নিম দেয় সেও হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥" অ. ম.

এ স্থানে ঈশ্বরেচ্ছায় অহিতকারীও হিতকারী, হিতকারীও অহিতকারী হয়। এইরূপ বক্তব্য বিষয়ে অমৃত বিষ হয়, বিষও অমৃত হয়, নিমও চিনি হয়, চিনিও নিম হয়, এইরূপ বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক অর্থ নিবদ্ধ হইয়াছে।

"সে দিন দেখেছি তব সহাস্য বদন।
সহসা কিসের লাগি হইলে এমন!॥
উঠ উঠ বিধুমুখি কেঁদো না লো আর।
বিশেষ করিয়া বল শুনি সমাচার॥
তোমার নয়ননীর হেরিয়া নয়নে।
বিষম বিষাদানল দহিতেছে মনে॥" সু. ব.

উত্তর।

"কাঁদিয়া কহেন, দিদি! বিমুখ আমারে বিধি,
মাথামুণ্ড কি আর বলিব।
কি কব বিপদ ঘোর, মরণ হোল না মোর,
নাহি জানি ক যুগ জ্বলিব॥

বড় আশা ছিল মনে, ভালবাসা সুতগণে,
কৃতী হোয়ে স্বনাম কিনিবে।
প্রাচীনা হইলে পর, করি মহাসমাদর,
সবে মোরে যতনে রাখিবে॥
প্রথমে যুগল সুত, অশেষ সুগুণযুত,
কিরণে করিল আলো দেশ।
কিবা দিব পরিচয়, জান তুমি সমুদয়,
নাম ধরে অম্বিকা উমেশ॥
অম্বিকার গুণ যত, একাননে কব কত,
এমন হবে না বুঝি আর।
সুশীল সুবুদ্ধি অতি, সদা সত্যপথে মতি,
কলিযুগে দেব-অবতার॥
অমিয় বচন তার, যে শুনেছে একবার,
ভুলিবে কি সে কভু।
শারীরিক রিপু সব, ক্রমে করি পরাভব,
হইলেক তা সবার প্রভু॥
পাইয়া এমন ধন, সতত প্রফুল্ল মন,
মনে মনে কত অভিলাষ।
বাছার বসন্ত কালে, বিষম বসন্ত কালে,
সব সাধ করিল বিনাশ॥
তাহার মরণ-রবে, মিত্র কি বিপক্ষ সবে,
বহুবিধ আক্ষেপ করিল।
শরীরজ-শোকানল, একেবারে সুপ্রবল,
দুঃখিনীর হৃদয় দহিল॥
বাঁধিয়া পাষাণ গলে, ডুবিয়া মরিব জলে,
মনে এই করিলাম স্থির।

অকস্মাৎ কি বিপদ, চলিতে না পারে পদ,
বলহীন হইল শরীর॥
পাথর রহিল বুকে, বিষম কাতর দুখে,
মুখে আর না সরিল রব।
নেত্র-বিগলিত-নীরে, সে পাষাণে ধীরে ধীরে,
লিখে তার নাম গুণ সব॥
মনে করিলাম পণ, যত দিন এ জীবন,
নাহি যাবে রাখিব পাষাণ।
এই দেখ আছে গলে, লোকে "টেবলেট" বলে,
মম প্রিয় পুত্রের নিশান॥
পুত্রশোকে জ্বর জ্বর, দেহ কাঁপে থর থর,
কি আর বলিব মোর মাথা।" সু র.

এখানে হিন্দু কালেজ কৃষ্ণনগর কালেজকে জিজ্ঞাসা করাতে কৃষ্ণনগর কালেজ নিজ ছাত্র আধিক্যের হ্রাসহেতু খেদ করিতেছে ইহাই প্রাসঙ্গিক। কালেজদ্বয়কে স্ত্রীস্বরূপে কথন অপ্রাসঙ্গিক।

প্রস্তুত বিষয়গুলির স্পষ্ট নামোল্লেখ থাকিলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা হয় না। যথা—

"তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ-বচনে বলিলেন "সর্ব্ব-দেশীয় বৃক্ষলতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের এক একটা কলম তোমাদের দেশ হইতে আহরণ করা গিয়াছে। দেখ ভিন্নজাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া উৎসাহ ও যত্নপূর্ব্বক তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে। আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়, কারণ যতগুলি বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার

কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায় ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই একজাতীয়; তাহার নাম স্মৃতি; আর বামদিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।" আমি এইজাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। দেখিলাম দক্ষিণ-দিকের সমুদায় বৃক্ষ অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্নশাখ হইয়াছে, কিছুই পারিপাট্য নাই। বোধ হইল, যেন এক প্রবল ঝঞ্ঝাবাতদ্বারা সমুদয় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বাম দিকের কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটার বা সমুদয় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম, কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষ তলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা-সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।" চা. পা. ভূ. ভা.

এই প্রস্তাবে জ্যোতিষ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র প্রাসঙ্গিক এবং বৃক্ষাদিরূপে সেই সকল প্রদর্শিত করা হইয়াছে। অতএব ইহাকে অবশ্যই রূপক বলিতে হইবে, ও এক স্থানে একটী উৎপ্রেক্ষাও আছে। (ঐ দুই অলঙ্কারের সূত্র দেখ।)

অতদ্‌গুণ।

১৩৬। যে খানে কারণ-সত্ত্বে গুণগ্রহণ দেখা যায় না, তথায় অতদ্‌গুণ অলঙ্কার হয়। যথা—

"অহে রাজহংস! তুমি কখন গঙ্গার সিত সলিলে এবং কখন কজ্জল-সদৃশ যমুনার জলে বিচরণ করিয়া থাক, কিন্তু তোমার শুক্লিমার ত কিছুমাত্র তারতম্য দেখিতেছি না; না গঙ্গার শুক্লিমার অপেক্ষা অধিক শুক্ল হইয়াছ, না যমুনার নীলিমায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছ; কিছুই যে দেখিতেছি না।"

এ খানে স্বগুণ-ত্যাগের প্রতি যমুনা হেতু আছেন বটে, কিন্তু হংসের শুক্লিমার অন্যথা হয় নাই বলিয়া অতদ্গুণ অলঙ্কার হইল। এবং কারণ সত্ত্বে কার্য্যের অভাব হইয়াছে বলিয়া, এ খানে বিশেষোক্তিও হইতে পারে।

বিশেষোক্তি। (*Cause without effect.*)

১৩৭। যে খানে কারণ আছে অথচ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারে কখন কখন কারণটি অদৃষ্টও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্রতীতি জন্মে; এই কারণে ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

"যদি করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই॥" অ. ম.

এ খানে মরণের হেতু আছে কিন্তু মৃত্যু ঘটিতেছে না।

"একাই ভুবনজয়ী, স্মর অতি খল।
তনুহীন কৈল তারে, না হরিল বল॥"—১

"এইরূপ লোকোত্তরবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও নিউটন স্বভাবতঃ এমত বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিৎমাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে যে 'আমি বালকের ন্যায় বেলা-ভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি. কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে'।" জী. চ—২

১ম, স্মরের তনু-হরণ করিলেও তাঁহার বল-হরণ না করার কারণ নির্দ্দিষ্ট নাই। ২য়, বিদ্যাশালী ব্যক্তির বিনয়াদি গুণের প্রতি মনের উদারতাই কারণ, ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে।

মীলিত।

১৩৮। যে খানে সহজ অথবা কৃত্রিম লক্ষণ দ্বারা এক পদার্থ অপর পদার্থকে তিরোধানপূর্ব্বক চমৎকার বিধান করে, তথায় মীলিত অলঙ্কার থাকে।

সহজ যথা—

"ওই দেখ রূপসীর, লাবণ্য কেমন।
অপাঙ্গের রঙ্গভঙ্গ, চঞ্চল গমন॥
মধুর মধুর হাসি, আধ আধ বাণী।
স্ফুরিত তড়িত মত, হেলে অঙ্গখানি॥
দেমাকের গুণ বটে, রঙ্গভঙ্গগুলি।
কিন্তু এ সহজ দেখি, নাহি দোষ বলি॥"

কৃত্রিম যথা—

"যত ছিল তব অরি, এবে গুহাগত।
সবে দেখি নৃপবর, ধর্ম্মকর্ম্মে রত॥

যদা উক্ত তব নাম, হয়ে ম্রিয়মাণ।
নিমীলিত-চক্ষুদ্বয়, ঈশে করে ধ্যান ॥
শিহরি তুষারপাতে, কাঁপে কলেবর।
লোকে বলে ভক্তি-ভাবে, পুলকিত নর ॥
ইহাকেই হেতু বলি, নাহি আমি গণি।
বাস্তব তোমার ভয়ে, বুঝ নৃপমণি ॥”

বিকল্প।

১৩৯। বিরুদ্ধগুণাক্রান্ত পদার্থদ্বয়ের তুল্যবল-কথন দ্বারা এক ক্রিয়াদির সহিত অন্বয়ের নাম বিকল্প। যথা—

“অদ্য আসিয়াছে কৌরব বীর,
ধনু নম্র কর অথবা শির ;
প্রাণ ছাড় কিংবা ছাড়হ মান,
অন্যথা তোদের না দেখি ত্রাণ ॥” নি. ক.

সন্ধি ও যুদ্ধ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, কিন্তু সমানবলপ্রদর্শন-পূর্ব্বক ধনু ও শির নমনরূপ এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

“কোকিলের কলরব, অসহ্য নিতান্ত।
এ দুখ নাশিবে কান্ত, অথবা কৃতান্ত ॥”

প্রিয়সমাগম-সুখ ও মরণ বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ, কিন্তু দুঃখ-শান্তিরূপ এক ক্রিয়ার অন্বয় কৃতান্ত ও কান্তের সহিত তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অনুমান।

১৪০। যেখানে সাধনের জ্ঞানাধীন সাধ্যের জ্ঞানটী চমৎকারবিষয়ক হয়, তথায় অনুমান কহা যায়। যথা—

"যার দরশন মাত্র, আনন্দ অপার।
সেই পুণ্যবান্ জন, অপার সংসার ॥
যারে দেখি লাগে ব্যথা, অন্তরে অন্তর।
সেই নরে পাপী বলি, চিন্তি নিরন্তর ॥

"তব তেজপ্রাদুর্ভাবে, করি অনুমান।
দৈত্য আঁধারের আজি, নিশা অবসান ॥
মহেন্দ্রের দশশত, নেত্র-পদ্মবন।
অবশ্য বিকাশ-শোভা, লভিবে এখন ॥ নি. ক.

এখানে বিকাশ-লাভ সাধ্য, তেজপ্রাদুর্ভাব সাধন। পূর্ব্ব শ্লোকে পুণ্য ও পাপ সাধন (কারণ), আনন্দ ও ব্যথা সাধ্য।

পরিসংখ্যা।

১৪১। প্রশ্নপূর্ব্বক অথবা প্রশ্ন ব্যতিরেকেই যেখানে কথিত পদার্থটী তৎসদৃশ বস্তুর ব্যাবর্ত্তক হয়, তথায় পরিসংখ্যা থাকে। যথা—

"বল দেখি কিবা সেব্য, সংসার-মাঝার?
সাধু জনে সৎ বলে, সদাই যাহার ॥
ত্যাজ্য বল কোন্ বস্তু, শুনি মহাশয়?
যার দোষে অধোমুখে, করি অনুশয় ॥
দান ভোগ বিনা কেবা, করয়ে সঞ্চয়?
মৌমাছি আর কৃপণ, ভিন্ন অন্য নয় ॥"—১

"বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মিলে ॥

বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে;
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥
রা. প্র.—২

"ভক্তি তাঁর জ্ঞপদে, ধনে কভু নয়।
ব্যসন কেবল শাস্ত্রে, স্ত্রীজনে না রয়॥
যশোমাত্র চিন্তা তাঁর, তনুচিন্তা ক্ষীণ।
এ সকল গুণ প্রায়, ঔদাস্য-অধীন॥—৩

১ম স্থলে প্রশ্নপূর্ব্বক উত্তর দ্বারা সদৃশ পদার্থে ব্যাবৃত্তি দেখাইতেছে। ২য় স্থলে সদৃশ পদার্থটী প্রকারান্তরে অন্যপদার্থের ব্যাবর্ত্তক হইতেছে। ৩য় স্থলে প্রশ্ন নাই অথচ সদৃশ পদার্থে ব্যাবৃত্তি দিতেছে।

কারণমালা।

১৪২। পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থগুলি পরবর্ত্তী পদার্থসমূহের প্রতি হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে কারণমালা বলা যায়। যথা—

"বিদ্যা হতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় মুক্তি।
ভক্তি হতে মুক্তি হয়, এই সার যুক্তি॥" ম. ভা.

"রণে যদি মর ঘুষিবে যশ,
যশ যার, তার দেবতা বশ,
বশ হোলে দেব, যাইবে দিবে,
দিবে গেলে সদা সুখ ভুঞ্জিবে॥" নি. ক.

উদাত্ত।

১৪৩। লোকাতিশয়-সম্পদ্বর্ণন এবং উপক্রান্ত

বিষয়ের আনুসঙ্গিক মহত্তের চরিত্র-কথন-বৈচিত্রকে উদাত্ত কহা যায়। যথা—

"দ্বারকা-নির্ম্মাণ-হেতু, যাদব-নন্দন।
নিজাশ্রয় রত্নাকর, করেছে নির্ধন॥
স্বয়ং উৎপাদিত বংশ, করিল নিপাত।
সর্ব্বস্ব বলি রাজার করিল অধঃপাত॥"

এ খানে দ্বারকাপুরীর লোকাতিশয়সম্পত্তি ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রগত বৈচিত্রবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

সমাধি।

১৪৪। যে খানে কারণান্তরের সাহায্য দ্বারা অভিলষিত কার্য্য অনায়াস-সাধ্য বলিয়া বর্ণিত হয়, তথায় সমাধি অলঙ্কার থাকে। যথা—

"হেন বাণী শুনি কৌরবমণি।
যুড়িল যেমন চাপে অশনি॥
খর ব্রত সহ অমনি রড়ে।
দানবনগরে উল্কা পড়ে॥" লি. ক.

দানবদমন অভিলষিত, তৎসিদ্ধির জন্য কার্ম্মুকে যেমন অশনি যোজনা করা হইল, অমনি তৎসহ উল্কাপাত হওয়াতে দানবদমন অনায়াস-সাধ্য হইয়া আসিল।

একাবলী।

১৪৫। যে খানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যার্থের বিশেষণগুলি উত্তরোক্ত বাক্যার্থের বিশেষ্যরূপে স্থাপিত বা পরিত্যক্ত হয়, তথায় একাবলী অলঙ্কার থাকে। যথা—

"মরি এই সরোবর, কমল-ভূষিত ।
কমল কুসুম সব, ভৃঙ্গ-সুশোভিত ॥
ভৃঙ্গগণ ঝঙ্কারিছে, সঙ্গীত চতুর ।
সঙ্গীত হরিছে মন, মূর্চ্ছনা মধুর ॥—১ নি. ক.

"পার্থ নহে, হেন নিরস্ত্র হয়,
অস্ত্র নহে, যাতে বৈরী অক্ষয়,
বৈরী নহে, যেই বীর্য্যেতে ক্ষীণ,
বীর্য্য নহে, যাহা খ্যাতিবিহীন ॥—২ নি. ক.

১ম স্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের বিশেষণগুলি বিশেষ্যরূপে স্থাপিত, ২য় স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

আক্ষেপ ।

১৪৬ । বিবক্ষিত বিষয়ের বিশেষ চমৎকারিত্ব-সম্পাদন-মানসে তদ্বিষয়ের নিষেধাভাস অথবা বিধির নাম আক্ষেপ ।

১৪৭ । ইহা চারিপ্রকার—কোন স্থলে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সামান্য কথনের সর্ব্বাংশের নিষেধ, কোথাও অংশ-বিশেষের নিষেধ এবং কোন স্থলে কথিত বিষয়ের নিষেধ দ্বারা বিধিবাক্যকথন ও কোন স্থলে কথিত বিষয়ের একাংশের বিধান দ্বারাই শেষাংশ-সমাধান ।

"কিবা সুখ কিবা দুখ, কি কহিব আর ।
যায় যাবে যাক প্রাণ, কহি কত বার ॥
অথবা তোমার পাশে, কহিলে কি হবে ।
রসিক নৈলে কভু কি, কথা গুপ্ত রবে ॥"—১

"এবে অন্ধ দন্তবিহীন, কি সুখ সংসারে।
ললিত পলিত অঙ্গ, বাক্য নাহি সরে॥
ভবে মাত্র বিড়ম্বনা, জীবন কেবল।
আবার কি বাকি আছে, সবে হরি বল॥"—২

"শ্যাম, আমি দূতী নহি, সখী সে জনার।
এস, ওহে একবার, বলি কিছু সার॥
সে এখনো বেঁচে আছে, ক্ষণেকে মরিবে।
সাবধান এই বেলা, অযশ ঘুষিবে॥"—৩

"আজি কালি সে জনার, যেইরূপ দশা।
বৈদ্যের বিদিত আছে, ছিন্নমূল আশা॥"—৪

"কিশাঙ্ক পিতার হাতে, মিশুক এখন।
বজ্র নিতে আর তাঁর, নাহি প্রয়োজন॥
গাণ্ডীবসহায় এই একাকী পাণ্ডব।
রিপুদলে দেখাইবে, মৃত্যুর তাণ্ডব॥"—৫ নি· ক.

১ম স্থলে প্রাণনাশ হইলেও অরসিক জনে প্রণয় বিজ্ঞাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে, ইহাই বিবক্ষিত, সেইটী আক্ষেপ করিয়া লইতে হইবে। সেই টুকুই বলে নাই। ২য় স্থলে কেবল মরণই শ্রেয়, এই অংশটী আক্ষেপ করিতে হয়, উহা কহিবার সময় ইচ্ছার নিবৃত্তি দেখা যাইতেছে। ৩য় স্থলে আমি মিথ্যা-বাদী দূতী নহি সত্যবাদিনী, অতএব আমি যাহা বলি শুন, এইটী বিধান করিতেছে। ৪র্থ স্থলে বৈদ্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলে পর এই বিধি। ৫ম স্থলে পিতার যুদ্ধে প্রয়োজনাভাব, আমারই যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এইরূপে নিষেধ ও বিধি দেখান হইয়াছে।

অধিক।

১৪৮। আধার বা আধেয়ের আধিক্য বুঝাইলে অধিক অলঙ্কার হয়। যথা—

"যাহার কুক্ষিতে বিশ্ব, রহে তিলমানে ।
সেই হরি সিন্ধুগর্ভে, তিলমাত্র স্থানে ॥"—১
"গগনের কত বড় মহিমা ।
কে বা পারে তার কহিতে সীমা ॥
মনুষ্যদিগের অসংখ্য বাণ ।
অনায়াসে যথা পাইল স্থান ॥"—২ নি. ক.

"ভক্তিভাবে ঈশ্বরের, যে প্রীতি সঞ্চারে ।
যাহে বিশ্ব ধরে তাহে, তাহা নাহি ধরে ॥"—৩

১।২ আধার-আধিক্য । ৩ আধেয়-আধিক্য ।

অন্যোন্য ।

১৪৯ । বস্তুদ্বয় পরস্পর এক ক্রিয়ার কারণ হইলে অন্যোন্য নামক অলঙ্কার হয় । যথা—

"নিশাতে শশীর শোভা, শশীতে নিশার ।
রাজাতে প্রজার সুখ, প্রজায় রাজার ।
সভাতে বিচার দেখ, রাজায় প্রজার ॥"

ভাবিক ।

১৫০ । পরোক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষবৎ, কিংবা ভূত অথবা ভাবী কোন অদ্ভুত পদার্থের প্রত্যক্ষবদ্বর্ণনকে ভাবিক কহা যায় । যথা—

"এতদিন তোরা সুখেতে ছিলি,
বিষম সঙ্কটে এবে পড়িলি ;
ডাকিছে তোমাকে ভাবি মরণে,
দেখিতেছি আমি দিব্য নয়নে ॥"—১ নি. ক.

"এখনও বিজন বনে, ভাবি শুনি
আমি, যেন সে মধুর বাণী।"—২ মে. না. র.

"———কার ভয় করিস্, জানকি;
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে।"—৩মে না

১ম ভাবি মরণ প্রত্যক্ষবৎ। ২য় অতীত ঘটনার বর্ত্তমানতা। ৩য় ভাবি ঘটনার বর্ত্তমানতা।

ব্যাজোক্তি।

১৫১। প্রকাশোন্মুখ পদার্থের ছলক্রমে গোপনকে ব্যাজোক্তি কহা যায়। যথা—

"ভয় উপজিল দানবগণে,
শরীর ঘামিয়া কাঁপে সঘনে;
আঃ মার্ মার্ পামর নরে,
হেন কহি তাহা গোপন করে॥" নি ক.

এখানে ভয়নিমিত্ত কম্পাদি ক্রোধের ছলদ্বারা গোপন হইতেছে। এখানে প্রকৃত বিষয়ের অপহ্নব নাই, সুতরাং ইহার সহিত অপহ্নুতির বিশেষ বিভেদ লক্ষিত হয়।

অর্থাপত্তি।

১৫২। অর্থবশতঃ ব্যাপক বস্তুর কার্য্য দ্বারা ব্যাপ্য বস্তুর কার্য্যসিদ্ধির স্থিরনিশ্চয়তা জন্মিলে অর্থাপত্তি অলঙ্কার কহা যায়।

ইহাকে দণ্ডাপূপিক ন্যায়ও কহিয়া থাকে। মূষিক কর্ত্তৃক দণ্ডভক্ষণে দণ্ডস্থিত অপূপের ভক্ষণ যেমন নিশ্চয়রূপে প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়, তদ্রূপ বাগ্‌ভঙ্গিকে অর্থাপত্তি কহা যায়। যথা—

"জান না মোদের বল বিক্রম,
বৃথা তুঁই গর্ব্ব পিশুনসম ।*
ইন্দ্র তোর পিতা জিনিছি তায়,
নর তুই তোরে জিনা কি দায় ॥" মি: ক ব.

দেবরাজ ইন্দ্র যখন পরাজিত, তখন অতিতুচ্ছ নর যে পরাজিত হইবে তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তাই আছে ।

সম ।

১৫৩। গৌরবান্বিত বস্তুর পরস্পর সঙ্ঘটনে সমালঙ্কার কহা যায় । যথা—

"হর সনে উমা, হরির রমা,
শশধর বর সনে ত্রিযামা ।
এইরূপ যেবা যাহার সম ,
তার সনে ঘটে এই সে ক্রম ॥" বা.

উত্তর ।

১৫৪। উত্তরবাক্যভঙ্গিতেই যে খানে প্রশ্নের অনুমান হয়, তথায় উত্তর নামক অলঙ্কার । যথা—

"কেমনে থাকিবে শ্যাম, আমার আগারে ।
স্বামী মোর গিয়াছেন, যমুনার পারে ॥
আমি একাকিনী বালা, শ্বশ্রূ অন্ধ কাণে কালা,
অতএব ক্ষমা কর, যাও স্থানান্তরে ॥" উদ্ভট ।

উত্তরবাক্য দ্বারা তাহার সহিত কৃষ্ণের রজনীযাপন-রূপ প্রশ্ন হইতেছে ।

বিচিত্র।

১৫৫। ইষ্টফলপ্রত্যাশায় অনিষ্ট-অনুষ্ঠানের নাম বিচিত্র। যথা—

"উন্নত হইবে বলি, নম্র হও আগে।
দুঃখের শৃঙ্খল পর, সুখ-অনুরাগে॥
জীবন-রক্ষার হেতু, দিতে চাও প্রাণ।
সম্মান রাখিতে হও, আগে হতমান॥"

প্রত্যনীক।

১৫৬। প্রতিপক্ষের অপকার-প্রতিকারে অসমর্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিপক্ষের বস্তুর তিরস্কার দ্বারা যে খানে তাহারই শ্লাঘা বর্ণিত হয়, তথায় প্রত্যনীক কহে। যথা—

"মম প্রিয় করিয়াছে, তব রূপ জয়।
তারি প্রতি জিগীষা, তব উচিত হয়॥
স্মর, যাও বাণে তারে, কর বিদারণ।
অবলা নারীর বধ কেন নিষ্কারণ॥"

এখানে কন্দর্পদর্পের জয়দ্বারা অবলার প্রিয় প্রতিপক্ষ, তাহার প্রতিকারে কন্দর্প অশক্ত, কিন্তু তদীয়া প্রণয়িনীকে কন্দর্প নিজশর দ্বারা প্রহার করিতেছে, সুতরাং কন্দর্পেরই শ্লাঘা বর্ণিত হইল।

সামান্য।

১৫৭। যে খানে তুল্য গুণ দ্বারা প্রস্তুত পদার্থের সহিত অপ্রস্তুত পদার্থের অভেদ কথন হয়, তথায় সামান্য অলঙ্কার থাকে। যথা—

"কুন্দকুসুম ভুক কবরীক ভার।
হৃদয় বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দনে চরচিত রুচির কর্পূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর॥
চাঁদনি রজনী উজোরল গোরী।
হরি অভিসরে রভস রসে ভরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রসমাহ ঢুল॥
পূরতি মনোরথগতি অনিবার।
গুরুকুলকণ্টক কি করয়ে পার॥" প. ক ত.

মীলিত অলঙ্কারে উত্তম গুণ বা অধম গুণের তিরোধান হয়, এখানে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয়েরই তুল্য গুণ থাকা আবশ্যক।

সহোক্তি।

১৫৮। সহশব্দের বলে এক পদ উভয় অর্থের বাচক হইলে সহোক্তি হয়।

যথা—"বিকসিত-কামিনীকুসুম-তরুমূলে।
বসিলাম চিন্তাসখী সহ কুতুহলে॥" স শ.

এখানে বসিলাম ও চিন্তা করিলাম এই দুই অর্থ বুঝাইতেছে।

বিশেষ।

১৫৯। প্রসিদ্ধ আধার পরিত্যাগপূর্ব্বক আধেয়ের বর্ণন, কিংবা এক বস্তুর নানা স্থানে অবস্থিতি,

অথবা দৈবাৎ এককার্য্যকরণ দ্বারা অনেক কার্য্যের উৎপত্তির নাম বিশেষ অলঙ্কার। যথা—

"কবিগণে করি স্তুতি, সহ ভক্তিভার।
কল্পনায় যারা করে, দূর তমোভার॥
কোথা সেই কবিগণ, যার সুধা-সৃষ্টি।
দেখি আজি লোক সব, স্বর্গে করে দৃষ্টি॥"

সুধার আধার রত্নাকর, কাব্যরত্নাকরের আধার কবি। কবি স্বর্গে ও সুধা-কাব্যে বর্ণিত, সুতরাং প্রসিদ্ধ আধার-ত্যাগ দেখা গেল।

"আগে পিছে ঊর্দ্ধে অধোভাগে যদি চাই।
ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রে দেখিবারে পাই॥" রা. অ.—১

"নিষ্ঠুর যম এক তোমাকে সংহার করিয়া, আমার কি সর্ব্বনাশ না করিল। দেখ, তুমি আমার প্রণয়িনী, সুচতুর মন্ত্রী, নর্ম্মসখী এবং নৃত্যগীতাদির বিষয়ে প্রিয় শিষ্যা ছিলে; এক তোমার নাশে আমার সর্ব্বনাশ হইল বলিতে হইবে। র ব.—২

১ম—এক রামচন্দ্রের নানা স্থানে অবস্থিতি। ২য়—এক প্রিয়ানাশ দ্বারা অনেক বস্তুর নাশ হইয়াছে।

বিম্বানুবিম্ব।

১৬০। যে খানে উপমান উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্ম বিভিন্নপ্রকার হয় এবং সাধারণ ধর্ম্মের ঐক্য থাকিলেও সেই ধর্ম্মের জ্ঞাপক শব্দের অর্থগত ভেদ থাকে, তথায় বিম্বানুবিম্ব কহা যায়। যথা—

"তমোযোগে তাম্রভাস সূর্য্যের সঙ্কাশ।
শিষ্য-বদনখানি তমোযোগে তাম্রাভাস॥
হেরে গুরুর হৃদয়, হতেছে সভয়।
এবে তুল্যবস্থাপন্ন দ্রোণ মহাশয়॥"

এখানে সূর্য্যপক্ষে তমঃ রাহু, তাম্র রক্তিমা। শিষ্যপক্ষে তমঃ ক্রোধ। সঙ্কাশ তেজ। আভাস ছবি। ভাস ও আভাসের শব্দগত বিভিন্নতা আছে।

পরিকর।

১৬১। সাভিপ্রায় বহুবিশেষণ-যুক্ত বিচিত্র বর্ণনকে পরিকর কহা যায়। যথা—

"মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক-মধ্যে, যৌবনে বোতল-মধ্যে ও বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে তিনিই বাবু।"—ব দ.

এখানে এক বাবুর নানাবিধ বিশেষণ দ্বারা বক্তার অভিপ্রায়টী বিশেষ চমৎকারজনক হইয়াছে।

যথাসংখ্য।

১৬২। পূর্ব্ববর্ণিত পদার্থগুলির যথাক্রমে বিশেষণ বা অন্বয়-সংস্থাপনার নাম যথাসংখ্য। যথা—

"তুমি ইন্দ্র, তুমিই চন্দ্র, তুমিই বায়ু, তুমিই বরুণ

তুমিই দিবাকর, তুমিই অগ্নি এবং তুমিই যম। হে ইংরাজ দেখ কামান তোমার বজ্র; ইন্‌কম্‌ ট্যাক্স তোমার কলঙ্ক, রেইলওয়ে তোমার যান; সমুদ্র তোমার রাজ্য; তোমার আলোকে আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে; সমস্ত দ্রব্যই তোমার খাদ্য; আমাদিগের প্রাণনাশেও তোমার ক্ষমতা আছে, বিশেষ আমলাবর্গের; হে ইংরাজ, আমি তোমাকে প্রণাম করি॥" ব দ.

যে বিশেষণ দ্বারা যাহা প্রসিদ্ধ, পূর্ব্ববর্ণিত পদগুলির সঙ্গে যথাক্রমে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্বয়োপমা। (*Reflexive Simile.*)

১৬৩। যেখানে এক বস্তুতেই উপমান ও উপমেয় উভয় ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হয় সেই খানে অনন্বয়োপমা অলঙ্কার বলা যায়। যথা—

"অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপন সমা,
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-আকৃতি॥" অ ম

"সর্ব্বংসহার ক্ষমাতুল্য সর্ব্বংসহার ক্ষমা।
যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাতুল্য যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা॥
সর্ব্বংসহার ধৈর্য্যতুল্য সর্ব্বংসহার ধৈর্য্য।
যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্যতুল্য যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য॥"

বিরোধাভাস।

১৬৪। যে শব্দ আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পর্য্যবসানে যদি তাহার বিরোধ-

ভঞ্জন হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিরোধাভাস অলঙ্কার বলে। যথা—

ধ্রু—একি মনোহর, দেখিতে সুন্দর,
গাঁথিয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে, শোভে নানা গুণে,
কাম-মধুব্রত-পালিকা॥ বি. সু.

গুণবিরহিত বস্তু নানাগুণসম্পন্ন হইয়া শোভা পাওয়া অসম্ভব। গুণ একটী শ্লিষ্টশব্দ। মালাপক্ষে সূত্র। বিনিসূতের হার প্রসিদ্ধ। তাহাতে নানা কারিগরি থাকে ইহাও অপ্রসিদ্ধ নহে।

বিধ্যাভাস।

১৬৫। বিধিবাক্য নিষেধে পর্য্যবসান হইলে বিধ্যাভাস অলঙ্কার কহা যায়। যথা—

"বিদেশে যদি যাবে যাও হউক শিব।
যাবদ্বাঁচিব তাবৎ পথ নীরিক্ষিব।
কিন্তু তব অনুগত মম পঞ্চ প্রাণ,
সমুদ্যত তব সঙ্গে করিতে প্রয়াণ॥"

তুমি বিদেশে গেলে আমার প্রাণ নষ্ট হইবে, এই বাক্য দ্বারা গমনের প্রতি নিষেধ বুঝাইতেছে।

উল্লেখ। (*Manifold Predication*)

১৬৬। এক বস্তুর অনেকপ্রকার উল্লেখকে উল্লেখ অলঙ্কার কহা যায়।

উল্লেখ অলঙ্কার গ্রাহক ও বিষয় ভেদে দুইপ্রকার হয়। গ্রাহকভেদে উল্লেখ অলঙ্কারের স্বরূপ এই যে, গ্রাহ-

কেরা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি উল্লেখপূর্ব্বক গ্রাহ্য বস্তু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। বিষয়ভেদে উল্লেখ অলঙ্কারের স্বরূপ এই যে, জ্ঞেয় বিষয়টী ভিন্ন ভিন্ন উপাধিদ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে। গ্রাহকভেদে উল্লেখ যথা—

"চারি বেদ যাঁর ভেদ, বুঝিতে না পাবে।
বৌদ্ধের বুদ্ধিতে যাঁরে, ধরিতে নারে॥
বাইবেলে যাঁরে বলে সর্ব্ব-শক্তিময়।
কোরাণে মুসলমানে যাঁরে আল্লা কয়॥
ভুবন-ভবনে যাঁর, মহিমা অপার।
স্থাবর জঙ্গমে গায়, গুণগান যাঁর॥
সেই সে অনাদি এই সংসারের সার।
মানস-সারসে আসি, বসুন আমার॥"—বন্ধু

এখানে একমাত্র পরমাত্মার কেবল গ্রাহকভেদে এই সকল উপাধি হইতেছে। বিষয়ভেদে উল্লেখ যথা—

"বিদ্যা নামে তার কন্যা, আছিলা পরম ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।" বি সু.

এই উদাহরণে গ্রাহকের ভেদ নাই, কিন্তু লক্ষ্মী ও সরস্বতী রূপ বিষয়ের ভেদ প্রতীয়মান হইতেছে।

"যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমনি পতি,
রাজকুলচক্রবর্ত্তী ভীম।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র-সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্য্যে পার্থ, বিক্রমেতে ভীম॥" প উ.

এখানে বিষয়ের ভেদ থাকিলেও উপমাবাচক 'সম' ও 'উপম,' শব্দ উল্লিখিত থাকায় ইহা মালোপমা হইল। তথায় দেখ।

সমুচ্চয় । (*Plurality of Causes.*)

১৬৭ । যে স্থলে কার্য্য একটী কারণ দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারিলেও যদি দুই কিংবা বহু কারণ সন্নিবেশিত দেখা যায়, তথায় সমুচ্চয় অলঙ্কার কহে ।

যথা।—"আলয় মলয়াচলে, তব সমীরণ ।
গোদাবরীবারি সহ, সতত রমণ ॥
প্রশান্ত বসন্ত সঙ্গে, তব পরিচয় ।
জগৎপরাণ তোমা, ত্রিজগতে কয় ॥
তুমি হে, উদ্দাম দবদহনের প্রায় ।
দহিলে মদীয় দেহ, কি আছে উপায় ॥"—বন্ধু

এখানে দেহের দাহে একটী কারণ বলিলেই হইত ।

"যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিচিত্র শরাসন সমাকর্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া সমবেত রাজগণ-সমক্ষে দ্রৌপদীরে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকাতে সুভদ্রারে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, অথচ বৃষ্ণিকুলাবতংস কৃষ্ণ ও বলরাম মিত্রভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই ।" ইত্যাদি, মহাভারতের উপক্রমণিকার ১৫ পৃষ্ঠাবধি ২১ পৃ· পর্য্যন্ত দেখ ।

এখানে দ্রৌপদী-হরণ পরাজয়ের কারণ হইলেও নানা বিষয় তাহার কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ।

সার। (*Climax.*)

১৬৮। প্রস্তাব আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত ক্রমে উৎকর্ষ বর্ণিত হইলে সার অলঙ্কার বলা যায়। ইহার জ্ঞাপক সার শব্দ।

যথা।—"সংসার-ভিতর সার, যে বস্তু চেতন।
চেতনের মধ্যে সার-মনুষ্য হওন॥
মনুষ্যের সার সেই, বিদ্যা আছে যার।
পণ্ডিত-মণ্ডলী-মাঝে বিনয়ীই সার॥" —বন্ধু

এ খানে পূর্ব্বাবধি পর পর্য্যন্ত ক্রমে উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, এবং "সার" শব্দও স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

পাদপূরণ।

১৬৯। কবিতার একটীমাত্র পাদ প্রশ্ন হইলে তৎপাদের সহিত সঙ্গতার্থ অন্যান্য পাদ বিন্যাসকে পাদ-পূরণ কহে। ইহাকে কখন কখন সমস্যা-পূরণও কহিয়া থাকে।

প্রশ্ন—তোমার আশাতে এ চারিজন।

গীতদ্বারা প্রথমাংশে পূরণকরণ যথা—

উত্তর—"তোমার আশাতে এ চারিজন।
মোর মনো প্রাণো শ্রবণো নয়নো,
দরশো পরশো শুনিতে সুভাষো,
করিতেছে আরাধন॥" হ. ঠা.

কবিতার শেষ-পাদ-পূরণ যথা—

প্রশ্ন—নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে।

উত্তর—"জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা পড়ে মনে।
চক্রান্ত করিল চক্রী, চক্র-আচ্ছাদনে;
আকাশেতে কাল নিশি, উভয়ে না জানে,
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে॥" র. সা.

১৭০। উক্তি প্রত্যুক্তি। প্রভাকরে যথা—

"কোন্ দেমাকী অহঙ্কারী, গরব কোরে যায়?
দেখিস্ যেন চলে যেতে, জল লাগে না গায়॥"—১
"এখনকার কালের ধর্ম্ম, চলে যেতে মানা।
দেখিস্ যেন ঘা হয় না, লেগে জলের কণা॥"—২
"আসুন আগে আমার তিনি, বোলে দিব তাঁরে।
পাতের কুকুর নাই পেয়েছে, এত বাড়ায় তারে॥"—৩
"আসুন্ না কেন তোমার তিনি, তায় কি আমার ভয়।
সাত পুরুষের তোমার তিনি, আমার কি কেউ নয়?"—৪

১।৩ সুয়'র উক্তি। ২।৪ দুয়'র উক্তি। এই কবিতাগুলির দোষ দোষ পরিচ্ছেদে দেখ।

১৭১। প্রশ্নের অর্থ-সমাধান।

প্রশ্ন—"কুমুদিনী কমলিনীনায়ক দ্বিপক্ষ।
এর মধ্যে বল দেখি শ্রেষ্ঠ কার সখ্য?॥"

উত্তর—"শ্রেষ্ঠ গুণ তার, যার স্বভাব সরল।
সে নহে উত্তম, যার হৃদয়ে গরল॥
সুশীতল সুধাকর, নায়ক প্রধান।
কৃশানু-পূরিত ভানু, কৃতান্ত-সমান॥" প্র ক.

প্রসিদ্ধ সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা অর্থ-নিরূপণ। যথা—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা॥
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥" —১ম, অ. ম.

"শাকে রস বস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হবের বনিতা॥" ২য়, ক ক চ.

অঙ্কের গতি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে হইবে, তদনুসারে ১মটী—ব্রহ্ম=১, রস=৬, ঋষি=৭, বেদ=৪। ১৬৭৪ শক। ২য়টী, শশাঙ্ক=১, বেদ=৪, বস=৯। ১৪৯৯ শক।

ছন্দঃপরিচ্ছেদ। (*Versification.*)

১৭২। যে পদকদম্ব কতিপয় পরিমিত অক্ষরে সম্বদ্ধ, ও যাহা শ্রবণমাত্রেই শ্রবণের ও মনের প্রীতি জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে ছন্দঃ (*Verse*) কহে।

ছন্দঃ কাব্যের অঙ্গস্বরূপ। ইহারই পরিপাটী-জন্য কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব হইয়া থাকে। ইহারই দোষে কাব্যের অঙ্গবৈকল্য ঘটে; এবং অধিকাংশ স্থলে রস-ভাবাদি থাকিলেও ইহা লোকের নিকট তাদৃশ আনন্দ-দায়ক হইয়া উঠে না।

বঙ্গভাষায় একটী একটী কবিতায় যে কয়েকটী পদ (চরণ) থাকে, তাহা লইয়াই ছন্দঃ গণনা করা যায়।

যথা—ত্রিপদী, চৌপদী, বিষমপদী, ইত্যাদি। এই নিয়মানুসারে পয়ারকে দ্বিপদী বলা যাইতে পারে।

চারি চরণের স্থানে একটী শ্লোক হয় না।

১৭৩। চারি চরণের কোন চরণেরর শেষ-স্থিত শব্দের সহিত যখন অন্য চরণের শেষস্থ শব্দের সাদৃশ্য দেখা যায়, তখন উহাকে মিল বা মিত্রাক্ষর ছন্দঃ (Rhyme) বলা যায়।

ইহা প্রথমসম, দ্বিতীয়সম, অর্দ্ধসম, পর্য্যায়সম, ইত্যাদি ভেদে নানাপ্রকার।

১৭৪। যে কবিতার কোন পদের সহিত কোন পদের শেষ শব্দের সমতা দেখা যায় না,

তাহাকে অমিল বা অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ (Blank verse) কহে।

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভেদ ক্রমে দেখান যাইতেছে।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ। (*Rhyme.*)

"অধম উত্তম হয়, উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে যেন কীট, উঠে সুরমাথে॥" মা. সি.

পর্য্যায়-সম। (*Alternate rhyme.*)

১৭৫। যে কবিতার প্রথম চরণ তৃতীয় চরণের, ও দ্বিতীয় চরণ চতুর্থ চরণের, সহিত সমান, তাহাকে পর্য্যায়-সম কহা যায়। যথা—

"মা বাছা! বলিতে কথা, বিদরে হৃদয়!
সংসার-ললাম সেই কুসুম শোভন,
কোরক-সময়ে কাল-কীট নিরদয়
ছেদিয়াছে বৃন্ত তার, হরেছে জীবন।" প. পা.

"তাহা সব সখীগণ,
প্রবেশ করিল কামিনীর নিকেতন।
এ কথা কহিছে মদন,
শুক-মুখে শুনে সারী মুদিয়ে নয়ন॥" ম. মো. ভ.

পর্য্যায় ও শেষসম যথা—

"বনিতারো বহুমানে তুমি সম্বর্দ্ধিত,
চিকনিকা চন্দ্রমুখী মালা গাঁথি পরে;

কুটিল কবরী তার কুসুমে জড়িত,
ফণিনীর শিরোমণি সপ্রমাণ করে।
রজত কাঞ্চন, জানি যত মান যার,
পুষ্পাকারে অঙ্গে কেন উঠে অলঙ্কার?" প. পা.

পর্য্যায়-বিষম-সম যথা।—

"মানস সরসে সখি ভাসিছে মরাল রে,
কমল-কাননে।
কমলিনী কোন ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে?
যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে,
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি,
কে সম্বরে স্মরশরে এ তিন ভুবনে!" ব্র. অ.

বৃত্তগন্ধী। (*Hemistich.*)

১৭৬। যে সকল শব্দ পরিমিত অক্ষরে নিবদ্ধ হইয়া এক চরণ মধ্যে ক্রিয়া সমাপ্তি করিয়া দেয়, এবং অন্য ক্রিয়াদির অপেক্ষা না করে, তাহাকে তদবস্থায় বৃত্তগন্ধী বলা যায়।

যথা—"কটু বাক্য নাহি কবে।
কু কাজে অখ্যাতি হবে।
আরোগ্য সুখের মূল।—১ শি. শু.
কু কথা কদাপি বাচ্য নহে।
অনিয়মে রাজ্য নাহি রয়।"—২ শি. শু.

১মস্থলে আট অক্ষরে, ২য় স্থলে দশ অক্ষরে সম্বদ্ধ।

বঙ্গ ভাষায় কতিপয় ছন্দঃ সংস্কৃতানুযায়ী রচিত হইয়াছে, তাহাদিগের ভেদ ক্রমশঃ পরে দেখান যাইবে। এক্ষণে পয়ারাদি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ছন্দের লক্ষণাদি প্রদর্শিত হইতেছে।

পয়ার ছন্দঃ। (*Couplet or distich.*)

১৭৭। এই ছন্দে সর্ব্বসমেত ২৮টী অক্ষর থাকে; পূর্ব্বার্দ্ধ ১৪ ও পরার্দ্ধ ১৪টী অক্ষরে বিভক্ত হয়; পূর্ব্বার্দ্ধের ও পরার্দ্ধের প্রথম চরণ আট আট অক্ষরে সম্বদ্ধ, শেষ চরণ ছয় ছয় অক্ষরে সম্বদ্ধ হয়। যথা—

"কেবা করে করি-করে, সে উরু তুলনা।
কদলী তুলনা তায়, মনেও তুলনা॥ বা দ.

"কেন কেন কেন প্রিয়ে এমন হইল তব ভাব হে?
বীর-বালা বীরে মালা দান করি অভাব কি ভাব হে!
সাধ্য কার সমরে আমার হে কে করে অপমান হে?
তব প্রসাদাৎ আমি সবে ভাবি কীটের সমান হে॥"

শেষোক্ত উদাহরণ পয়ারের রীতি অনুসারে রচিত হইয়াছে। কিন্তু পয়ার অপেক্ষা ৫ অক্ষর অধিক আছে।

সচরাচর পয়ার যেরূপ দেখাযায় তাহার সাধারণ নিয়ম এই—

১৭৮। প্রতি চরণে চতুর্দ্দশ বর্ণ; ও অষ্টম বর্ণের পর যতি পতিত হয়। কিন্তু কথন কথন

১৫ বা ১৬ বা ১৭ অক্ষরেও পয়ার লিখিত হইয়া থাকে।

'হে,' 'রে' অথবা কোন শব্দ যোগ দ্বারা ১৫ বর্ণ হয়। 'যথা' 'জয়' ইত্যাদি, অথবা কোন শব্দ সহযোগে ১৬ অক্ষরের পয়ার হয়। সপ্তম অক্ষরে যতি দিলে শুনিতে সুন্দর হয় না।

বিশেষ নিয়ম।—ওজোগুণ-প্রধান রচনায় প্রথম ও নবম বর্ণ গুরু, ও অষ্টম অক্ষরের পর যতি দেওয়া আবশ্যক। প্রসাদগুণ-বর্ণনার সময় যত কোমল ও অসংযুক্ত বর্ণ প্রয়োগ করা যায় ততই ভাল।

পয়ারের একটি চমৎকারিত্ব এই যে, সকলপ্রকার রস-ব্যঞ্জক রচনাই ইহাতে রচিত হইতে পারে। এমন অনেকপ্রকার ছন্দঃ আছে যে, যাহা কেবল বিশেষ বিশেষ রসবর্ণনাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে, সেই সেই বিষয় ভিন্ন অন্য রচনায় প্রয়োগ করিলে শুনিতে ভাল হয় না, কখন বা হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। যথা, বিদ্যা-সুন্দরে আদিরস-বর্ণনার সময় তোটক ছন্দঃ প্রয়োগ মনোহর হইয়াছে। অন্নদামঙ্গলে শিবের দক্ষালয়ে যাত্রায় ভুজঙ্গপ্রয়াত উপযুক্ত হইয়াছে। ঐগুলি অন্য-রূপে রচিত হইলে বোধ হয় ভাল হইত না।

যতি। (*Pause.*)

১৭৯। পাঠকালে প্রধানতঃ নিশ্বাসের বিশ্রাম-স্থলকে যত কহিয়া থাকে। বঙ্গভাষায় হসন্ত বর্ণও একটী বর্ণ বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতে হসন্ত বর্ণ পদ্য-

গণনার মধ্যে পরিগণিত হয় না। বঙ্গভাষায় কতিপয় স্থল ব্যতীত মাত্রাগণনার প্রতিও তাদৃশ দৃষ্টিপাত না করিলে তত ক্ষতি হয় না। হ্রস্ব দীর্ঘ বিবেচনা করিয়া লিখিতে পারিলেই উত্তম হয়। বঙ্গভাষায় সংযুক্ত অক্ষর একটী-মাত্র অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

"সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, প্রচণ্ড তপন।
রবি-করে করে সর্ব্ব শরীর দাহন॥" ক. ক. চ.

"কহ না নারদ মুনি, দেশের বারতা।
এতদিন মহামুনি, ছিলে তুমি কোথা॥
এই ত্রিভুবনে নাহি, তোমার সমান।
ভূত ভবিষ্যৎ তুমি, জান বর্ত্তমান॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি, করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ, হৈল হরিনাম॥" ক ক. চ.

ভবিষ্যৎ এই ২টি হলন্তবর্ণ। অন্যান্যাংশে সংযুক্ত অক্ষর আছে

পয়ারে আট অক্ষরে ও ছয় অক্ষরে যতি যথা।—

"কোটি শশী জিনি মুখ, কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে, মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু, ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাঝার মাঝে, অনঙ্গ হইয়া॥" অ ম্.

"কে জানে কি বিষ আছে, নয়নে তাহার।
কটাক্ষে পুরুষে করে, জীবনে সংহার॥" বা. দ.

পয়ারের প্রথমাংশে সাত অক্ষরে যতি যথা—
"বিনোদিনী যখন, বিনায়ে বাঁধে বেণী। ১
পুরুষে বধিতে শিরে, ধরয়ে নাগিনী॥" বা. দ.

"জাল দিয়া দুগ্ধেরে, বিনাশ যবে করে। ২
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর, আগে যায় মরে॥
জলের দেখিয়া মৃত্যু, দুগ্ধ তার স্নেহে।
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ, দিতে সেই দাহে॥
এই মত সজ্জন, মরণ-অবসরে। ৩
যথাসাধ্য অপরের উপকার করে॥" বা· দ.

"চোর বিদ্যা বিচার, আমার নহে পণ। ৪
চোর সহ কি বিচার, করে সাধু জন॥" বি সু·

পয়ারের গণ-নির্ণয়।

১৮০। পয়ারের প্রথমার্দ্ধে দুইপদ ও শেষার্দ্ধে দুইপদ থাকে। সুতরাং পূর্ব্বার্দ্ধে ১৪ ও পরার্দ্ধে ১৪ অক্ষর থাকে। ঐ চতুর্দ্দশটী অক্ষর আবার শ্বাসপতন-অনুসারে অষ্ট ও ছয় অক্ষরে বিভক্ত হইয়া দুইটী প্রধান যতির স্থল হয়। কখন কখন সমাংশেও বিভক্ত হয়, তখন সাত অক্ষর পরে যতি পড়ে।

পয়ারের ১ম ও ৩য় পদের অষ্টাক্ষরী গণ।—	পয়ারের ২য় ও ৪র্থ পদের ষড়ক্ষরী গণ।—
২+২+২+২=৮ (১ম প্রকার)	২+২+২=৬ (১ম প্রকার)
তিন জনে বার মুখ,	পাচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই,	হাঁড়ি পানে চায়।
২+২+৪=৮ (২য় প্রকার)	২+৪=৬ (২য় প্রকার)
মায়া করি দ্বারকায়	যাবে দুরাশয়।
২+৪+২=৮ (৩য় প্রকার)	৩+১+২=৬ (৩য় প্রকার)
অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ তব,	পড়িল যে খানে।

৩+৩+২=৮ (৪র্থ প্রকার)	৪+২=৬(৪র্থ প্রকার)
কথায় পঞ্চম স্বর,	শিখিবার আশে।
৪+২+২=৮ (৫ম প্রকার)	(১ম প্রকার)
সম্পদের সীমা নাই	বুড়া গোরু পুঁজি।
৪+৪=৮ (৬ষ্ঠ প্রকার)	৩+৩=৬(৫ম প্রকার)
গজানন ষড়ানন	হইল কুমার।

সপ্তাক্ষরী গণ।—

কাঁদে রাণী মেনকা, চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে, নারদ মুনি হাসে॥

ছাত্রগণের শিক্ষার্থে গণ স্থির করিবার জন্য নানাপ্রকার উদাহরণের একদেশ দেখান গেল। এইরূপ আরও অনেকপ্রকার হইতে পারে।

"যোগ করে দুটী পুত্র লয়ে তার পর
পাতিত পূর্ব্ব পীঠে, বসে পুরহর॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক, অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্ত মুখ, পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে, বদন হোলো বার।
গুটি গুটি দুটী হাতে, যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখ, পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই, হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখে দেখে পদ্মাবতী, বসে এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া, মন্দ মন্দ হাসে॥
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায়, হস্ত দিয়া নাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন, রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥" রামেশ্বর।

"গৃহস্থ গরীব যার, সাতগেটে ট্যানা।
সোহাগে মাগীর কাণে, কাঁটি কড়ী সোনা॥"

"কেবল আশার আশা, মনে করি সার।
কাটায় সুদীর্ঘ নিশা, ভাবিয়া অসার॥
আশাসঙ্গে যত সঙ্গ, হয় সঙ্গোপনে।
ততই আশায় প্রীতি, বাড়ে মনে মনে॥
আশার মহিমা সীমা, কি কব কথায়।
একা সবাকার মন, সমান যোগায়॥" ম. মো ত.

"অরুণের রঙ্গ দেয়, অধর বঙ্কিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি, হাস্যের ভঙ্গিমা॥
বসন কাঁচুলী সাড়ী, বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ, চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর, শিখিবার আশে।
ঝাকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈতে, শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাকে ঝাঁকে ভ্রমর, ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখে, শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে, খঞ্জন খঞ্জনী॥
নিরুপম সেরূপ, কিরূপ কব আমি।
যেরূপ হেরিয়া, কাম রিপু হন কামী॥" অ. ম.

১৮১। কতকগুলি পদের প্রকৃতি বা প্রত্যয় বিকৃত করিয়া তাহার কোমলতা-সম্পাদনপূর্ব্বক পদ্যে ব্যবহার করা যায়। পদ্যে ব্যবহৃত হইলে সেগুলি চ্যুতসংস্কৃতি দোষ বলিয়া গণ্য হয়। যথা—

প্রকৃত পদ	বিকৃত পদ	প্রকৃত পদ	বিকৃত পদ
জন্ম	জনম	অদ্ভুত	অদভুত
ত্রাস	তরাস	গর্জ্জন	গরজন
ধর্ম্ম	ধরম	দর্শন	দরশন
প্রাণ	পরাণ	নির্দ্দয়	নিরদয়
প্রীতি	পীরিতি	প্রকাশ	পরকাশ
ভক্তি	ভকতি	প্রমাদ	পরমাদ
মগ্ন	মগন	প্রসাদ	পরসাদ
বর্ণ	বরণ	বিমর্ষ	বিমরিষ
বর্ষা	বরষা	প্রবাস	পরবাস
যত্ন	যতন	নির্ম্মাণ	নিরমাণ
রত্ন	রতন	নির্ম্মল	নিরমল
স্বপ্ন	স্বপন	বর্ষণ	বরিষণ
হর্ষ	হরিষ	ইত্যাদি।	

এখানে দ্ব্যক্ষরীগণ ত্র্যক্ষরী গণ করা হইয়াছে। এ খানে ত্র্যক্ষরীগণ চতুরক্ষরী গণ করা হইয়াছে।

সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণবিলোপী বিকৃতপদ যথা—

উচ্চ	উচ	চিত্ত	চিত
উচ্ছলে	উছলে	নিষ্ঠুর	নিঠুর
উদ্ধার	উধার	স্পর্শ	পরশ ইত্যাদি।

সমসংখ্যক বর্ণে পরিবর্ত্তিত অসদৃশ পদ যথা—

মধ্যে	মাঝে	অমৃত	অমিয়
যুধ	যুঝে	উত্তাল	উথলে

বদন	বয়ান	নির্দ্দয়	নিদয়
প্রয়াণ	পয়াণ	নিরীক্ষিয়া	নিরখিয়া
বিহীন	বিহন		ইত্যাদি

অসমান ও অসদৃশ অক্ষরে পরিবর্ত্তিত পদ যথা—

উদ্গার	উগার	ধ্যান	ধেয়ান
কত	কতি, কতেক	প্রবেশ	পশ
খ্যাতি	খেয়াতি	যত	যতেক
ত্যাগ	তেয়াগ	হৃদয়	হিয়া
দ্বার	দুয়ার	জ্ঞান	গেয়ান ইত্যাদি

ক্রিয়াগত মধ্যবর্ণবিলোপী বিকৃত পদ যথা—

কহেন	কন	রহিব	রব
কহিব	কব	লইব	লব
যাইব	যাব	সহিব	সব ইত্যাদি

১৮২। সংস্কৃত ধাতুর উপরে বাঙ্গালা ইয়া-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়া পদ্যে ব্যবহৃত হয়। যথা—

কম্পিয়া, কুপিয়া, ভুষিয়া, পুষিয়া, প্রণমিয়া, বঞ্চিয়া, বর্জ্জিয়া, বিলপিয়া, ভৎর্সিয়া, রুষিয়া, লভিয়া, শুনিয়া ইত্যাদি। এরূপ ক্রিয়া গদ্যে চলিত নহে।

নাম ধাতুর প্রয়োগও ভূরি ভূরি দেখা যায়। যথা—

ইচ্ছে, উত্তরিয়া, টঙ্কারিয়া, তেয়াগিয়া, নমস্কারিয়া বিস্তারিয়া, বিশেষিয়া, কুকতিয়া, রঙ্গিয়া, সঙ্গিয়া ইত্যাদি।

১৮৩। শ্রুতিকটু পরিহারজন্য স্থলবিশেষে পদ্যে ব্যাকরণের, অভিধানের, অলঙ্কারের ও ছন্দের লক্ষণ-শাসন লঙ্ঘিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেগুলি সহৃদয়-জন-সম্মত নহে। ওরূপ স্থলে অশক্তিকৃত পদ্য বলা রীতি আছে। যথা—

বর্গের প্রথম বর্ণের সহিত দ্বিতীয়ের, তৃতীয় বর্ণের সহিত চতুর্থের, এবং এক বর্ণের পঞ্চম বর্ণ অন্যবর্ণের পঞ্চম বর্ণের সহিত মিলন অধম মিলন বলিয়া গণ্য ও অশক্তি-কৃত বলিতে হইবে।

কিন্তু স্থানবিশেষে অজন্তবর্ণ হলন্ত, হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ ও দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব রূপে উচ্চরিত হইয়া থাকে। এবং বর্গ্য জ অন্তঃস্থ য বর্ণের সহিত, শ ষ স এই বর্ণত্রয়ের একটী অপর দুইটীর সহিত এবং খ=ক্ষ, রি=ঋ, ণ=ন তুল্য-বর্ণ বলিয়া গণ্য হয়। যথা—

"সবে হেরি যত্নবান্, ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান।
সকল বাঁটিয়া লও, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ।
সাবধান যেন কেহ, না হয় বঞ্চিৎ॥"

উচ্চারণ-সাম্যে যে মিল, তাহার নাম অধম মিলন। যথা
"যার বুদ্ধি পরিপক্ক, বুঝিয়া সে বলে বাক্য।
যদি হয় গণ্য, ধনেতে সম্পন্ন, গরবে না হয় শক্য॥
ধরয়ে ধৈর্য্য অক্ষয্য, নহে কভু নিরলজ্জ।
দ্বারেতে আবদ্ধ, ছলে নহে মুগ্ধ, ধূর্ত্ত সঙ্গ করে ত্যাজ্য॥
লইয়া তাহারে সাথ, চলিলা তবে পশ্চাৎ।
গণি পরমাদ, নাহি করে সাধ, সাধিতে এবে সে বাদ॥
পরে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি, ধীরে ধরি কর তারি;
বলে বিধি বাম, মোর ধন মান, সকলি হরিল চক্রী॥

মোর যত মিত্রগণ, সবে হয় নরাধম।
একা তুমি গতি, তুমি মোর শক্তি, তুমি জান মোর মর্ম্ম॥
তারা সবে করে তর্ক, যদি কহে দীন বাক্য।
মম দুখে খিন্ন, হয়ে দয়াপূর্ণ, কে করিবে মোরে লক্ষ্য॥
কেমনে করি হে সহ্য, মনে যে মানে না ধৈর্য্য।
হা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, দেখ মোর কষ্ট, মস্তকে পড়িল বজ্র॥

মিলন তিনপ্রকার ১ম, উত্তম, ২য়, মধ্যম, ৩য়, সামান্য। স্বরবর্ণে স্বরের ও হলবর্ণের সহিত হলের মিলন আবশ্যক। উত্তম=সমান বর্ণত্রয়। যথা উপান্ত্য স্বর ও অন্ত্যস্বরযুক্ত হল বর্ণ ।।।, মধ্যম=অন্ত্য ও উপান্ত্য বর্ণদ্বয় ।। অথবা ।।; সামান্য=কেবল শেষস্থিত একমাত্র অক্ষরের মিলন।

ভঙ্গ পয়ার।

১৮৪। ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণ দ্বিতীয় চরণস্থলে পুনরাবৃত্তি করা যায়। তদনুসারে এই দুই চরণ আট আট অক্ষরে সম্বদ্ধ; তৃতীয় চরণে আট অক্ষর, এবং চতুর্থ চরণে ছয় অক্ষর দেখা গিয়া থাকে। যথা—

"পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে, সেই লয়ে যায়॥
দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ, দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ॥
শুনি সভাজন কয়, শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর, মানুষ ত নয়॥" বি. সু.

ত্রিপদী ছন্দঃ। (*Triplet.*)

১৮৫। এই ছন্দের প্রথমার্দ্ধে তিন চরণ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে তিন চরণ থাকে। তদনুসারে ইহার ছয় স্থানে যতি পতিত হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, এই চারি এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ এই দুই চরণ সমসংখ্যক অক্ষরে রচিত হয়। প্রথমার্দ্ধে প্রথম চরণস্থ শেষ বর্ণ, দ্বিতীয় চরণস্থ শেষ বর্ণের সহিত মিলে; দ্বিতীয়ার্দ্ধেও এইরূপ। প্রথমার্দ্ধের শেষ চরণস্থ অক্ষর, দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ চরণের অক্ষরের সহিত মিল হয়। এই দুই চরণে অন্য চারি চরণ অপেক্ষা অধিক অক্ষর থাকে।

ইহা লঘু ও দীর্ঘ-ভেদে দুইপ্রকার।

লঘু ত্রিপদী ছন্দঃ। (*Short triplet.*)

১৮৬। লঘু ত্রিপদীতে সমুদায়ে চল্লিশটী অক্ষর থাকে। পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ছয়টী ছয়টী, ও শেষ চরণে আটটী আটটী অক্ষর দেখা যায়। যথা—

"থাক থাক থাক, কাটাইব নাক, আগেতে রাজারে কহি।
ন,ভা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি॥"

"বদন-মণ্ডল, চাঁদ নিরমল, ঈষদ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে, যেন কুতূহলে, ভ্রমর-পাঁতির দেখা॥
নয়নের ভূণে, আছে কত গুণে, মদন-মোহন ইষু।
চাঁচর কুন্তলে, মালতীর মালে, ভ্রময়ে ভ্রমর-শিশু॥" বি সু.

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দঃ । (*Long triplet.*)

১৮৭। দীর্ঘ ত্রিপদীতে সর্ব্বসমেত বায়ান্নটী অক্ষর থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আটটী আটটী ও শেষার্দ্ধে দশটী দশটী অক্ষর দেখা যায়। লঘু ত্রিপদীর সহিত দীর্ঘ ত্রিপদীর এইমাত্র প্রভেদ। যথা—

"কালিয় দহের জলে, কুমারী কমলদলে,
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী বালা, মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা,
শশিমুখী খঞ্জননয়না॥"

"ছিল যেই সরসিজে, সরোজ খাইল গজে,
অলিগণ উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি ত বৈদেশি সাধু, তুমি অকলঙ্ক বিধু,
ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে॥" ক. ক. চ.

তরল ত্রিপদী।

১৮৮। তরল ত্রিপদীতে বিয়াল্লিশটী অক্ষর থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ছয়টী ছয়টী অক্ষর ও শেষ চরণে নয়টী নয়টী অক্ষর থাকে। যথা—

"কহিতে কহিতে, দেখিতে দেখিতে,
অশ্ব প্রবেশিল তায় রে।
সুখ সমুদয়, হইল উদয়,
কহিব কি তায় কায় রে॥" বা দ.

ভঙ্গ ত্রিপদী।

১৮৯। এই ছন্দঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। সেই পাঁচ ভাগে পাঁচটী যতি পতিত হয়। এই ত্রিপদীর প্রথমার্দ্ধ দুই যতিতে সংপূর্ণ এবং শেষ বর্ণে মিলে। অপরার্দ্ধ সাধারণ ত্রিপদীর উত্তরার্দ্ধের ন্যায়; বিশেষের মধ্যে এই যে, ইহার শেষাংশ প্রথমার্দ্ধের উভয় চরণের সহিত অক্ষর-সঙ্খ্যায় ও শেষ বর্ণে ঠিক মিলিয়া যায়।

ইহাও লঘু ও দীর্ঘ-ভেদে দুইপ্রকার।

লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী।

১৯০। এই ত্রিপদীতে সর্ব্বসমেত ছত্রিশটী অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে পূর্ব্বার্দ্ধ আট আট অক্ষরে সম্পূর্ণ; এবং উত্তরার্দ্ধ লঘু ত্রিপদীর ন্যায়, বিশেষ এই যে, শেষাংশের শেষ বর্ণ পূর্ব্বার্দ্ধের উভয় চরণের শেষ বর্ণের সহিত মিলিয়া যায়। যথা—

"সুন্দর হাসি আকুল, মালী সকলের মূল।
বিদ্যার মাশাশ, মোর আইশাশ,
পড়ি দিয়াছিল ফুল॥" বি. সু.

"ওরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু।
কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে,
ধর্ম্মের বান্ধন সেতু॥" বি. সু.

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদী ।

১৯১ । ইহাতে লঘু ভঙ্গ ত্রিপদীর অপেক্ষা প্রতিচরণে দুইটী করিয়া অক্ষর অধিক থাকে । আর আর সমুদায় সমান । যথা—

"অরুণ-উদয়ে তারাগণ, একে একে অদৃশ্য যেমন ।
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন ॥" প. উ.

চতুষ্পদী বা চৌপদী ।

১৯২ । চৌপদীর প্রথমার্দ্ধে চারি পদ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে চারি পদ থাকে ; তদনুসারে ইহার আট স্থানে যতি পতিত হয় । ইহার প্রথমার্দ্ধের প্রথম তিন চরণ অক্ষর-সংখ্যায় ও মিত্র বর্ণে পরস্পর সমান ; দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম তিন চরণও অক্ষর-সংখ্যাদিতে সমান, এবং চতুর্থ ও অষ্টম পদ অক্ষর-সংখ্যায় ও মিত্র বর্ণে একরূপ ।

ইহাও দীর্ঘ ও লঘু-ভেদে দুইপ্রকার ।

দীর্ঘ চৌপদী ।

১৯৩ । দীর্ঘ চৌপদীর চতুর্থ ও অষ্টম পদ ব্যতীত সকল পদে আট আট বা তদপেক্ষা অধিক অক্ষর দেখা যায় । চতুর্থ ও অষ্টম পদে অন্যান্য পদ অপেক্ষা এক বা দুই অক্ষর ন্যূন থাকে । যথা—

"কপাল-লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে, হইল প্রণয় করি রে।
দোঁহার আধ আধ আধ শশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে॥
এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল, এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তূরী রে।
ভারত কবি গুণাকর রায়, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমভকতি চায়,
হরগৌরী বিয়া হৈল সায়, সবে বল হরি হরি রে॥" অ. ম.

"তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি,
রহে যেন রীতি নীতি, নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো, আর দিকে নাহি চেয়ো,
সদা একভাবে চেয়ো, এই রাধিকায়॥" বি স্‌.

লঘু চৌপদী।

১৯৪। লঘু চৌপদীর চতুর্থ ও অষ্টম পদ ব্যতীত আর সকল চরণেই ছয়টী ছয়টী অক্ষর থাকে। উক্ত দুই চরণে পাঁচ পাঁচ অক্ষর দেখা যায়। যথা—

"আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়ে ছাই,
ভজি উহারে।
যোগিনী হইয়া, উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া,
সাগর-পারে॥" বি. সু.

"কি মেরুশিখর, কিবা বিধুবর, বিবেচনা কর,
কি তরুতলে।
শিখরী অচল, এ দেখি সচল, শশাঙ্ক সমল,
সকলে বলে॥

কেহ কেহ হাসি, মনে মনে হাসি, সৌদামিনী রাশি,
এমনি হবে।
আর জন কহে, যে কহ সে নহে, সৌদামিনী রহে,
স্থিরতা কবে ॥" ক. বি. সু.

১৯৫। লঘু চতুষ্পদীর পূর্ব্ব চরণে 'জয়' শব্দ বৃদ্ধি দ্বারা দুই অক্ষর বৃদ্ধি ও শেষ চরণে দুই অক্ষর ন্যূনও দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক ভাগের প্রথম তিন পদে পাঁচ পাঁচ অক্ষর থাকে। যথা—

"জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস দানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন, কুঞ্জকানন রঞ্জন ॥"অ.ম.

শেষ পদে তিন-অক্ষর-হীন লঘু চৌপদী যথা—

"কুসুমের ভার, রাখে চারি ধার, কি কহিব তার শোভা।
যুবক যুবতী, পুলক মূরতি, রতিপতি মতি লোভা ॥ বা.ব.

মালঝাঁপ।

১৯৬। মালঝাঁপের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণ চারি চারি অক্ষরে সম্বদ্ধ ও পরস্পর মিত্রাক্ষর। অবশিষ্ট দুই চরণে দুই বা তিন বর্ণ থাকে ও মিলে। যথা—

"কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে।
প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে ॥
মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, শশহীন শশী।
আস্যবর, হাস্যোদর, বিম্বাধর রাশি ॥

নাসা তুল, তিল ফুল, চিন্তাকুল ঈশ।
বাক্য সৃষ্টি, সুধা বৃষ্টি, লোল দৃষ্টি বিষ॥
দন্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দকলি মাঝে।
ভুরু অণু, কাম ধনু, হেমতনু সাজে॥" ক. বি. সু.

একাবলী ছন্দঃ।

১৯৭। এই ছন্দঃ পয়ার অপেক্ষা ন্যূনাক্ষরে রচিত হইয়া থাকে। ইহার প্রথম যতি প্রায় ছয় অক্ষরের পরে পতিত হয়। কদাচিৎ সপ্তম অক্ষরেও দেখা গিয়া থাকে।

তিন অক্ষর ন্যূন হইলে একাদশ-অক্ষরাবৃত্তি একাবলী, দুই অক্ষর ন্যূন হইলে দ্বাদশ-অক্ষরাবৃত্তি একাবলী, এবং এক অক্ষর ন্যূন হইলে ত্রয়োদশ-অক্ষরাবৃত্তি একাবলী, কহে।

একাদশ-অক্ষরাবৃত্তি একাবলী যথা—

"ছাড় আই বলা, জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া, আগায় জল॥
বড়র পিরীতি, বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ী, ক্ষণেকে চাঁদ॥" বি. সু.

দ্বাদশ-অক্ষরাবৃত্তি একাবলী যথা—

"নয়ন-যুগলে সলিল গলিত।
কনক-মুকুরে মুকুতা খচিত॥" ক. বি. সু.

ত্রয়োদশ-অক্ষরাবৃত্তি একাবলী যথা—

"অয়ি সুবদনি, কেন রহ গরবে।
এ নব যৌবন, কদিন বল রবে॥"—বন্ধু

ললিত ছন্দঃ ।

১৯৮। এই ছন্দের আট স্থানে যতি পতিত হয়, তদনুসারে ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে চারি চরণ ও অপরার্দ্ধে চারি চরণ থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণ অক্ষর-সংখ্যায় ঠিক এক দেখা যায়। পূর্ব্বার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধের প্রথম, ও দ্বিতীয় চরণের শেষাক্ষরের মিল দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক তৃতীয় চরণ পূর্ব্ব দুই চরণের সহিত প্রায়ই মিলে না, কখনও বা মিলে। পূর্ব্বার্দ্ধের শেষ চরণের সহিত অপরার্দ্ধের শেষ চরণ অক্ষর-সংখ্যায় ও মিত্রাক্ষরে অবিকল মিলিয়া থাকে। শেষ চরণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব চরণ অপেক্ষা এক এক অক্ষর ন্যূন থাকে।

ইহাও দীর্ঘ ও লঘু-ভেদে দুইপ্রকার।

দীর্ঘ ললিত ছন্দঃ ।

১৯৯। ইহার অন্যান্য চরণ আট আট অক্ষরে, কেবল চতুর্থ ও অষ্টম চরণ সাত সাত অক্ষরে, সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। যথা—

"বিধু তো কলঙ্কী বলে, কলঙ্ক ধরেছে গলে,
আমি মলে তার আর, কি অধিক পুষিবে।
ভুজঙ্গের সঙ্গে থাকা, অঙ্গে তার বিষ মাখা,
সে চন্দনে দেলে দেহ, কেবা তারে রুষিবে॥

নিজে কাম দগ্ধকায়, আমারে দহিতে চায়,
এ সহজ দোষে তার, কেবা তারে দুষিবে।
জগৎপ্রাণ নাম ধরে, প্রাণে যদি মার মোরে,
তব এ কলঙ্ক বায়ু, কেবা নাহি ঘুষিবে॥” গী. র.

“শুন সুবদনি ওহে, ঝটিতি প্রবিশ গৃহে,
বাহিরে ক্ষণেক আর, থেকো না লো থেকো না।
গ্রহণের কাল পেয়ে, রাহু আসিতেছে ধেয়ে,
উহা পানে ধনি চেয়ে, দেখো না লো দেখো না॥
ও তো নিজে মূর্খ রাহু, পসারি আসিছে বাহু,
কাজ কি উহার ভয়, রেখো না লো রেখো না।
হেরি তব মুখশশী, পাছে কি গ্রাসিবে আসি,
অনর্থ পরের দায়ে, ঠেকো না লো ঠেকো না॥” র. ত.

লঘু ললিত ছন্দঃ।

২০০। এই ছন্দের পূর্ব্ব পূর্ব্ব চরণে ছয় ছয় অক্ষর ও শেষ চরণে পাঁচ পাঁচ অক্ষর থাকে। যথা—

“হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতী,
শশধর ভাতি, চুরি করিল।
কিংবা সুবদনী, কনক-বরণী,
নলিনীর শোভা, হেলে হরিল॥
নহিলে বল না, কেন সে ললনা,
করিয়া ছলনা, মুখ ঢাকিল॥
চুরি করা ধন, বলিয়া তখন,
বদনে বসন, বুঝি ঝাঁপিল॥” র. ত.

লঘু ললিত ছন্দে তৃতীয় ও সপ্তম পদ যখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পদদ্বয়ের সহিত মিত্রাক্ষর না হয়, তখনই এই ছন্দঃ হয়। আর যখন মিত্রাক্ষর হয়, তখন লঘু চৌপদীই বলা উচিত।

কুসুমমালিকা ছন্দঃ।

২০১। এই ছন্দে পয়ার অপেক্ষা দুই অক্ষর অধিক থাকে; তদনুসারে ইহার প্রত্যেক অষ্টম অক্ষরে যতি পতিত হয়। এবং সকল চরণের শেষ অক্ষরের সহিত মিল দেখা যায়। যথা—

"যত ফুটিছে নলিন, কত ছুটিছে অলিন।
মধু লুঠিছে বলিন, পরে উঠিছে পুলিন॥
তাহে জুটিছে সমীর, যেন ফুটিছে শরীর।
কাম ছুটিছে কি তীর, মান টুটিছে নারীর॥
পিক করে কুহু কুহু, নৃপ করে উহু উহু।
বায়ু বহে হুহুহুহু, দেহ দহে মুহুর্মুহু॥" বা দ.

মালতী ছন্দঃ।

২০২। মালতী ছন্দে পয়ার অপেক্ষা এক অক্ষর অধিক থাকে। এই অক্ষর শেষে সম্বোধনসূচক বর্ণে কিংবা নঞর্থক "না" এই বর্ণে রচিত হয়। যথা—

"আহামরি কিবা ভাগ্য, অন্য সবাকার লো।
কত শত পরে ভূষা, বাজু বালা হার লো।
এমনি কি পোড়া দশা, সুধুই আমার লো।
অলিগুলা যে করে অধর রাখা ভার লো॥" র. ভ.

"রমণী-জনম যেন, আর কেহ লয় না।
তথাপিও যেন কেহ, কুলবধূ হয় না॥
যদি কুলবধূ হয়, প্রেম যেন করে না।
যদি করে যেন পরাধীনা হয়ে মরে না॥" র. ভ.

তূণক ছন্দঃ।

২০৩। তূণক একপ্রকার অতিলঘু চৌপদী। ইহাতে সর্ব্বসমেত ত্রিংশটী অক্ষর থাকে। ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণ চারি চারি অক্ষরে সম্বদ্ধ। ইহার প্রথমার্দ্ধে প্রথমের সহিত দ্বিতীয়ের, এবং শেষার্দ্ধে প্রথমের সহিত দ্বিতীয় চরণের, শেষ বর্ণের মিল দেখা যায়। চতুর্থ ও অষ্টম চরণ তিন তিন অক্ষরে মিত্র বর্ণে একরূপ হইয়া থাকে।

এই ছন্দে পর্য্যায়ক্রমে দীর্ঘ ও লঘু হইয়া থাকে।

যথা—"রাজা খণ্ড, লণ্ড ভণ্ড, বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হূল থূল, কূল কূল, ব্রহ্ম ডিম্ব ফূটিছে॥
মৈল দক্ষ, ভূত যক্ষ, সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের, তূণকের, ছন্দ বন্ধ বাড়িছে॥" অ. ম.

দিগক্ষরাবৃত্তি।

২০৪। এই ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধে দশটী ও শেষার্দ্ধে দশটী অক্ষর থাকে। যথা—

"ভেকে যেন ধরে বিষধর।
মৃগপতি যেন করিবর॥

যেন ধরে মর্কটী মক্ষিকা।
ওতু যেন ধরয়ে মূষিকা॥
চিলে যেন ছুঁয়ে লয় মীন।
আমি তোর সুহৃদ সতীন॥
লাজ ভয় নাহি তোর চেঁটী।
কেন না মরিলি খেয়ে মাটি॥" ক. ক. চ.

তরল পয়ার।

২০৫। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণস্থ প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় পদ চারি চারি বর্ণে ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে সম্বদ্ধ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ছয় ছয় অক্ষরে ও মিত্র বর্ণে রচিত। যথা—

বিনা সুত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্প-হার।
কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার॥
পদ্ম সঙ্গে, গাঁথে রঙ্গে, স্থলপদ্ম ভালো।
মাঝে মাঝে, গন্ধরাজে, আরো করে আলো॥
সম ভাগ, গাঁথে নাগ-কেশর ধাতকী।
সর্ব্ব শেষ, গাঁথে বেশ, কুসুম কেতকী॥
ভুলা নাই, কোন ঠাঁই, এ কি অসম্ভব।
দৃষ্টিমাত্র, কাঁপে গাত্র, জন্মে মনোভব॥" ক বি. সু.

রঙ্গিল পয়ার।

২০৬। এই পয়ারে সর্ব্বসমেত ত্রিশটী অক্ষর থাকে। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে আটটী আটটী অক্ষর থাকে এবং তাহার পরে যতি

পড়ে; দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে সাতটী সাতটী অক্ষর থাকে। যথা—

"পরের পাইলে দোষ, কোন মতে ছাড় না।
আপন কুনীতি প্রতি, নাহি মাত্র তাড়না॥
আত্মছিদ্রে যাও নিদ্রে, শাস্তি কথা পাড় না।
বিবেক-ঔষধ কভু, চিন্তাখলে মাড় না॥" প্র. ক.

মালতী ছন্দের সহিত রঙ্গিল পয়ারের প্রভেদ এই যে, মাল-তীতে পাদদ্বয়ের শেষ বর্ণ হে, লো, না, বে প্রভৃতি স্বতন্ত্র বর্ণ প্রযুক্ত হয়, কিন্তু রঙ্গিল পয়ারের শেষ বর্ণ পূর্ব্ব বর্ণের সহিত সংযোগী থাকে। যথা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে "তাড়না" এবং অন্যত্র "ধ ইছে" ইত্যাদি।

হীনপদ ত্রিপদী।

২০৭। এই ত্রিপদীতে চারিটী চরণ থাকে। এবং প্রত্যেক চরণের শেষে যতি পতিত হয়। এই ত্রিপদীর পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথম দুই পদ থাকে না, কেবল শেষ পদটী থাকে। উত্তরার্দ্ধ অবিকল ত্রিপদীর ন্যায় মিলিয়া যায়। ইহাও দীর্ঘ ও লঘু ভেদে দুইপ্রকার।

দীর্ঘ যথা—"হর হর মম দুঃখ হর।
হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ,
হিমকরশেখর শঙ্কর॥" অ. ম.

লঘু যথা—"উর লক্ষ্মি কর দয়া।
ব্রহ্মার জননী, বিষ্ণুর ঘরণী,
কমলা কমলালয়া॥" অ. ম.

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

২০৮। এই ছন্দঃ অধুনা পয়ারের ন্যায় রচিত হইয়াছে। বিশেষের মধ্যে এই যে, ইহার কোন চরণের শেষ বর্ণের সহিত অন্য চরণের শেষ বর্ণের ঐক্য দেখা যায় না। এই নিমিত্ত ইহাকে অমিত্রাক্ষর বলে।

"শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তার? শুনিলে হাসিবে!
হে সুহাসি! নাহি জ্ঞান; না জানি কি লিখি।

"ফাটিত এ পোড়া প্রাণ, হেরি তারাদলে।
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে,
রোহিণীর স্বর্ণ-কান্তি! ভ্রান্তিমদে মাতি
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে।
প্রফুল্ল কুমুদ হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে; আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায়! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে," বী. অ.

২০৯। বঙ্গভাষায় গীত সকলও পদ্যে রচিত। সমুদায় ছন্দেই প্রায় গীত গ্রথিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার অক্ষর-সংখ্যার একতা দেখা যায় না। সুতরাং গীতে কখন অধিক কখন বা অপেক্ষাকৃত অল্প অক্ষর

দেখা যায়। কখন কখন হ্রস্ব বর্ণকেও দীর্ঘ, দীর্ঘ বর্ণকেও হ্রস্ব করিতে হয়। গীতাদিতে অক্ষরের ন্যূনাধিক্য ও লঘু গুরুর ব্যতিক্রম ও চরণ-সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি কেবল সুরের অনুরোধেই ঘটিয়া থাকে, নতুবা আর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

"আমারে ছাড়িও না, ভবানি,
সুশীলা হইয়া, শিলায় জন্মিয়া,
হিমালয়-হিয়া হইও না॥
এ বার পাঁথারে, ফেলিয়া আমারে,
দোষ বারে বারে লইও না॥
শিশুগণ মিলা, যেন খেলা দিলা,
তেমন এ খানে খেলিও না॥
তব মায়া-ছাঁদে, বিশ্ব পড়ি কাঁদে,
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না॥" ধ্রু। অ. ম.

"নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে॥ ধ্রু।" বি. সু.

"মালিনী আনিল ফুলের ভার, আনন্দ নন্দন বনের সার,
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার, সহায় হইল কালিকা।
কুসুম-আকর কিঙ্কর তায়, মলয় পবন গুণ যোগায়,
ভ্রমর ভ্রমরী গুণগুণায়, ভুলিবে ভূপতিবালিকা॥" বি. সু.

সংস্কৃতানুযায়ী ছন্দঃ

লঘু গুরু নির্ণয়।

২১০। হ্রস্ব স্বর ও হ্রস্ব-স্বর-যুক্ত বর্ণকে লঘু, এবং দীর্ঘ স্বর, দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ, অনুস্বার ও বিসর্গ-যুক্ত বর্ণকে দীর্ঘ কহা যায়। এবং স্থলবিশেষে কখন কখন চরণের অন্ত্য বর্ণও গুরু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

সচরাচর হ্রস্ব স্বরকে একমাত্রা, ও দীর্ঘ স্বরকে দ্বিমাত্রা বলিয়া গণনা করিয়া থাকে।

মাত্রাবৃত্তি।

পজ্ঝটিকা ছন্দঃ।

২১১। এই ছন্দঃ বঙ্গ ভাষায় দ্বাত্রিংশৎ মাত্রায় দুই চরণে সম্বদ্ধ। হলবর্ণ-সংখ্যার নিয়ম নাই।

যথা—"শশিশেখর শিব শম্ভু শিবেশ।
কমলাকর কমলাহিতবেশ।
পঞ্চানন গরলাশন ভীম।
গোবর্দ্ধন-বন-বিঘটিত-সীম॥" বা. দ.

"শীতল ধরণীতল জলপাতে।
ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে॥" বা. দ.

বিধুমালা।

২১২। বিধুমালা দশমাত্রাযুক্ত। যথা—

"বিভু করুণা-নিধান, করিব তব গুণগান।
কিন্তু নাহিক শকতি, এ জন বিহীন-মতি ॥"

মাত্রাত্রিপদী।

২১৩। এই ত্রিপদী মধুমতী ও ভাবিনী ভেদে দুইপ্রকার।

মধুমতীর প্রথম ও দ্বিতীয় পদে আট আট মাত্রা। তৃতীয় পদে দ্বাদশ মাত্রা। শেষার্দ্ধের তিন পদের মাত্রাগুলিও ঠিক পূর্ব্বার্দ্ধের মত। যথা—

"ঝন ঝন কঙ্কণ, নূপুর রণ রণ,
ঘুনুঘুনু ঘুঙ্ঘুর বোলে।
লট পট কুন্তল, কুণ্ডল ঝলমল,
পুলকিত ললিত কপোলে ॥" বি. সু.

ভাবিনী মধুমতীর বিপরীত, অর্থাৎ ইহার প্রথম ও তৃতীয় পদে দ্বাদশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও পঞ্চম পদে আট মাত্রা যথা—

"আগত সরস বসন্তে, বিরহি-দুরন্তে, শোভিত বল্লরিজালে।
পরিমল মলয় সমীরে, কুঞ্জ কুটীরে, বহতি চ কোমলভাবে ॥"

মাত্রা-চতুষ্পদী।

২১৪। এই ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের চতুর্থ ও শেষার্দ্ধের চতুর্থ পদে ছয় ছয় মাত্রা। অবশিষ্ট সমস্ত পদে আট আট মাত্রা থাকে। যথা—

"চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি,
দুর্গবিঘাতিনি, দুখ্যন্তরে।
হে শিবমোহিনি, শুম্ভনিসূদনি,
দৈত্যবিঘাতিনি, দুঃখহরে॥" অ. ম.

আর্য্যা।

২১৫। এই ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পদে বার বার মাত্রা, দ্বিতীয় পদে অষ্টাদশ মাত্রা এবং চতুর্থ পদে পঞ্চদশ মাত্রা থাকে। যথা—

"বিকৃত নয়ন কদাকার, জন্মের ঠিকানা জানা ভার।
উলঙ্গের কিবা ধন, হরে নাহি বরযোগ্য কিছু গুণ॥"

বর্ণবৃত্ত। (*Litteral or syllabic metre.*)

গজগতি ছন্দঃ।

২১৬। গজগতি ছন্দঃ ষোলটী অক্ষরে রচিত হয়। এই ষোলটী অক্ষরের মধ্যে ষোলটী স্বর থাকা আবশ্যক। এই স্বর সকলের চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ ও ষোড়শ গুরু হওয়া উচিত। যথা—

"রবির না ইহ নরে। কহি নহি ধ্বনি করে॥
নৃপবরে করপুটে। স্তুতি করে দ্রুত উঠে॥
শুন শুন নৃপসুতা। মধুর-কোকিল-রুতা॥
যদি দিবে মন সঁপে। বর তবে মম নৃপে॥
যিনি নিশাকর যশে। কৃত ধনাধিপ বশে॥
ফণিপতি-প্রতিনিধি। বুঝি করেছিল বিধি॥
রিপুগণে নিশিদিনে। ভ্রমতি দূরিত বনে॥" বা. দ.

দ্রুতগতি ছন্দঃ।

২১৭। এই ছন্দঃ বিংশতি অক্ষরে নিবদ্ধ। সেই বিংশতি বর্ণ মধ্যে বিংশতি স্বর থাকা আবশ্যক। ইহার পঞ্চম, দশম, পঞ্চদশ ও বিংশ স্বর গুরু হওয়া উচিত। যথা—

"কনকছটা-জিনিবরণা। চমরশঠা-কচরচনা॥
ভণতি যথাগতিমতিনা। কবিমদনে দ্রুতগতিনা॥" ব। দ.

তোটক ছন্দঃ।

২১৮। বঙ্গ ভাষায় তোটক ছন্দে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর থাকে। এই চতুর্ব্বিংশতি বর্ণ মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি স্বর থাকা আবশ্যক। এই স্বর-সমূহের প্রত্যেক তৃতীয় স্বর (অর্থাৎ ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১২শ, ১৫শ, ১৮শ, ২১শ, ২৪শ,) গুরু হওয়া উচিত। যথা—

৩ ৬ ৯ ১২
"তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
১৫ ১৮ ২১ ২৪
ভয় না কর না কর না কর লো॥" বি. সু.

"প" এই অক্ষর সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ বলিয়া গুরুবর্ণরূপে ধরা গিয়াছে। পদ্যের শেষ বর্ণও কোন স্থলে গুরু বলিয়া গণ্য হয়।

"রমণীমণি নাগররাজ কবি।
রতিনাথ-বিনিন্দিত-চারুছবি॥"

ইহাও তোটক ছন্দের উদাহরণ।

ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দঃ।

২১৯। বঙ্গভাষায় ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দঃ চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে দুই চরণে সংপূর্ণ হয়। এই সকল অক্ষরের মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি স্বর থাকে। উভয়চরণস্থ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ লঘু; অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ গুরু হয়। যথা—

১　　৪　　৭　　১০
"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গম্ভীরে।
১　　৪　　৭　　১০
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥ ১
১　　৪　　৭　　১৩
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
১　　৪　　৭　　১০
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"২ অ. ম.

২ সস্বর-যুক্ত সংযুক্ত বর্ণ নিজে গুরু বলিয়া গণ্য হয় না, হ্রস্ব বলিয়াই পরিগণিত হয়। প্রথম কবিতার "দ্র" "ক্ষ", ও দ্বিতীয় কবিতার "প্র" দেখ।

অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

২২০। এই ছন্দঃ চারি চরণে ঘটিত; প্রত্যেক চরণে আট আট অক্ষর থাকে; ইহার সামান্যতঃ নিয়ম এই যে, চারি চরণেরই পঞ্চম অক্ষর লঘু ও ষষ্ঠ অক্ষর গুরু, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ লঘু হওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন কোন বিশেষ নিয়ম নাই। যথা—

"আইল নৃপবালিকা, বাজিল করতালিকা।
দোলত ফুলমালিকা, সা মনসিজনালিকা॥
মন্মথশিখিজ্বালিকা, স্থাণুমনবিচালিকা।
কামবিশিখপালিকা, মদনহৃদয়লালিকা॥" বা. দ.

রুচিরা ছন্দঃ।

২২১। এই ছন্দে চারি চরণ থাকে; প্রত্যেকে ১৩টী বর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, ও দ্বাদশ বর্ণ লঘু; অপর গুলি দীর্ঘ। প্রত্যেক চরণের চতুর্থ, নবম ও ত্রয়োদশ অক্ষরে যতি দিতে হইবেক।

এই ছন্দঃ কিঞ্চিৎ সত্বর হইয়া পড়িতে হইবেক। যুদ্ধ বা ভয় হেতু সম্ভ্রম-বর্ণন-কালে এই ছন্দঃ ব্যবহার করা উচিত। যথা—

"কুবাসনা খলহৃদয়ে সদা রহে,
মহাসুখী সুজনগণের পীড়নে।
প্রবঞ্চকে কখন করে কি ভাবনা,
অকারণে সরল মনে দিতে ব্যথা॥" ছ. কু.

ক্রৌঞ্চপদা ছন্দঃ।

২২২। ইহাতে চারি চরণ থাকে; প্রত্যেকে ২৫টী বর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম, দশম, ও পঞ্চবিংশ বর্ণ গুরু হইবেক। পঞ্চম, দশম, ও অষ্টাদশ অক্ষরে যতি পতিত হয়। যথা—

"নাগর কৃষ্ণে না কর নিন্দা তিনি নিখিল-
ভুবনপতি গতি চরমে,
ভক্তসমাজে পালনজন্যে জনম লভিল
নরবপু ধরি জগতে।
যাদৃশ ভাবে ভাবক ভাবে প্রণয় ভকতি
রিপু মতিযুত ভজনে,
তাদৃশ বেশে মাধব তারে হিতকর হয়
ভব-জলনিধিতরণে॥" ছ কু·

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গলায় সংস্কৃতানুযায়ী আরও কতিপয় ছন্দঃ আছে। সেগুলি অপ্রচলিত বলিয়া দেওয়া গেল না।

২২৩। ওজোগুণশালী ছন্দঃ বীর, বীভৎস, ভয়ানক ও রৌদ্র রসের প্রকৃত উপযোগী। মাধুর্য্যগুণশালী ছন্দঃ করুণ, শান্ত, ও আদ্য রসের অনুকূল। প্রসাদগুণশালী ছন্দঃ সাধারণ কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে ব্যবহার করা যায়।

অভিনব-রচিত বাঙ্গলা ছন্দঃ।

২২৪। পূর্ব্বোক্ত ছন্দঃ ভিন্ন বঙ্গভাষায় আরও অনেক প্রকার ছন্দঃ বিরচিত হইয়াছে ও হইতেছে। তন্মধ্যে কয়েকগুলির উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

পঞ্চপদী।

"যেমন খদ্যোত জ্বলে
বিরলে বিপিনতলে,
কুসুম তৃণের মাঝে
আত্মোষী আলোক সাজে
ভিজিয়া শিশিরনীরে আঁধার নিশায়।" হেন·

ষট্‌পদী।

"হারাইনু প্রমদায়, তৃষিতচাতকপ্রায়,
ধাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাজিল ;—
সুধাপান অভিলাষ, অভিলাষি থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার
প্রতিবিম্ব চিত্রপটে চিরাঙ্কিত রহিল।
হায়! কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।" হেম.

সপ্তপদী। *

"কোথায় লুকায়েছিল নিবিড় পাতায় ;
চকিত চঞ্চল আঁখি, না পাই দেখিতে পাখী,
আবার শুনিতে পাই, সঙ্গীত শুনায়,
মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল ?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ?
ডাক্‌ রে আবার ডাক, পরাণ জুড়ায়!" হেম.

অষ্টপদী। *

"অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই,
কে রমণী অই, পথে পথে গাই,
চলেছে মধুর কাকলী করে।
কিবা উষাকাল, দিবা দ্বিপ্রহর,
বীণা ধরে করে, ফিরে ঘরে ঘর,
পরাণে বাঁধিয়া মিলায়ে সুতান,
গায় উচ্চস্বরে সুললিত গান,
উতলা করিয়া কামিনী নরে।" হেম.

নবপদী।

"ছুঁও না ছুঁও না উটী লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ করে, এক ধারে আছে সরে,
ছুঁও না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
তরুলতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার,
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটী আছে কোথা।
আহা অই খানে থাক, দিও নাক ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেও না উহার কাছে, খাও মোর মাথা;
ছুঁও না ছুঁও না উটী লজ্জাবতী লতা।" হেম.

দশপদী।

"চকোরী সুধার লাগি উড়িল আকাশে,
সরোবরে কুমুদিনী,
দিবাভাগে বিরহিণী,
পতির মিলনে ধনী মন খুলি আসে।
হেরিয়া তনয়ানন,
বারিধি প্রফুল্লমন,
উথলে হৃদয়বারি যেতে পুত্রপাশে,
প্রিয়সখী-আগমনে,
ফুটল নিকুঞ্জবনে,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা দিক্ পূরি বাসে।"

একাদশপদী। *

"আজি এ ভারতে, হায়, কেন হাহা ধ্বনি!
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী।

তরঙ্গে তরঙ্গে নত, পদ্মমৃণালের মত,
  পড়িয়া পরের পায় লুঠায় ধরণী।
  আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি!
জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
  সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
  পূর্ণ গ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি!
বুদ্ধি বীর্য্য বাহু বলে, সুধন্য জগতীতলে,
  ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
  আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি!" হেম·

দ্বাদশপদী। *

"সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি;
  পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুল মন—
  অই মৃণালের মত হায় কি সকলি!
রাজা রাজমন্ত্রী লীলা, বলবীর্য্য স্রোতশীলা,
  সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি?
  অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি!
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তার,
  কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী?—
লতা, পশু, পক্ষী সম, মানবেরো পরাক্রম,
  জ্ঞান বুদ্ধি যত্নবলে বাঁধা কি শিকলি?—
  অই মৃণালের মত, হায় কি সকলি!"

ত্রয়োদশপদী। *

"তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী জননী,
  কোমল কুসুম আভা প্রফুল্লবদনী।

এত দিনে বুঝি সতী, ফিরিল কালের গতি,
হল্যে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি !
সভ্য জাতি মাঝে তুমি সভ্যতার খনি ।
হলো যবে মহীতলে, রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল করে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচিরযৌবনী ।
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে
শিল্পনীতি নৃত্যগীত চকিত অবনী—
তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী জননী ।
বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে ।” হেম.

চতুর্দ্দশপদী ।

যেও না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে,
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে ।—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !
বার মাস তিতি সতি ! নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি তোমায় আমি । কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটী দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে !
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্ণ দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী
'মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে, এ কর্ণকুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি । কহিলা কাতরে—
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী ।” চ প.ক.ব.

* এই চিহ্নিত কবিতাগুলিতে পদ শব্দের প্রকৃত অর্থ বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যাহাকে পদ বলিয়া আসা যাইতেছিল, এগুলিতে সে অর্থ থাকিতেছে না। দেখ, পঞ্চপদী, দশপদী ও চতুর্দ্দশপদী কবিতায় পদ শব্দে এক এক চরণ বুঝাইতেছে, কিন্তু তারাচিহ্নিত কবিতাগুলিতে এক এক পঙ্‌ক্তির নাম এক এক পদ দাঁড়াইয়াছে। এই ভ্রমটী সংশোধন করা অতীব কর্ত্তব্য।

চম্পক ছন্দঃ।

"দয়াময় তোমা বিনা আর কিছু চাই নে,
আর কিছু চাই নে।
তব নাম-সুধা বিনা আর কিছু খাই নে,
আর কিছু খাই নে॥
চিরকাল খেটে মরি নাহি পাই মাইনে,
নাহি পাই মাইনে।
বিনা মূলে কিনে লবে লিখেছ কি আইনে,
লিখেছ কি আইনে॥" প্র. ক.

বিশাখ চৌপদী ছন্দঃ।

"বালা হোয়ে জ্বালা সয়, কেমনে বাঁচিয়া রয়,
কারো মনে নাহি হয়, দয়া এক টুক গো,
দয়া এক টুক।
নিদয়-হৃদয় বিধি, এ তার কেমন বিধি,
দিয়ে হোরে নিল নিধি, হইয়া বিমুখ গো,
হইয়া বিমুখ॥" প্র ক.

বিশাখ পয়ার।

"স্বার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার ॥"　প. উ.

অভিনব ছন্দঃ ।

"ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে,
অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে ।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন পথে,
দাসেব এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি ;'
তবু মাগো আমি দুখী অতি ;
করি যদি কেকাধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর ভূচর জন্তু ; মরি, মা, শরমে !
ডালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগতজন বাখানে অধমে ।
বিবিধ কুসুমকেশে
সাজি মনোহর বেশে
বরেন বসুধাদেবী যবে ঋতুবরে,
কোকিল মঙ্গলধ্বনি করে । মা. ম স্থ দ.

দোষ-পরিচ্ছেদ।

দোষ-বিচার। (*Criticism.*)

২২৫। যে খানে মুখ্য শব্দার্থ ও রসাদির অপকর্ষ দেখা যায়, তথায় দোষ বলে। ইহা প্রধানতঃ শব্দগত, অর্থগত, রসগত, অলঙ্কারগত ও ছন্দোগত ভেদে পাঁচপ্রকার।

শব্দদোষ। (*Faults affecting the words.*)

২২৬। শ্রুতিকটুতা, চ্যুতসংস্কৃতি, অপ্রযুক্ততা, অসমর্থতা, নিরর্থকতা, অবাচকতা, অশ্লীলতা, নিহতার্থতা, ক্লিষ্টতা, প্রতিকূলবর্ণতা অনবীকৃততা, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা, ন্যূনপদতা, অধিকপদতা, ও সমাপ্তপুনরাত্ততা প্রভৃতি দোষ-ভেদে শব্দদোষ নানাপ্রকার।

শ্রুতিকটুতা। (*Unmelodiousness*)

২২৭। যে খানে শব্দ সকল শ্রুতিসুখাবহ না হয়, তথায় শ্রুতিকটুতা-নামক দোষ কহে। যথা

"যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্ম্মিরাঘাতে।" মে না

"ক্ষমাদেশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা।" ছুছুন্দরী.

'ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিতি।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিতি॥
ঞংকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞংকার।
ঞংকার করিয়া এস ঞংকারে আমার॥

টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিট্‌কার॥
ঠাকুরাণী ঠেকাইলা একি ঠকঠকে।
ঠেঁটায় করিল ঠেঁটা ঠক ঠেকল ঠকে॥
ডাকিনী ডমরু ডম্ফে ডাকিয়া ডগর।
ডামর বিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর॥
ঢক্কনাশা ঢাক-ঢোল ঢেমসাবাদিনী।
ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিনী॥

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরের মশানে কালী-স্তুতিতে দেখ। এ বিষয়টী বীর, বীভৎস বা রৌদ্ররস নহে, করুণ রস, কিন্তু বীর রসাদির ন্যায় বর্ণরচনা হইয়াছে বলিয়া শ্রুতিকটু দোষ হইল, এবং প্রতিকূলবর্ণও ঘটিল। করুণরসব্যঞ্জক বর্ণ দেখ।

শ্রুতিকটুতা—সন্ধিকষ্টতা।

"ভূবির্ভূর্বা পর্ব্বা পর্য্যধোধশ্চাবি শ্রেণীর শাখা প্রশাখা।"
এখানে বিচ্ছেদ করাই উচিত।

চ্যুতসংস্কৃতি। (*Solecism.*)

২২৮। যে খানে ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দ দেখা যায়, তথায় চ্যুতসংস্কৃতি কহে। যথা—

"শুনি স্বপ্ন-দেবী হাসি—শশী যেন হাসে—
কহিলা শ্যাম-অঙ্গিনী রজনীর প্রতি
মিছে খেদ কেন সখি করগো আপনি?"
"নীলকক্ষত্রে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, হলেন পতন।"
"যথা চাতকিনী কুতুকিনী, ঘনদরশনে।"

চ্যুতসংস্কৃতি—বিভক্তি-বিপর্য্যয় যথা—

"উড়িষ্যার অরবিন্দ কটক নগর।
পাথরে গঠিত গড় যাহার ভিতর।
কত লোক করে বাস হতে নানা দেশ।
মার্হট্টা তৈলঙ্গী উড়ে বাঙ্গালি অশেষ।" দ্বা. ক.

ব্যাকরণ লক্ষণানুসারে শ্যাম-অঙ্গিনী পদটী শ্যামাঙ্গী হইবে পতন স্থলে পতিত। চাতকিনী না হইয়া চাতকী হওয়া উচিত "হতে নানা দেশ" পরিবর্ত্তে "নানা দেশ হতে" বলা বিধেয়।

চ্যুতসংস্কৃতি—অর্দ্ধান্তরৈকপদতা যথা—

ঘনকুহুরবে পিককুল কুহু-
রিছে শাখাপরে প্রদানি অভয় যেন
সুহৃদ পবনে।" সম্বর-বিজয়।

"কুহুরিছে" এই পদটী দুই চরণে অর্দ্ধার্দ্ধ বিভক্ত হইয়াছে।

অপ্রযুক্ততা। (*Non-current words.*)

২২৯। যে শব্দ অভিধানে আছে, কিন্তু সাধারণ্যে যাহার প্রয়োগ নাই, সেই শব্দের প্রয়োগ করিলে অপ্রযুক্ততা-নামক দোষ কহে।

যথা—"ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥" উদ্ভট

উষর্বুধ=অগ্নি, মার=কন্দর্প, নাকেতে=স্বর্গেতে, নির্জ্জরগণ=দেবতাগণ। এই সমুদয় অর্থে এই সকল শব্দ অভিধানে প্রয়োগ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ প্রয়োগ দেখা যায় না। জীবনচরিত, চারুপাঠ, মেঘনাদবধ ও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে এই দোষ অনেক আছে।

অপ্রযুক্ততা - বিধেয়াবিমর্ষ দোষ। (*Non-discrimination of the predicate*)

২৩০। প্রথমে উদ্দেশ্য পদ, পরে উহার বিধেয় পদ বসাইতে হয়। যথায় এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটে, তথায় বিধেয়াবিমর্ষ অর্থাৎ বিধেয়ের অপ্রাধান্যে নির্দ্দেশ নামক দোষ কহা যায়। যথা—

"স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।" বি. সু.

এখানে নীর রুধির হইল এরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু তদ্বিপরীত অর্থাৎ রুধির নীর হইল এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। এখানে রুধির উদ্দেশ্য, নীর বিধেয়।

অসমর্থতা। (*False application*)

২৩১। যে শব্দে যে অর্থ বোধ না হয়, সেই অর্থে সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে, অসমর্থতা-নামক দোষ কহা যায়। যথা—

"আমায় লপিতে দাও কুন্তীর নন্দন।
মৎস্যরাজপুত্র পরে করহ অর্পণ॥
তমীনাথ লপনেরে প্রকাশ করিলে।
তোমার গোরসে গো পাইব করতলে॥" কা. কৌ.

কুন্তীর নন্দন শব্দে কর্ণ অর্থে শ্রবণেন্দ্রিয়, ও মৎস্যরাজপুত্র বিরাটপুত্র উত্তর শব্দে প্রত্যুত্তর আর কখনই বুঝাইতে পারে না। অতএব এই দুই অংশে অসমর্থতা দোষ হইয়াছে।

নিরর্থকতা। (*Expletives.*)

২৩২। যে শব্দ কেবল শ্লোকের পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হয়, এবং যাহা অর্থশূন্য, তাহার প্রয়োগ করিলে নিরর্থকতা কহে। যথা—

"এ কি কহ গো কুমারি, এ কি কহ গো কুমারি।
কেমন তোমার কর্ম্ম বুঝিতে না পারি॥
কহ বাগ্‌দত্তা যেই, কহ বাগ্‌দত্তা যেই।
কেমনে অপরে আর বরিবেক সেই॥
তাহে চণ্ডদেব রায়, তাহে চণ্ডদেব রায়।
দ্বিতীয় প্রচণ্ড চণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রায়॥"—১ ক. দে.

"সকলেই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
আমার হৃদয়-সুখ করিছে সাধন॥"—২ স. শ.

"শরতের সুপ্রকাশে, বরষা-বিক্রম নাশে,
দশ দিগে দশ দিগ সুনির্ম্মল হইল।
"মরি মরি, হায় হায়, খেদে প্রাণ যায় যায়,
আমার হৃদয়ে কেন মলিনতা রহিল।"—৩ ক. দে.

১—চণ্ড শব্দ নিরর্থক হইয়াছে। ২।৩—সদা সর্ব্বক্ষণ, দশ দিগে দশ দিগ, ইহাদিগের এক একটী পদ নিরর্থক। এ দোষও মেঘনাদবধাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অবাচকতা। (*False analogy of meanings.*)

২৩৩। অর্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য না দেখিয়া শব্দ প্রয়োগ করিলে অবাচকতা দোষ ঘটে। যথা—

"কত যে বয়স তার, কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি!

আইস মলয়রূপে, গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইবে তখনি
আইস ভ্রমররূপে, না যোগায় যদি
মধু এ যৌবনফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে। কি আর কহিব।" —বী. অ.

এখানে মলয় শব্দের লক্ষ্যার্থ দ্বারা, মলয়জ দ্রব্য চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ বুঝাইতে পারে, কিন্তু মলয় শব্দে বায়ু কোন প্রকারেই বুঝাইতে পারে না। সুতরাং অবাচকদোষ ঘটিল।

অশ্লীলতা। (*Indecency.*)

২৬৪। যাহা লোকের নিকট পাঠ করিতে বা বলিতে লজ্জাবোধ হয়, তাহাকে অশ্লীল দোষ কহে।

যথা।——' অনশ্বর পথে সুকেশিনী
কেশববাসনা দেবী গেলা অধোদেশে ॥" মে. না.ব.

ইহার উদাহরণ বিদ্যাসুন্দরের বিহারাদি প্রস্তাবে ও বেতালাদিতে অনেক আছে।

নিহতার্থতা। (*Non-current meanings*)

২৬৫। অনেকার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে, নিহতার্থ দোষ ঘটে। যথা—

"তোমার গোরসে গো পাইব করতলে।"

প্রথম গো শব্দে বাক্য, দ্বিতীয় গো শব্দে স্বর্গ, ইহা অপ্রসিদ্ধ অর্থ।

ক্লিষ্টতা। (*Involved construction.*)

২৩৬। যে খানে অনেক শব্দের অর্থপ্রতীতির পর কষ্টসৃষ্টে প্রস্তুতার্থ বোধ হয়, তথায় ক্লিষ্টতা নামক দোষ কহে। যথা—

"অত্রিলোচন-সম্ভূত-জ্যোতিঃ-প্রভাব-প্রভাবতী তোমাদিগের শোকে ম্লান হইতেছে।"

এ খানে অত্রি-লোচনসম্ভূত=চন্দ্র, তাঁহার জ্যোতিঃ=কিরণ, তাহার প্রভাব=প্রকাশ, তাহা দ্বারা প্রভাবিশিষ্টা হয় যে=কুমুদিনী। এই অর্থটী অনেক কষ্টে বোধ হইতেছে।

প্রতিকূলবর্ণতা। (*Use of wrong letters*)

২৩৭। যে রসে যে সমুদায় বর্ণ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার বিপরীত বর্ণ ব্যবহার করিলে, প্রতিকূলবর্ণতা নামক দোষ ঘটে।

বর্ণবিন্যাস ৬৫ অঙ্ক হইতে ৬৮ অঙ্ক দেখ।

যুদ্ধসময়ে যথা—

"শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।
বুরুজ হইতে পড়ে গোলা একধার॥
যেন ঘোরতর শিলাবৃষ্টির পতনে।
ফল ফুল দলে দলে দলিত সঘনে॥
অথবা কর্ত্তনীমুখে শস্যের ছেদন।
অথবা হেমন্ত-শেষে পাতার ঝরণ॥
সেইরূপ দলে দলে পড়ে শত্রু-ঠাট।
শুধু এই শব্দ মার মার কাট কাট॥"

ইত্যাদি পদ্মিনী উপাখ্যানে ১৮ ও ১৯ পৃ দেখ।

এখানে যুদ্ধবর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু বীররস-ব্যঞ্জক ওজোগুণ-শালী বর্ণরচনা হয় নাই, এই হেতু ইহাতে প্রতিকূলবর্ণতা দোষ ঘটিয়াছে।

বীররসের অনুকূল বর্ণ যথা —

শিবের দক্ষযজ্ঞে যাত্রা।

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্ট সদ্যোমরা হস্তিছালা॥
পচাচর্ম্মঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দি ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোরবেশে।
চলে শাঁখিনী পেত্নিনী মুক্তকেশে॥

গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥" অ. ম.

অনবীকৃততা। (*Repetition*)

২৩৮। যে খানে এক শব্দ বারংবার উল্লেখ করা যায়, তথায় অনবীকৃততা নামে দোষ কহে। যথা—

"শস্যলোভি বৃষে বাধা দিয়ে রাখা যায় না।
পরস্ত্রী-রসিকে বাধা দিয়ে রাখা যায় না॥
জুয়াভক্ত জনে বাধা দিয়ে রাখা যায় না।
স্বাভাবিক দোষে বাধা দিয়ে রাখা যায় না॥" ব. সে,

এখানে বাধা দিয়ে রাখা যায় না—এইটী বারংবার বলাতে অনবীকৃত দোষ ঘটিয়াছে।

শব্দ-রচনা-সময়ে একার্থক শব্দের যত নূতন প্রতি-বাক্য দেওয়া যায় ততই সুন্দর হয়। এই নিমিত্ত তাহাকে নবীকৃত গুণ-শব্দে নির্দ্দেশ করে। যথা—

"ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহ করিয়া আশীর্ব্বাদ করি-লেন, যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয়-পয়োধি-জলে নিমগ্ন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া বদ্ধমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন, যিনি বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়-জল-নিমগ্ন মেদিনী-

মণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়াছেন। ইত্যাদি ৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

এখানে পৃথিবী নামের নবীকৃত প্রতিবাক্য যথা—জগন্মণ্ডল, মেদিনীমণ্ডল, ধরা ইত্যাদি। জন্মগ্রহণের নবীকৃত প্রতিবাক্য যথা—রূপ-ধারণ, মূর্ত্তি-পরিগ্রহ, রূপ-অবলম্বন। ইত্যাদি-প্রকার দশাবস্থার-বর্ণনে দশবিধ নূতন শব্দ রচনাচাতুর্য্যে ইহা কেমন চমৎকারজনক হইয়াছে।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা। (*Violation of poetical convention.*)

২৩৯। আকাশে ও পাপে মলিনতা; যশে ধবলতা; ক্রোধে রক্তিমা; বর্ষাকালে হংসদিগের মানস-সরোবরে গমন; কন্দর্পের কুসুমময় ধনু, ভ্রমরপঙ্‌ক্তি জ্যা, পঞ্চসঙ্খ্যক বাণ; কামশরে ও স্ত্রীদিগের কটাক্ষে যুবজন-হৃদয়ভেদ; দিবসে পদ্মোন্মেষ ও কুমুদিনীমীলন; নিশাকালে পদ্মের নিমীলন ও কুমুদের প্রকাশ; সূর্য্যের প্রিয়া পদ্মিনী ও ছায়া; চন্দ্রের প্রণয়িনী কুমুদিনী ও তারকাবলী; মেঘগর্জ্জনে ময়ূরদিগের নৃত্য; চক্রবাক-মিথুনের রাত্রি-বিরহ; কামিনীর চরণাঘাতে অশোক পুষ্পের বিকাশ, ও তাহাদিগের মুখামৃতে বকুলের উদ্‌গম; বসন্তকালে জাতী

ফুলের অপ্রকাশ; চন্দনতরু ফল-পুষ্প-হীন; ইত্যাদি কবিপ্রসিদ্ধ বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণিত হইলেই, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা নামক দোষ কহা যায়।

কবি-প্রয়োগ।

কুসুমমালা, শিরঃশেখর, ধনুর্জ্যা কর্ণাবতংস ও মুক্তাহার প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ পুনরুক্ত হইলেও কেবল মাত্র পুষ্পমালা অর্থে, শিরঃস্থিত চূড়া অর্থে, ধনুঃস্থিত শিঞ্জিনী অর্থে, কর্ণস্থিত ভূষণ অর্থে এবং কেবল মুক্তাময় হার অর্থে, এই শব্দগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্থলে প্রয়োগ হইলে অপ্রযুক্ত ও পুনরুক্ত দোষে দুষ্ট হইবে।

যথা—"————নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে মৃদুমন্দ পদে,
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করী-দলে তোষে তুষ্ট হয়ে।" তি. স.

তারাবলী শশধর-পার্শ্বে নৃত্য করে; সূর্য্যপার্শ্বে নৃত্য করে না। অতএব প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা দোষ হইল।

"এড়াইয়া মেঘমালা মাতলি সারথি
চালাইলা বিমান। নাদিল দেবরথ।
শুনিলে ভৈরব রব দিগ্বারণগণ
ভীষণ-মূরতি-ধর, করি হুংকারিলা
চারি দিকে। চমকিলা জগৎ, বাসুকি
অস্থির হৈলা ত্রাসে।" মে. না. ব.

এ খানে রথের নাদ ও হস্তীর হুঙ্কার অপ্রসিদ্ধ।

ন্যূনপদতা । (*Verbal Deficiency.*)

২৪০ । যে খানে দুই একটী পদ হীন হয়, তথায় ন্যূনপদতা নামে দোষ কহে । যথা—

"নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন ।
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন ॥
নাসা নাই আশা করি সুবাস-গ্রহণে ।
রসনা-বিহীন সুধা বাসনা রসনে ॥" স. শ.

এ খানে "আমি" এই কর্ত্তৃপদটী ন্যূন হইয়াছে ।

অধিকপদতা । (*Verbal redundancy.*)

২৪১ । যে খানে দুই একটী পদ অধিক থাকে, তথায় অধিকপদতা নামে দোষ কহে । যথা—

"সরট-শরীর-সম দীর্ঘ ক্ষীণ কায় ।
মীনতুল্য শির জিহ্বা ভুজঙ্গের প্রায় ॥
বদনে দশন তার তিন পংক্তি হয় ।
সুদীর্ঘ সুরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয় ॥
মন্দ মন্দ গতি অতি সুন্দর বরণ ।
কে করেছে হেন নীল বর্ণ বিলোকন ?" বি. ক. দ্রু.

এ খানে বদনে ও পশ্চাতে এই দুইটী অধিক হইয়াছে ।

"তিনি বাক্য বলিলেন ।"

এ খানে বাক্য পদটী অধিক. কিন্তু ইহার পূর্ব্বে একটী বিশেষণ পদ দেওয়া হইলে উহা অধিকপদ হইত না । যথা—তিনি মধুর বাক্য বলিলেন, কুবাক্য বলিলেন, সুবাক্য বলিলেন, ইত্যাদি ।

যে খানে অধিক পদটী রাখিলেও কথঞ্চিৎ অর্থ হয়, সে খানে অধিকপদতা দোষ হইবে। আর যে খানে অধিক পদটী পরিত্যাগ না করিলে কোন ক্রমেই অর্থ করা যায় না, তথায় নিরর্থক ? কহে।

সমাপ্তপুনরাত্তত। (*Disregard of close.*)

২৪২। যে খানে বাক্য (অর্থাৎ কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াদি) শেষ করিয়া আবার পদ বা বাক্য গৃহীত হয়, তথায় সমাপ্তপুনরাত্তত নামক দোষ কহে। যথা—

"চলিলা পালিতে কাম দেবেন্দ্রনিদেশ—
ফলধনুঃ—যষ্ঠ শর সম্বল পার্ব্বতী—
যে খানে তপেন রুদ্র—অব্যর্থ ধানুকী।"

এ খানে অব্যর্থ ধানুকী এই বাক্যটী কামের বিশেষণ, কিন্তু কাম এই কর্ত্তাপদটীর ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পরে অব্যর্থ ধানুকী বলা হইয়াছে। অতএব ইহাকে সমাপ্তপুনরাত্তত বলা যাইতে পারে।

পদাংশ-দোষ।

২৪৩। শব্দপরিবৃত্তি-অসহত্ব।—বাচস্পতি, গোষ্পতি, গীর্বাণ, পয়োনিধি, জলধি, বারিধি, জলনিধি, বাড়বানল, বাড়বাগ্নি, দাবদাহ, দাবাগ্নি, দবাগ্নি ও দবানল প্রভৃতি কতিপয় শব্দের পূর্ব্ব বা পর পদ এবং স্থল বিশেষে উভয় পদই পরিবৃত্তি করিলে শব্দের পরিবৃত্তিটী দুষ্প্রযুক্ত ও অসমর্থ প্রভৃতি দোষে দূষিত হয়।

বাক্যপতি, শব্দপতি, বাক্যবাণ, বাক্যশর, জলাধার, জলাশয়, পয়োরত্ন, ও বনবহ্নি প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ

করিলে উপরি উল্লিখিত শব্দের প্রকৃত অর্থে অভিধাশক্তি যায় না। সুতরাং বাচ্যার্থপ্রতীতি দুর্ঘট হয়।

অর্থদোষ (*Faults affecting meaning.*)

২৪৪। দুষ্ক্রমতা, সন্দিগ্ধতা, গ্রাম্যতা, নির্হেতুত্ব, ব্যাহততা, প্রকাশিতবিরুদ্ধত্ব, অনৌচিত্য, সহচরভিন্নতা, অর্থপুনরুক্ততা প্রভৃতি ভেদে অর্থদোষ নানাপ্রকার।

দুষ্ক্রমতা। (*Violation of order.*)

২৪৫। ক্রমবিপর্য্যয়-স্থলে দুষ্ক্রমতা নামক দোষ কহে। যথা—

"মহারাজ! আমাকে একটী উত্তম অশ্ব, অথবা একটী অত্যুত্তম গজেন্দ্র দান করুন, নতুবা উহার পবিবর্ত্তে রাজ্যের চতুর্থাংশ, বা রাজসিংহাসনের আধিপত্য দিউন।"

এখানে যাচকের অগ্রে সিংহাসনাধিপত্য, না হয় রাজ্যের চতুর্থ ংশ, না হয় গজ, শেষ পক্ষে একটী অশ্বও প্রার্থনা কবা উচিত। কিন্তু তাহার বিপরীত হইয়াছে বলিয়াই দুষ্ক্রমতা হইল।

সন্দিগ্ধতা। (*Ambiguity.*)

২৪৬। যে খানে অর্থবোধকালে নিশ্চয়রূপে অর্থপ্রতীতি না হয়, তথায় সন্দিগ্ধতা কহে। যথা—

"নাদিল দানববালা। হুহুঙ্কার রবে
নাদিল অশ্ব হস্তী উচ্চ তোরণদ্বারে।"—১

"————ঘনস্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!"—২ তি স.

"মহামহীপালগণ সভার ভিতর।
মহারত্ন রূপে খ্যাত দেশদেশান্তর॥
কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বর্ণনে।
কটা কথা লিখেছেন ভাব-আকর্ণনে॥"—৩ প উ.

১টীতে নাদিল অশ্ব হস্তী, ইহাদ্বারা পুর্ব্বীব পরিত্যাগ ও শব্দ দ্বরা অর্থের সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

২য়, লয়কারী অর্থে—লয়, আস্বাদন অর্থে—আকর্ণন ইহাও সন্দেহ স্থল। যেহেতু লয় শব্দে নাশ, আকর্ণন শব্দে শ্রবণমাত্র বুঝায়।

গ্রাম্যতা। (*Vulgarity.*)

২৪৭। যে শব্দ অপকৃষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহাকে গ্রাম্য শব্দ বলা যায়। এবং যে খানে গ্রাম্য শব্দ প্রযুক্ত হয়, অথবা গ্রাম্যার্থ-বোধক পদ-রচনা দেখা যায়, অর্থাৎ কোনরূপ চমৎকারিত্ব বর্ণিত না হইয়া কেবল অশন বসনাদি-চিন্তাদিতে পর্য্যবসিত হয়, তথায় সেই গ্রাম্য শব্দ ও অর্থকে দোষ কহে। যথা—

"চাঁদে দেখে সোহাগে শালুক ফুটে জলে। (গ্রাম্যশব্দ)
আখু-আশে মার্জ্জারে যেমন মুখ মেলে॥" (গ্রাম্য ভাব)

যথা বা—

'তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।' বি. সু.

"অঙ্গদ বলয় সর্প, সর্পের পইতা।
চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক দুহিতা॥
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ।" ক ক.

এ খানে 'তুহি' 'মুহি' 'পইতা' 'খেয়ে' 'পো' 'ছোঁ' ইত্যাদি শব্দ গ্রাম্য।—গ্রাম্যার্থের উদাহরণ অপ্রাপ্য নহে, এ নিমিত্ত দেওয়া গেল না। এই দোষটী স্থানবিশেষে গুণও হয় তাহা পরে দেখান যাইবে।

নির্হেতুত্ব।

২৪৮। প্রস্তাবিত বিষয়ের হেতু নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেই নির্হেতুত্ব দোষ ঘটে। যথা—

"বিশাল বারিধি মাঝে বহিত্র বাহিয়া
কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায়,
সুস্থচিত্তে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়।"

কর্ণধার কি নিমিত্ত সাগরে যাইতেছে তাহার হেতু কথিত হয় নাই।

ব্যাহতত্তা। (*Inconsistency.*)

২৪৯। প্রথমে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ বর্ণন করিয়া পরে তাহার অন্যথা-প্রতিপাদন করাকে ব্যাহত দোষ কহে। যথা—

"অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন তোরণ রাজতোরণ যেমন
আভাময় ; তাহে জ্বলে আদিত্য-আকৃতি,
আদিত্য জিনি প্রতাপে, রতননিকর।" তি. স.

পূর্ব্বে আদিত্য-আকৃতি বলিয়া আদিত্যের উৎকর্ষ বলা হইয়াছে, পরে আবার আদিত্য জিনি প্রতাপে বলিয়া আদিত্যের অপকর্ষ বর্ণিত হইতেছে, অতএব এই স্থানে ব্যাহত। আর দেবেন্দ্র বিশেষণটী অধিক হইয়াছে। কাঞ্চনতোরণ ও রাজতোরণ, এই স্থানে অনবীকৃত দোষ হইয়াছে।*

ব্যাহততা স্থলবিশেষে দোষ হয় না। যথা—

"অনাদি কারণ তুমি জ্ঞানের অতীত।
রেখেছে আমার বোধ করে আচ্ছাদিত॥
এই মন্ত্র জানি আমি তুমি শিবময়।
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি নাহি জ্ঞানোদয়॥
যদিও করেছ হেন অবস্থা আমার।
তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার॥
নিতান্তই জীব যদি ভাগ্যের অধীন,
তথাপি মানব-মন সদাই স্বাধীন॥" প্র ক

প্রথমে মনুষ্যকে স্বভাবতঃ অন্ধ বলিয়া অপকৃষ্ট করা হইয়াছিল পরে ভালমন্দবিচারক পদদ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দোষ হইত, কিন্তু 'যদি এবং তথাপি, এই শব্দ ব্যবহার দ্বারা তাহার পরিহার হইয়াছে, সুতরাং দোষ হইতেছে না।

---

* একটী বাক্য বহুবিধ উদাহরণের স্থল হইতে পারে, কিন্তু সেই সমুদয়গুলি না বলিয়া যে স্থলে যাহার প্রসঙ্গ হইবে তাহাই প্রায় বলা যাইবে। অপরগুলি সামাজিকবর্গ বুঝিয়া লইবেন।

প্রকাশিতবিরুদ্ধত্ব ।

২৫০ । যে খানে বিরুদ্ধ বিষয় শব্দে প্রকাশিত না হইলেও অপ্রকাশিত থাকে না, তথায় প্রকাশিতবিরুদ্ধত্ব দোষ বলে। যথা—

"আশীষ করি ওহে ভূপ তোমার কুমারে ।
রাজশ্রী বসুন শীঘ্র তাঁহার আগারে ॥"

এ খানে রাজার মৃত্যু শব্দে প্রকাশিত নাই, কিন্তু ভাবার্থে প্রকাশিত হইয়াছে ।

অনৌচিত্য । (*Anachronism. &c.*)

২৫১ । দেশ কাল পাত্র ব্যবহারাদির বিপরীত বর্ণন স্থলে অনৌচিত্য কহা যায় । যথা—

ব্যক্তিবিরুদ্ধত্ব (বা পাত্রানৌচিত্য)

"প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে
কহিলা ; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে !
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ,—
কেমনে মন্দির হতে নগেন্দ্রনন্দিনী
বাহির হইবা, কহ এ মোহিনী-বেশে ?
মুহূর্ত্তে মাতিবে মাতঃ জগত, হেরিয়া—
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে ।
হিতে বিপরীত দেবি সত্বরে ঘটিবে ।
সুরাসুরবৃন্দ যবে মথিয়া সিন্ধুরে
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত

বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু-হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা কেশব।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে হেরি ত্রিভুবন
কামাকুল, চাহিয়া রহিলা তার পানে।
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য। নাগদল নম্রশির লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচযুগ।
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর।————" মে. না. ব.

এ খানে মাতঃ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার রূপযৌবনাদি বর্ণন করা এবং মাতার সাক্ষাতে পিতাকে কামাসক্ত বলা ও শৃঙ্গার বর্ণন করা কত দূর অনুচিত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন। অনুচিত বিষয়ের বর্ণন নিষেধ (৫৬ অনু) দেখ।

কালানৌচিত্য।

২৫২। ভাবি-কালের ঘটনাকে অতীত বা বর্ত্তমান-কালের ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কালানৌচিত্য কহা যায়। যথা—

বীরাঙ্গনা কাব্যে—তারা চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিয়া পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু চন্দ্রের এই কলঙ্কটী তাঁহারই সংস্রব জন্য হইয়াছিল; বস্তুতঃ যে সময়ে তিনি এই পত্র লিখিতেছেন তখন চন্দ্রের ঐ দোষ ঘটে নাই। কিন্তু তারা এই সময়ে চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিতেছেন বলিয়া ভাবী

বিষয়টী ভূতকালের বিষয়রূপে বর্ণিত হওয়ায় কালা-নৌচিত্য দোষ ঘটিল। যথা—

"কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা। পোড়ে বিরহিণী—
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে
সুধাময়; কোন দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে।"

"কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস, শীঘ্র করি;
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি।"

শব্দানৌচিত্য।

"যশে যেন দ্বিজরাজ, বিক্রমেতে পশুরাজ,
মহারাজ ভীম নরপতি।
ভয়ানক শত্রুগণে, নিধন করিয়া রণে,
পালিছেন রাজ্য শান্তমতি॥" প. উ.

এ খানে পশুরাজ না বলিয়া মৃগরাজ বলা উচিত ছিল।

সহচরীভিন্নতা। (*Disregard of context.*)

২৫৩। উত্তম বস্তুর পর্য্যায়ে অধম বস্তুর, কিংবা অধম বস্তুর পর্য্যায়ে উত্তম বস্তুর, সন্নিবেশ হইলে সহচর ভিন্নতা নামক দোষ কহা যায়। যথা—

"নিশা শশাঙ্ক দ্বারা, কুঞ্জবন সুগন্ধময় পুষ্প-সম্পর্কে, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালাপ-প্রসঙ্গে, বিদ্যালয় সুশিক্ষক ও সুশিষ্য বিদ্যমানে, পিতা আপনাপেক্ষা গুণবান্ পুত্রের পরমুখে গুণানুবাদ শ্রবণে, নৃপতি সুদূরদৃক্ অমাত্যের বুদ্ধিকৌশলে, জননী নিজ শিশুদিগের অর্দ্ধবিনির্গত মৃদু মধুর বাক্য শ্রবণে, ও ঘোর মুর্খ কুক্রিয়াশালি ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার কার্য্যে যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ সুসভ্য লোক জ্ঞানালোকে সন্তুষ্ট হয়েন।"

এখানে সমুদয় সৎসংযোগ স্থলে 'ঘোর মূর্খটী' অসৎস' যোগ ঘটিয়াছে বলিয়া সহচরভিন্নতা দোষ হইল।

অর্থপুনরুক্ততা। (*Tautology.*)

২৫৪। যে খানে এক বিষয়ের বারংবার বর্ণন দেখা যায়, তথায় অর্থপুনরুক্ততা নামে দোষ কহে।

ইহার উদাহরণ সদ্ভাবশতকে অনেক আছে। ঐ গ্রন্থে সংসার অনিত্য—এইটী বারংবার বর্ণিত হইয়াছে।

যথা বা, "ললাটেতে বারংবার প্রহারে কঙ্কণ।
রণৎকার ধ্বনি তার, শব্দ ঝন ঝন॥" প. উ.

এখানে শব্দ ও অর্থ উভয়েরই পুনরুক্ত আছে।

রসদোষ। (*Faults affecting flavour.*)

২৫৫। করুণাদি রস, শোকাদি স্থায়িভাব ও নির্ব্বেদাদি-ব্যভিচারি-ভাব বর্ণন কালে যদি স্বীয় স্বীয় নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় রসাদি বর্ণিত হয়, তবে স্বশব্দবাচ্য দোষ কহা যায়।

যথা।—"কত সুখ-স্বপ্নোদয়, হৃদয় মাঝারে হয়,
কভু হাস্য ছটা বিম্বাধরে।
বোধ হয় প্রিয়া সহ, বিলসিত অহরহ,
সন্তরিত সুখ-সরোবরে।—১
আবার সে ভঙ্গি গত, যেন রৌদ্ররসে রত,
উগ্রভঙ্গি অপাঙ্গ-যুগলে।
কপালে অনল জ্বলে, মধ্যাহ্ন ময়ূখচ্ছলে,
রক্ত ছটা স্থলশতদলে॥—২
যেন লক্ষ্য করি অরি, ভয়ানক ভাব ধরি,
ভাসিতেছে সমর-তরঙ্গে।
আবার সে ভাব গত, বিগ্রহ-বিজয়ী মত,
অপরূপ শোভা ভুরু-ভঙ্গে॥—৩
মদ-গর্ব্বে মত্ত মন, যেন করি আগমন,
প্রিয়া-সন্নিধানে মহোল্লাস।
অরণ্য কমল রণে, হত গত সেনা সনে,
একবারে বিরোধ বিনাশ॥"—৪ ক· দে·

২ কবিতায় 'রৌদ্ররস' স্বশব্দ রসদোষ, ৪ কবিতায় মদগর্ব্বে স্বশব্দ ব্যভিচারি দোষ হইয়াছে। কিন্তু যদি এই দুইটী বিষয় ভাবভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ হইত তাহা হইলে দোষ না হইয়া চমৎকার-জনক হইত। যথা—

"আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়ো'র মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া,
ছার কপালে ছাই কপালে, দেখে পায় ডর লো।
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে ওমা উমা কর্‌বে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর লো।"

এখানে দেখ বীভৎস রস বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু একটীও রসাদি স্বশব্দে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া কেমন চমৎকারজনক হইয়াছে। স্বশব্দে যে কোন স্থানে গুণ বলিয়া গণ্য হয় তাহাও স্থানান্তরে দেখান যাইবে।

বিরুদ্ধ-রস-ভাব।

২৫৬। যে রসে যে স্থায়িভাবাদি প্রতিকূল সেই রসে তাহা বর্ণিত হইলে সে খানে বিরুদ্ধ রস-ভাব নামক দোষ কহে। যথা—

মেঘনাদবধ-কাব্যে দেখ——প্রমীলা বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া বীর-স্ত্রীর ন্যায় উৎসাহ বাক্য বলিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ লক্ষ্মণের রূপলাবণ্য বর্ণনা করিলেন। ইহা আদ্য রসের বিভাব। এই নিমিত্ত এই স্থানে বীর-রসটী কেমন জঘন্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই প্রস্তাবটী ৪৪।৪৫ পৃষ্ঠে দেখ।

বেণীসংহারের দ্বিতীয় অঙ্কে বীরসঙ্ক্ষয় কালে ভানুমতীর সহিত দুর্য্যোধনের শৃঙ্গার প্রকাশ হইয়াছিল, এ* নিমিত্ত তথায় অকাণ্ডে প্রকাশ দোষ বলা যায়।

কুমারসম্ভবে রতিবিলাপে শোকের পুনঃপুনর্দ্দীপ্তি হইয়াছে বলিয়া পুনর্দ্দীপ্ত দোষ বলা যায়।

অঙ্গীর অননুসন্ধান দোষ যথা—রত্নাবলীর চতুর্থ অঙ্কে যে স্থলে বাভ্রব্য নামক কঞ্চুকীর আগমনে সাগরিকার বিস্মৃতি হইয়াছিল; অতএব ঐ স্থলে অঙ্গীর অননুসন্ধান নামক দোষ বলা যাইতে পারে।

অকাণ্ডে রসপ্রকাশ।

"প্রণত পদ্মিনী সতী পতির চরণে।
গলিত সহস্র ধারা রাজার নয়নে॥
সাদরে লইয়া কোলে মৃগলোচনায়।
তুষিছেন কত মত মধুর কথায়॥
রাণী কন 'হে রাজন্' নাই হে সময়।
এ স্থানে তিলেক আর বিলম্ব না সয়॥
অনুরাগ সোহাগ সময়ে ভাল লাগে।
চল নাথ! শত্রুহস্ত মুক্ত করি আগে॥"

এখানে বীররস প্রকাশ না হইয়া আদ্যরসের ভাব প্রকাশ হওয়াতে অকাণ্ডে রসপ্রকাশ দোষ ঘটিল।

অলঙ্কার-দোষ। (*Faults affecting ornament.*)

২৫৭। যে খানে চারি চরণের মধ্যে তিন চরণে যমক আছে, কিন্তু এক চরণে নাই, তথায় যমক-দোষ কহে। উপমালঙ্কারে উপমান ও

উপমেয়-গত জাতি, প্রমাণ ও গুণাদির ন্যূনতা, অধিকতা বা অনৌচিত্যাদি ঘটিলে উপমার দোষ কহে।

এইপ্রকার সকল অলঙ্কারেরই দোষ হইতে পারে, সুতরাং সে গুলির নামানুসারে পৃথক্ দোষ বলা যায় না। কিন্তু শব্দালঙ্কারস্থলে পতৎপ্রকর্ষ, ভগ্নপ্রক্রম প্রভৃতি, অর্থদোষস্থলে অপুষ্ট, ক্লিষ্ট ও দুষ্ক্রমাদি দোষের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে।

উপমার দোষ যথা—

"মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশেখর
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখিপুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে;
শ্যাম-অঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণফুলশ্রেণী
শোভে তাহে আহামরি, পীত ধড়া যথা।
নির্ঝর ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ।" তি. স

এখানে উপমেয়াপেক্ষা উপমানের জাতি প্রমাণ ও গুণাদিগত ন্যূনতা দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া (উপমার দোষ) দুষ্ক্রমতাদোষদুষ্ট হইল।

"কনকবরণী তরুণী চারু।
কোন খানে দৃশ্য না হয় দারু॥
অপরূপ এই প্রমদাতরী।
যৌবন-সাগরে লোকন করি॥
ইহার ধনিক বণিক কই।
কহ না আমায় যতেক সই॥" ক. দে.

যুবতীর সহিত নৌকার উপমা দিতে গিয়া তরুণী শব্দে তরণী মনে করিয়া দারু শব্দ ব্যবহার করাতে এই উপমাটী বিসদৃশ হইয়াছে। কিন্তু যদি তরুণী শব্দে নৌকা বুঝাইত তাহা হইলে উত্তম শ্লেষস্থল হইত। সুতরাং ইহা অপুষ্টতা দোষের উদাহরণ।

যে শব্দ যে অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা যায় তাহার অর্থ তথায় প্রকৃষ্টরূপে পুষ্টিবর্দ্ধক না হইলে, তাহাকে অ-পুষ্টার্থতা দোষ কহা যায়।

"যে দিন, কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে।
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
উল্লাসে, ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে।"১—বী. অ.

"ক্রমে ক্রমে গত দিবা আগত তামসী।
কি হেতু উদিত নয় নিশানাথ শশী॥
বিধুর বদন বিধু অনবলোকনে।
বিধুর চকোর চায় চঞ্চল নয়নে॥
সরসী সদন হতে কুমুদিনী করে।
প্রতিক্ষণ প্রিয় আসা প্রতীক্ষণ করে॥"২—স শ.

এখানে চন্দ্র ও চন্দ্রমুখ অভিন্ন পদার্থ।

১।২ কবিতায় চন্দ্রকে চন্দ্রমুখ ও বিধুবদন বলাও একটী দোষ। এইরূপ বাক্যে ও ক্রিয়াতে দোষ ঘটে। তাহা অনায়াসে বোধ হয়, এনিমিত্ত দেওয়া গেল না।

এই দোষটী অবিশেষে বিশেষ নামক দোষ, অর্থাৎ যে থানে কোন অংশে বিভিন্নতা নাই অথচ বিভিন্নরূপে

বর্ণন অথবা পরস্পর ইতর বিশেষ থাকিলেও তাহার বিশেষ বর্ণন, কিংবা সামান্যকে বিশেষরূপে কথন দেখা যায়, তথায় অবিশেষে বিশেষ এবং বিশেষে অবিশেষ নামক দোষ ঘটে।

শব্দ ও অর্থদোষ-পর্য্যায়ের শেষে ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা গিয়াছে, তাহাতেই দোষ অসংখ্য হইতে পারে ইহা বুঝিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন কয়েকটী দোষ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

রীতিবিপরীত। (*Violation of style.*)

২৫৮। যে রীতি অনুসারে সচরাচর প্রয়োগ দেখা যায় তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইলে, রীতি-বিপরীত নামে দোষ বলা যায়। যথা—

"তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি সমুদয় আনয়ন কর। কোষাধ্যক্ষ রাজার আদেশানুসারে সমস্ত ফল আনয়ন করিল। (রাজা প্রত্যেক ফল ভাঙ্গিয়া সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক এক মণিকারকে ডাকাইয়া রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এই অসার সংসারে ধর্ম্মই সার পদার্থ।) অতএব তুমি ধর্ম্ম প্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নিরূপণ করিয়া দাও।" বে. প. বি.

() এই বন্ধনীর মধ্যস্থিত বাক্যে ভাঙ্গিয়া, ডাকাইয়া, আজ্ঞা দিয়া—এবংবিধ অসমাপিকা ক্রিয়া বারংবার না দিয়া

কোন স্থলে পূর্ব্বক কোথাও বা পুরঃসর ইত্যাদি বিভিন্নরূপ ক্রিয়া দেওয়াই উচিত। যেহেতু অনেক বার অসমাপিকা ক্রিয়া দিলে ভাল হয় না।

অনবীকৃত দোষ একটী সম্পূর্ণ শব্দ ব্যতিরেকে হয় না, কিন্তু রীতিবিপরীত দোষ একটী বর্ণগত হইলেও হয়।

পতৎপ্রকর্ষ।

২৫৯। যে খানে ক্রমে ক্রমে প্রকর্ষের পতন দেখা যায়, তথায় পতৎপ্রকর্ষ নামক দোষ থাকে। যথা—

"পয়দল কল কল, ভূতল টল টল,
সাজল দল বল অটল সোয়ারা ॥
দামিনী তক তক, ঝামকী ধক ধক,
ঝকমক চকমক খর তরবারা ॥
ব্রাহ্মণ রজপুত, ক্ষত্রিয রাহুত,
মোগল মাহুত রণ অনিবারা ॥" মা. সি.

এখানে ক্রমে অনুপ্রাসছটার প্রকর্ষতা বিনষ্ট হইযাছে।

২৬০। যদ্ শব্দ থাকিলে তদ্ শব্দ দিতে হয়, না দিলে ভাল হয় না। যথা—

"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেঘের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ॥" বি. সু.
"যে জন বিপদকালে করে উপকার।
প্রকৃত পরম বন্ধু এ তিন সংসার ॥"

এ খানে সেই পরম বন্ধু এইরূপ হইবেক।

২৬১। কেবল তদ্‌শব্দ থাকিলে যদ্‌শব্দ আবশ্যক করে না।[২] যথা—

"এতেক বলিয়া তিনি গেলেন চলিয়া।"
"রাজার হইল পুত্র তাঁর নাম রাম।"

এ খানে যদিও যদ্‌ শব্দের প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, তথাপি তাৎপর্য্যার্থে যদ্‌ শব্দ আসিতেছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

২৬২। কিন্তু কেবল যদ্‌শব্দ থাকিলে তদ্‌শব্দ দিতে হইবেক, না দিলে বাক্য শেষ হইবে না। যথা—

"ভুবন-ভবনে যাঁর মহিমা অপার।"

২৬৩। যে স্থলে যদ্‌শব্দের অব্যবহিত পরেই তদ্‌শব্দ দেখা যায়, সে স্থলে তদ্‌শব্দের অব্যবহিত পরেই আর একটী তদ্‌শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবেক।

"যে তিনি তেমনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে রত।
সে তিনি এমন কাজে কেন দেন মত॥"

২৬৪। ইদম্‌ বা এতদ্‌ থাকিলে যদ্‌শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবেক। যথা—

"ইনি কি লো রামচন্দ্র, যাঁর বিমাতায়।
নবীন বয়সে জটা পরালে মাতায়॥"

অথবা 'এই কি লো রামচন্দ্র' এইরূপও হইতে পারে। এখানে ইহাও দেখা যাইতেছে যে ইদম্‌ বা এতদ্‌ শব্দের পর তদ্‌শব্দও

প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা 'ইনি সেই রামচন্দ্র' অথবা 'এই সেই রামচন্দ্র'।

২৬৫। যদ্‌শব্দের অব্যবহিত পরে ইদম্ বা এতদ্‌শব্দ থাকিলে তদ্‌শব্দের অব্যবহিত পরেও ইদম্ বা এতদ্‌শব্দ দিতে হইবেক। যথা—

"যেই ইনি সুকুমারী, জানকী কুলের নারী,
না জানেন দুঃখ কারে বলে।
সেই ইনি পতিপরা, তাপসিনী-বেশধরা,
থাকিবেন কেমনে জঙ্গলে ॥"—

অথবা 'যেই এই সুকুমারী, সেই এই পতিপরা' এরূপও হয়।

দুরন্বয়—অন্বয়দোষ। (*Violation of construction.*)

২৬৬। যেখানে কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি কারক স্বীয় ক্রিয়ার সন্নিহিত না হইয়া অন্য বাক্যান্তে অথবা অতিদূর স্থানে দেখা যায়, তথায় দুরন্বয় (অন্বয়দোষ) নামক দোষ কহে। অথবা যদি অন্য বাক্য বাক্যান্তরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেও গর্ভিত-পদ দুরন্বয় কহা যায়।

দুরন্বয় যথা—"তেজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী;
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুঠিলে কুলায় তার পর্ব্বত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,

আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গোপরি,
কিংবা বিশাল রসালতরু শাখা-পাশে
বসে উড়ি; হিমাচলে আইলা বাসব।" তি. স.

এ খানে বসে উড়ি এই ক্রিয়াপদটীর কর্ত্তা পক্ষরাজ বাজ, কিন্তু তাহা অনেক দূরগত হইয়াছে এ নিমিত্ত দূরান্বয় দোষ বলা যায়।

"——— তাঁর পৃষ্ঠদেশে
শোভে কাঞ্চন প্রাসাদ; বিভায় যাহার
(অনন্ত আলোক) ধাঁধিল ধরার আঁখি।" সম্বর-বিজয়।

"এ খানে 'যাহার অনন্ত আলোক বিভায়' এইরূপ অন্বয় আবশ্যক।

কয়েকটী প্রচলিত দোষ বলা গেল এবং ঐ দোষ সকল স্থানবিশেষে গুণও হয় তাহা দেখান যাইতেছে।—

২৬৭। ক্রুদ্ধ বক্তাতে, ঔদ্ধত্যশালী বর্ণনীয় বিষয়ে এবং রৌদ্র, বীর, বীভৎস রসে শ্রুতিকটু-দোষ গুণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। নিহতার্থতা ও অপ্রযুক্ততা দোষ শ্লেষাদি স্থলে দোষরূপে গণ্য করা যায় না। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই যদি আরব্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়েন, তবে নিহতার্থতা দোষ গুণরূপে খ্যাত হয়। যে খানে স্বয়ং কোন বিষয়ের অবধারণ করা যায়, তথায় অনবীকৃততা দোষও গুণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দৈন্য, প্রসাদন, অনুকম্পা, হর্ষ

ও অবধারণীয় বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও পুনরুক্ত দোষকেও গুণ বলা যায়। নীচ জাতির বাক্যে গ্রাম্য শব্দ বা গ্রাম্যার্থ দোষ না হইয়া গুণ হয়। ইহাদিগের দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে।

ক্রুদ্ধ বক্তা যথা—

"রাজা কন শুনরে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল॥" ইত্যাদি

বিদ্যাসুন্দরে কোটালের শাসন-নামক প্রস্তাব দেখ।

এই কবিতাটীতে কোটাল বেটা, কেটা, ও হারাম এই কয়েকটী শব্দ শ্রুতিকটু হইলেও গুণসম্পন্ন হইল, কারণ রৌদ্রাদি রসে এইরূপ মহাপ্রাণ বর্ণ ও দীর্ঘসমাসাদিযুক্ত বর্ণ যোজনা করা বিধেয় ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ৬৮ অনু দেখ।

ঔদ্ধত্যবর্ণনা যথা—

"মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥
ঊর্দ্ধ বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥" অ ম

এখানে দক্ষযজ্ঞনাশ বর্ণনাটী ঔদ্ধত্যশালী হওয়া উচিত, এ নিমিত্ত অত্যন্ত শ্রুতিকটু রচনাও দোষ না হইয়া অত্যন্ত গুণসম্পন্ন হইল। রৌদ্র রসাদিতে শ্রুতিকটু দোষ গুণ বলিয়া গণ্য হয় ইহার উদাহরণ রৌদ্র রসাদিতে দেখ।

বিষাদ-স্থলে পুনরুক্ত দোষ গুণ হয়। যথা—

"আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি,
হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই।"

এইটী বিলাপস্থল, এনিমিত্ত পুনরুক্ত দোষও গুণ হইল। কারণ এই স্থলে এই শব্দগুলি বারংবার বলায় বিষাদটী স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতেছে।

বিস্ময়-স্থলে পুনরুক্ত যথা—

"এ কি লো এ কি লো, এ কি কি দেখি লো,"

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের বিস্ময় হইয়াছিল, অতএব এ খানেও দোষ না হইয়া বরং গুণ হইল।

অনুকম্পার উদাহরণ যথা—

'প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥" ১ অ ম

এখানে তথাস্তু বলাতেই সমুদায় স্বীকার করা হইয়াছিল, কিন্তু পাটনী সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া দেবী অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আবার তাহার বোধসৌকর্য্যার্থ, তোমার সন্তান দুধেভাতে থাকিবেক, বলিলেন এই নিমিত্ত পুনরুক্ত বাক্যটী দোষ না হইয়া গুণ হইল।

দৈন্যস্থলে পুনরুক্ত দোষ গুণ হয়। যথা—

"নাহি জানি স্তব স্তুতি ভকতি-বিহীন।
দয়া করি কর মুক্ত আমি অতি দীন॥"

এখানে স্তব স্তুতি পুনরুক্ত।

হর্ষস্থলে পুনরুক্ত দোষ গুণ হয়। যথা—

"চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥" অ ম

গ্রাম্য-দোষ অধম জাতির বাক্যস্থলে গুণ হয়। যথা—

"বারাল-চকো হাঁদা হেমদো, নীলকুটির নীলমেমদো"
"জাত মাল্লে পাদ্রি ধরে, ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।"

"মোগার কপালে দুক নেকেচে গোঁসাই।
খাট্তি খাট্তি মনু এট্টু বস্তি পানু নাই॥ কু কু·

২৬৮। যে সকল শব্দ কেবল সাধারণ জনগণের প্রতীতিযোগ্য নহে, অথচ ভ্রমাত্মক কিংবা অন্য কোন দোষাশ্রিতও নহে, তাহাকে অপ্রতীততা নামক দোষ কহে। অপ্রতীততা দোষ কোথাও গুণ হয়। যথা—

"গঙ্গো কহো গুণসিন্ধু মহীপতি নন্দন সুন্দর
কোঁ নহি আয়া।
যো সব ভেদ বুঝায় কহা কি কোঁ নহি উঁহা
সমুঝায় শুনায়া॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সবি ভূল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবি ভাই ভটাইমে
দাগ চঢ়ায়া॥ ইত্যাদি

বিদ্যাসুন্দরে ভাটের প্রতি রাজার উক্তিতে দেখ।

এ স্থানে বক্তা শ্রোতা উভয় ব্যক্তিই এই ভাষায় অভিজ্ঞ বলিয়া অন্য লোকের নিকট অপ্রতীত হইলেও দোষ হইল না।

২৬৯। স্বীয় বিদ্যাবত্তাদির পরিচয় স্থলে ক্লিষ্ট শব্দ গুণ হয়। যথা—

"আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বতগহ্বরে বিরহীর পরমাদ॥
পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে সুরূপ বিহঙ্গ॥
তম অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পুচ্ছে চাঁদ ছাঁদি ডাকিলেক সেই॥" বি সু.

ছন্দঃদোষ। (*Faults of metre*)

২৭০। ছন্দঃদোষ নানাপ্রকার; তন্মধ্যে অধিক মাত্রা, ন্যূন মাত্রা অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর ও যতিভঙ্গ প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ দেখা যায়।

অধিক মাত্রা যথা—

"অন্তরে অঙ্কিত তার মুরতি।
সবসে বিস্মিত যেমন নিশাপতি॥"

এটী পজ্ঝটিক ছন্দের উদাহরণ, এই উদাহরণের শেষার্দ্ধে সাতের মাত্রা আছে। সুতরাং এক মাত্রা অধিক।

ন্যূন মাত্রা যথা—"বল কি হইবে কলিকা দলিলে।"

এটী তোটক ছন্দের উদাহরণ, ইহার প্রত্যেক তৃতীয়াক্ষর গুরু হওয়া উচিত। এখানে "কি" এইটী তৃতীয়াক্ষর, ইহা হ্রস্ব আছে।

অধিকাক্ষর যথা—

"এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এত দিনে ধরে খা(ই)ত কত লোক জন॥" বি. সু.

"ধরিতে এ কাল সাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরি খা(উ)ক সাপে॥" বি. সু.

"ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হুজুরে যা(ও)য়া সাধ্য নহে মোর॥ বি. সু.

ন্যূনাক্ষর যথা—

ধূলীধূসর ধনী ধৈরজ না বহ
ধরণী সুতল তরমে।
মুকুতা কবরী ভার হার তেয়াগিল,
তাপিত তৃষিত পরাণে॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে,
ধনী সূর্য্যসুতা স্রবে নয়নে।
মা বোলয়ি ধনী ধরণীতলে,
মুরছিল প্রাণ প্রবোধ না মানে॥
কমল নয়ন জল মুখকমলে,
গঙ্গাধারা নয়ন বর নয়নে।
কহই চতুরা ধনী আর কিযে জানি,
গোবিন্দ দাস পরমাণে॥" প. ক. ত.

যতিভঙ্গ। (*Faults regarding Cæsural pause.*)

"কুতূহলে চলে আভরণ গলে দোলে।
ভক ভক চক চক, ঝক ঝক জ্বলে॥" বা. দ.

"প্রথমত কামিনী, চলিলা মৃদুগতি।
যথা বসেছিলা কুন্তলের অধিপতি॥" বা. দ.

"দেব কি গন্ধর্ব্ব বুঝি হইবে আপনে।
অধীনীর বাটী আগমন কি কারণে॥" বা. দ.

"আসি গুণরাশি তমালিকা প্রতি কয়।
কোথায় আনিলে এবে দেহ পরিচয়॥" বা. দ.

মিত্রাক্ষর-ভঙ্গ যথা—

"দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষী,
কর্ণধার করে নিবেদন।
করি পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

২৭১। কতকগুলি প্রসিদ্ধ শব্দ আছে, তাহারা কেবল পদ্যে ব্যবহৃত হয়; গদ্যে উহাদের ব্যবহার নাই। গদ্যে ব্যবহার করিলে দোষ বলা গিয়া থাকে।

ঐ শব্দ গুলির কোন স্থলে প্রকৃত শব্দ অপেক্ষা কোন বর্ণ অধিক কোন বর্ণ ন্যূন দেখা যায়। ইহাও আবার আদ্যবর্ণলোপী, মধ্যবর্ণাধিক ও অন্ত্যবর্ণাধিক এবং শব্দপরিবর্ত্ত ভেদে নানা প্রকার আছে। যথা—কৈল,

হতে, পয়াণ, কৈব, কৈতে, তারা, দুয়ার, জনম, যতেক, এতেক, ততেক, হেন, হিয়া ইত্যাদি। ইহাদিগের প্রকৃত শব্দ যথাক্রমে—করিল, হইতে, প্রয়াণ, কহিব, কহিতে, তাহারা, দ্বার, জন্ম, যত, এত, তত, ঈদৃশ, হৃদয়।

মধ্যবর্ণলোপী যথা—

"নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥" বি. সু.

"যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।" বি. সু.

"বুঝিতে তোমার আচার বিচার,
সে কৈল এ ফুলখেলা॥" বি. সু.

মধ্যবর্ণাধিক যথা—রতন, যতন, মগন, জনম, ভকতি, উতপল, পরাণ, মরম, দুয়ার। ইহাদিগের প্রকৃত শব্দ যথাক্রমে—রত্ন, যত্ন, মগ্ন, জন্ম, ভক্তি, উৎপল, প্রাণ, মর্ম্ম, দ্বার। যথা—

"দুয়ারে কপাট দিয়া, বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া।"

"মাতালে কোটালী দিয়া, পাইনু আপন কিয়া,
দূর গেল ধরম ভরম।" বি. সু.

"জলেতে কাটয়ে জল বিষে বিষক্ষয় লো।" ম. মো. ত.

অন্ত্যবর্ণাধিক (*Paragoge*) যথা—

"দুয়ার যতেক, দুয়ারী ততেক,
পাখী এড়াইতে নারে।"

শব্দপরিবর্ত্ত যথা-

২৭২। হের, ভন, পয়াণ, হেন, হিয়া, যেবা, এবে, নট, উচ, ভাই, মোসবার, তোমা ধন, ভাল, বিমরিষ, অমিয় ইত্যাদি। দলিয়া, মন্দিয়া, বিতরিয়া, প্রবোধিয়া, লঙ্ঘিয়া, বঞ্চিয়া, বিস্তারিয়া, প্রণমিয়া ইত্যাদি। পশিল, বঞ্চিল, কুলুপিল, ধাঁধিল ইত্যাদি। প্রকাশিতে, প্রবোধিতে, বিস্তারিতে ইত্যাদি। উভরড়, উভরায় ইত্যাদি। মেরে, কেটে, ধোরে ইত্যাদি। কইনু, পাইনু, ধরিনু ইত্যাদি। দেই, নেই, খেলই, হেলই, দংশই, বারই ইত্যাদি।

যথা—"অমিয় বচন তার, যে শুনেছে একবার,
সুধায় সুধায় কি সে কভু! সু. ব.

"প্রণমিয়া তবে কাম উমার চরণে।" মে. না. ব.

"আকাশে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পারি চাঁদ।"

"কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি॥" বি. সু.



নাটক-পরিচ্ছেদ

২৭৩। কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাদির অনুকরণকে অভিনয় (*Act*) বা রূপক কহা যায়।

অভিনয়াদিতে অন্যের রূপাদির অনুকরণই প্রধান বিষয়, এইহেতু নাটকাদি দৃশ্য কাব্যের নাম রূপক।

২৭৪। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রূপককে (অভিনেয় কাব্যকে) দশ ভাগে বিভক্ত করেন। বঙ্গভাষায় তিনটী মাত্র বিভাগ দেখা যায়। নাটক, প্রহসন ও নাটকাত্মক আখ্যায়িকা।

অঙ্গভঙ্গি দ্বারা অবস্থার অনুকরণের নাম আঙ্গিক অভিনয়, বাক্যভঙ্গি দ্বারা অন্যের স্বর ও কথার অনুকরণের নাম বাচিক; বেশ ভূষাদি দ্বারা অন্যের সাদৃশ্য অনুকরণের নাম ভূমিকা; এবং স্তম্ভ স্বেদাদি সত্ত্বগুণসম্ভূত অভিনয়ের নাম সাত্ত্বিক অভিনয় কহা যায়।

দৃশ্য কাব্যের স্থূল বিবরণ ৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

২৭৫। নাটকের নায়ক ও নায়িকা ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত এই চারি প্রকারের যে কোন প্রকার হইতে পারে। আদ্য অথবা বীররস, নায়ক অথবা নায়িকার প্রধান আশ্রয়। আনুষঙ্গিক অন্যান্য রসেরও উদ্বোধ ও অপগম হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে কোন কার্য্যব্যপদেশে অদ্ভুত রসের আবির্ভাব

দ্বারা অভিনয় সমাপন করিতে পারিলে নাটকের চমৎ-কারিত্ব জন্মে।

২৭৬। নাটকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ বা সর্গের নাম অঙ্ক। যে অঙ্কে যাহার প্রসঙ্গ থাকে তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করা উচিত। নাটকে কূটার্থ অপ্রসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার হয় না। অনাবশ্যক কাব্যের সংশ্রব মাত্রও থাকে না, আবশ্যকীয় বিষয়ের চমৎকারিত্ব থাকিলে বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইতে পারে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক-দিগের মতে নিন্দনীয় বিষয় নাটকে বর্ণনযোগ্য নহে। বঙ্গভাষার নাটকে এই সকল শাসন সর্ব্বত্র দেখা যায় না।

২৭৭। এক অঙ্কের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ অন্য বিষয় বর্ণন করিতে হইলে গর্ভাঙ্ক-রূপে পৃথক্ সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত করিতে হয়।

নাটকে কোন বিষয় অতিবিস্তৃতরূপে বর্ণন করা যুক্তি-যুক্ত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্ক অপেক্ষা পরবর্ত্তী অঙ্কগুলি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

বাঙ্গলা নাটকাদিতে পূর্ব্বরঙ্গাদি নাই। কিন্তু কোন কোন সংস্কৃতানুযায়ী নাটকে উহা আছে বলিয়া পূর্ব্ব-রঙ্গাদির স্থূল বিষয়গুলি সামান্যতঃ বলা গেল।

পূর্ব্বরঙ্গ। (*Prelude.*)

২৭৮। রঙ্গভঙ্গি (রঙ্ তামাসা) দেখাইবার পূর্ব্বে নট নটী যে মঙ্গলাচরণ (গৌরচন্দ্রিকা) করে, তাহার নাম পূর্ব্বরঙ্গ।

নান্দী।

২৭৯। পূর্ব্বরঙ্গের পর নট বা নটী স্বস্তিবাচনে অথবা দেবাদির স্তুতিগানে অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহার নাম নান্দী। যথা—

"শিশু শশী শোভে ভালে, বপু বিভূষিত কালে,
গলে কালকূটের কালিমা।
রজত-ভূধর শোভা, ভক্ত-জন-মনোলোভা,
এ রূপের দিতে নাহি সীমা॥
বাম উরুপরে বসি, অকলঙ্ক উমা-শশী,
পুলকে প্রফুল্ল কলেবর।
নিতান্ত কিঙ্কর জনে, কৃপাবিন্দু বিতরণে,
ত্রাণ কর ওহে গঙ্গাধর॥
কুলময়ী কুলারাধ্যা, কুল-ভক্ত-জন-বাধ্যা,
জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী।
অমূল কল্পিত কুল, সমূলে করি নির্ম্মূল,
সত্যকুলবৃদ্ধিবিধায়িনী॥
কুলকাণ্ডে মনোমত, নিদ্রা যাও আর কত,
জাগো মা গো জগত সংসারে।
তোমা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি তাই,
পড়ে আমি অকূল পাথারে॥"

কোন ব্যক্তি এই নান্দী পাঠ করিয়া প্রস্থান করিলে পর সূত্রধার প্রবেশ করে।

কোন কোন নাটকে কেবল পূর্ব্বরঙ্গ থাকে, কোনটীতে দুটীই থাকে।

নান্দীর পরেই সূত্রধারের কথাপ্রসঙ্গে স্থাপয়িতা আসিয়া নাটকীয় ইতিবৃত্ত একপ্রকার অবতারণা করিয়া দেয়। বাঙ্গলা নাটকে স্থাপয়িতা প্রায় দেখা যায় না, স্থাপয়িতার কার্য্য সূত্রধার দ্বারা সম্পন্ন হয়।

প্রস্তাবনা। (*Prologue.*)

২৮০। নটী, বিদূষক, অথবা পারিপার্শ্বিক যথায় সূত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয় কথোপকথন করে, তথায় প্রস্তাবনা কহা যায়। সূত্রধারের সহচরের নাম পারিপার্শ্বিক।

২৮১। প্রস্তাবনা পাঁচপ্রকার—উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত।

উদ্ঘাত্যক। (*Ist. order Prologue.*)

২৮২। যে খানে ব্যক্তিবিশেষের কথার অভিধেয় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উহা অপরবিধ অভিপ্রায়ে গ্রহণপূর্ব্বক পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তথায় উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা—

মুদ্রারাক্ষসে—"প্রিয়ে, সে দুরাত্মা ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে" সূত্রধারের এই অর্দ্ধোক্তি মাত্র শুনিয়া নেপথ্য হইতে চাণক্য কহিলেন "আঃ! আমি জীবিত থাকিতে আগ্রহবিশিষ্ট কোন্ ক্রূর সার্ব্বভৌম চন্দ্রগুপ্তকে অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে?"

কথোদ্‌ঘাত। (2d order Prologue.)

২৮৩। সূত্রধারের কথা শুনিয়া অথবা তদীয় কথার তাৎপর্য্য অবধারণ পূর্ব্বক পাত্র প্রবিষ্ট হইলে, কথোদ্‌ঘাত নামে প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা—

রত্নাবলীতে—"বিধাতা যদি অনুকূল হন, তবে কি দ্বীপান্তরিত কি সাগরের প্রান্তস্থিত অথবা দিগন্তরাগত প্রিয়বস্তু তাহার সহিত অনায়াসেই মিলন হইতে পাবে, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক জন্মে না।" সূত্রধারের বাক্যের সাধুবাদ দিয়া নেপথ্য হইতে যোগন্ধরায়ণ কহিলেন—"সকলি সত্য, নতুবা দেখ, কোথায় বা সিংহলেশ্বরের দুহিতা, কোথায় বা তাহার যানভঙ্গ, এবং কোথায় বা তাহার কৌশাম্বীয়দিগের সহিত মিলন এবং এখানে আনয়ন ইত্যাদি।"

বেণীসংহারেও—"পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দ লাভ করুন। যেহেতু শত্রুদমন দ্বারা এক্ষণে তাহাদিগের বৈরনির্যাতন-রূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এবং তাহাদিগের রুধিরে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে সেই ক্ষত বিক্ষত-শরীর কৌরবগণও সভৃত্য স্বস্থ হউক।"

সূত্রধারের এই বাক্য পাঠ করিয়া নেপথ্য হইতে ভীমসেন কহিলেন—"রে পাপিষ্ঠ দুরাত্মন্! আর তোর বৃথা মঙ্গল পাঠের আবশ্যকতা নাই। এখনও আমি ভীমসেন জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ স্বস্থ থাকিবে?" এই কথা বলিবার পর সূত্রধারের প্রস্থান ও ভীমসেনের প্রবেশ সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগাতিশয়। *(3rd order Prologue.)*

২৮৪। যে খানে একরূপ প্রয়োগে অপরবিধ প্রয়োগের অবতারণা-অনুসারে পাত্রের প্রবেশ সম্পন্ন হয়, তথায় প্রয়োগাতিশয় কহা যায়।

যথা কুন্দমালা নাটকে—

"নেপথ্যে, আর্য্যা এই স্থানে আগমন করিতে পারেন।" সূত্রধার এই কথা শুনিয়া কহিল, এ আবার কোন্ ব্যক্তি আর্য্যাকে আহ্বান করিয়া আমার সহায়তা করিতেছেন। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) আঃ কি কষ্ট! কি কষ্ট! সীতাদেবী অনেকদিন লঙ্কেশ্বর-ভবনে বাস করিয়াছিলেন, এই লোকাপবাদ-ভয়াকুল রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা জনক-নন্দিনীকে লক্ষ্মণ নিতান্তগর্ভমন্থরা জানিয়াও জনপদ হইতে বনগমন জন্য এই যে দেখিতেছি আনয়ন করিতেছেন।

এখানে সূত্রধারের নৃত্যপ্রয়োগ-বিষয়ে স্বীয় ভার্য্যার আহ্বানের ইচ্ছাটী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতাদেবীর বনগমনা-হ্বানরূপ প্রয়োগবিশেষ সূচনা করিয়া আপন প্রয়োগের অতিশয্য সম্পাদন করিল।

প্রবর্ত্তক। *(4th order prologue)*

২৮৫। যেখানে বর্ত্তমান কাল আশ্রয়পূর্ব্বক সূত্রধার পাত্রপ্রবেশ সম্পন্ন করিয়া দেয়, তথায় প্রবর্ত্তক কহে।

অধিকাংশ নাটকেই এইরূপ প্রস্তাবনা দেখা যায়।

অবলগিত। (5th order prologue.)

২৮৬। যে খানে সদৃশ কার্য্য বা সদৃশ বস্তুর কথন বা স্মৃতি হেতু পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তথায় অবলগিত প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা—

শকুন্তলায়—"রাজা দুষ্মন্ত যেপ্রকার বেগবান মৃগদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমি সেইপ্রকার তোমার গীত-রাগে বিমোহিত হইয়া সমাকৃষ্ট হইয়াছি" এই কথা শ্রবণ দ্বারাই দুষ্মন্তের প্রবেশ সম্পন্ন হয়।

সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাবনাতেই সূত্রধার প্রস্তাবনা করিয়া রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

প্রহসন। (A comedy)

২৮৭। হাস্যরসোদ্দীপক নাটককে প্রহসন কহা যায়।

নাটকাত্মক আখ্যায়িকা। (A novel.)

২৮৮। এইরূপ আখ্যায়িকায় প্রস্তাবনা, নান্দী, পূর্ব্বরঙ্গ, বিদূষক, নট, নটী প্রভৃতির উল্লেখ থাকে না; প্রসঙ্গতঃ যাহার আবশ্যকতা হয় তাহার বৃত্তান্তই বর্ণিত হয়।

কোন কোন নাটকে যেমন গ্রন্থকারের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সভার ও দেশের বিষয়াদি বর্ণিত থাকে, ইহাতে গ্রন্থকারের নাম থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু সেইপ্রকার

বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তৎকালিক ইতিবৃত্ত ও সমাজাদির বিবরণ ও আচার ব্যবহারাদির কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হয়।

নাটক ও নাটকাত্মক আখ্যায়িকার ভাষা।

২৮৯। ভদ্র লোকের কথা বার্ত্তা ভদ্র রীতিতে ও সাধুভাষায় সম্পন্ন হয়। গ্রাম্য লোকের ভাষায় সামান্য ও চলিত কথা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বিদূষক প্রায় আমোদপ্রিয় ও ভোজনপটুরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে।

সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা নীচপদবীস্থ ও দাসীদিগের প্রতি 'ওলো হ্যাঁলো অরে' প্রভৃতি সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

সম্মানযোগ্যা স্ত্রীলোকদিগকে লোকে দেবী বা ঠাকুরাণী বলিয়া সম্বোধন করেন।

সমযোগ্যা কামিনীগণের মধ্যে পরস্পর সখী প্রিয়সখী বা ভগিনী বলা রীতি।

স্বগত—অন্যের অগোচরে আপনি একাকী কথা বার্ত্তা কহার নাম স্বগত।

জনান্তিক—একজনের অন্তরালে অপর ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করাকে জনান্তিক কহে।

আকাশবাণী—দেববাণী, অর্থাৎ যে কথা অপর ব্যক্তি শুনিতে পায় না, কিন্তু যদুদ্দেশে কথিত হয়, সে ব্যক্তি শুনিতে পায়।



প্রথম পরিশিষ্ট।

ভাষাবিচার।

বঙ্গভাষা-রচনার ত্রিবিধ ভেদ দেখা যায়।

১ম। সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ প্রণালী-ক্রমে রচিত।

২য়। প্রাকৃত বা সাধারণ প্রণালী-অনুসারে লিখিত।

৩য়। নানা-ভাষা-মিশ্রিত রীতি-ক্রমে বিরচিত।

বিশুদ্ধ প্রণালী যথা—

"দুরাচার লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, সে স্বার্থ-নিষ্পাদন-পর ও লুব্ধ-প্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব, ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতি-বাদ করিতে না পারিলে ধনীদিগের নিকটে জীবিকা লাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্য-পরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-শূন্য হয় ও সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দুক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, নিকটেও বসিতে দেন না।"—কা. ব.

প্রাকৃত প্রণালী যথা—

"যাহাদিগের আপনার ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই, পরের ভাল দেখিলে তাহাদিগের চোখ টাটিয়া উঠে। এনিমিত্ত তাহারা পরের প্রাধান্য-লোপার্থ অসূয়া করে।" বে. স.

"আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি ॥
খুন হয়েছিনু বাছা, চূণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ী, আনিলাম চেয়ে ॥" বি. সু

আট, চোখ, বাছা ও আধ শব্দ সংস্কৃতের অপভ্রংশ। টাটি। আনি, চেয়ে ও কড়ী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গলা।

৮৩, ১৫৭, ২৭০ এই তিন অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত নানা-ভাষামিশ্রিত রচনার উদাহরণগুলির শব্দার্থ নিম্নে দেখ।

পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ। ভেল—হইল। কৈছন কিরূপ। সিনান—স্নান। উচল—উচ্চ। লছমি—লক্ষ্মী। পিয়াস—পিপাসা। বজর—বজ্র। কো—কেহ। কহ্ কহে। কোই—কেহ। রসমেহ—রসমেঘ। সোই—সেই। মঝু—আমার। বরিখয়ে—বরিষয়ে। অছু—আছে। পেখনু—দেখ। অনুপাম—অনুপম। যাচত—যেচে বেড়ান। যাক—যাহার। যছু—যাহার। সঙ্কুক—সঙ্কুচিত হইয়া। উমড়য়ি—উথলিয়া। যাকর—যাহার। ঠাম—ঠাঁই। নিহারসি—দেখিতেছ। যৈছনে—যে-রূপে। শ্যামরু—শ্যামল।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

প্রশ্নাবলী।

নিম্নলিখিত প্রশ্নত্রয় কোন্ রস, কোন্ গুণ, কোন রীতি, কোন্ অলঙ্কার, কোন্ দোষ ও ভাষা-রচনার কোন্ প্রণালীর উদাহরণ—অলঙ্কারের সূত্রানুসারে বল।

১ম—"এই স্থানে এক মুনি করুণা করিয়া আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মুক্তিপথের উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সদুপদেশ শ্রবণ করিলাম বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমার অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকৃত হইল না। মধ্যে মধ্যে এক একবার সংসার স্মরণ হওয়াতে শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কতই মনে হইতে লাগিল। হায়! যে আমি অসীম ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া অনায়াসলভ্য নানা-বিধ সুখসেব্য দ্রব্যজাত উপভোগ করিয়া সুখে কালযাপন করিতাম, সেই আমি এ ক্ষণে এই অনাসন্ন স্থানে ক্ষুৎ-পিপাসাদি দুঃখে অবসন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতেছি। যে আমি সেই স্বর্গতুল্য ভবনে অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়া কোমলাঙ্গী কামিনী সঙ্গে পরমসুখে যামিনা-যাপন করিতাম, সেই আমি এ ক্ষণে এই অনাবৃত ও অপরিষ্কৃত প্রদেশে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া শৃগালীগণ-বেষ্টিত হইয়া অতিকষ্টে রাত্রি প্রভাত করিতেছি। হায়! সেই পাপীয়সী বেশ্যাই আমার সর্ব্বনাশ করিয়া আমাকে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে।" দ. কু.

২য়—"মন কহে মিথ্যা নহে, সত্য কহি আমি।
তোমরা পশ্চাতে রহ, হই অগ্রগামী॥" ক. বি. সু.

৩য়—"আকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।
উহু উহু মুহু-মুহুঃ কেশপাশ মুক্ত॥" ক. বি সু

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

স্বীয়া নায়িকার লক্ষণ—

নয়ন অমৃত-নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু, অন্য জনে চায় না।
হাসা অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুত ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে যায় না।
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয়সখী বিনা কভু, অন্য কাণে যায় না।
নীতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌনভাব, কেহ টের পায় না॥
রসমঞ্জরী।

উদাহরণ—বিরহ-গীত।

মহড়া—
মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হলো না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি ধিক থাক আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী-জনম যেন করে না।

চিত্তেন—

একে আমার এ যৌবনকালো, তাহে কাঁল বসন্ত এলো
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে।
তারে পাবি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না। রামবসু।

চতুর্থ পরিশিষ্ট।

শব্দ।

শব্দ দুইপ্রকার সার্থক ও নিরর্থক।

যে শব্দ দ্বারা কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তাহাকে সার্থক, ও যে শব্দ দ্বারা কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয় না তাহাকে নিরর্থক শব্দ কহে। যথা—শীতল, উষ্ণ, রাম, শ্যাম, ব্যাঘ্র ভল্লুক ইত্যাদি শব্দ সার্থক। পশ্বাদির কণ্ঠ-বিনির্গত শব্দ অথবা কোন কারণবশতঃ উত্থিত শব্দ নিরর্থক।

পদ।

সার্থক শব্দকে পদ কহে। পদ দুইপ্রকার, সুবন্ত ও তিঙন্ত। বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ-বাচক শব্দকে সুবন্ত, এবং ক্রিয়াযুক্ত পদকে তিঙন্ত কহা যায়। তিঙন্ত পদ ধাতুতে ক্রিয়াযোগে নিষ্পন্ন হয়। ধাতুকে প্রকৃতি

কহে। প্রকৃতির পরে প্রত্যয় যোগ করিলে পদ হয়। শব্দ সকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সুবন্ত পদ তিন-প্রকার। রূঢ়, যৌগিক ও যোগরূঢ়। ঘট, বালক, কৃশ ইত্যাদি শব্দ রূঢ়। পাবক, বঞ্চক, নায়ক ইত্যাদি শব্দ যৌগিক। পঙ্কজ, সরোরুহ, বক্ষোজ ইত্যাদি শব্দ যোগরূঢ়।

এক একটী শব্দের এক একটী সঙ্কেত দ্বারা অর্থবোধ হয়। ঐ সঙ্কেত ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি যে শব্দ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহাই বোধ হয়। সঙ্কেতগ্রহ করিবার কয়েকটী উপায় আছে। সেই উপায় দ্বারা মানবগণ শব্দের অর্থগ্রহ করিয়া থাকেন। যথা—ব্যাকরণ, উপমান, অভিধান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, সাহচর্য্য ও বিরোধিত্ব ইত্যাদি।

আপ্তবাক্য—বিশ্বস্তব্যক্তির উপদেশ। যেমন ভারতবর্ষে বহুবায়ত শ্রুতি সকল শিষ্যপরম্পরায় ও পুরুষপরম্পরায় অর্পিত হইত।

ব্যবহার—অন্বয়-ব্যতিরেক, অর্থাৎ অভাব ও সদ্ভাবের জ্ঞান।

এক স্থানে একটী গরু বদ্ধ রহিয়াছে ও একটী ঘোড়া চরিতেছে, প্রভু সম্মুখস্থিত বালক ভৃত্যকে বলিলেন, ধেনু ছাড়িয়া দেও এবং অশ্বটীকে বাঁধ। বালক ভৃত্য এই অন্বয়-ব্যতিরেক হইতে ধেনু শব্দে গরু ও অশ্ব শব্দে ঘোড়া বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিল।

সাহচর্য্য (সিদ্ধপদসান্নিধ্য)—জ্ঞাতার্থ শব্দের সন্নিকর্ষ।

অনেকার্থ শব্দের অর্থগ্রহ-কালে ব্যবহার, সাহচর্য্য, বিবোধিতা ইত্যাদি দ্বারা অর্থগ্রহ হয়। যথা—

"সশঙ্খ-চক্র হরি।" এ খানে চক্র-সংযোগে বিষ্ণুকে বুঝাইল। "অশঙ্খ-চক্র হরি।" চক্র-বিয়োগ দ্বাবা বিষ্ণুকেই বুঝাইল। "ভীমার্জ্জুন" ভীমশব্দ সংযোগে অর্জ্জুন শব্দে পার্থকে, "কর্ণার্জ্জুন" অর্জ্জুন শব্দের সংযোগে কর্ণশব্দে সূতপুত্রকে, "স্থাণুকে বন্দনা কবি" বন্দনা-শব্দের যোগে স্থাণুশব্দে শিবকে, "মকরধ্বজ কুপিত হইয়াছেন" কোপন শব্দের যোগে মকবধ্বজ শব্দে কন্দর্পকে, "মধুমত্ত কোকিল" কোকিল শব্দের যোগে মধু শব্দে বসন্ত, "বাত্রিকালে চিত্রভানু উদিত হইয়াছে" বাত্রি-সংযোগে চিত্রভানু শব্দে বহ্নি,—বুঝাইতেছে। ইত্যাদি।

যদি সাহচর্য্য দ্বাবা অর্থগ্রহ না হইত, তাহা হইলে শক্তিগ্রহ-সময়ে সংশয় জন্মিত। যথা—

হবি=সিংহ, বিষ্ণু। অর্জ্জুন=বৃক্ষবিশেষ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও পার্থ। কর্ণ=শ্রবণেন্দ্রিয, সূতপুত্র ও নৌকাব হালি। স্থাণু=মহাদেব, শাখাপত্র-বিরহিত বৃক্ষ। মকবধ্বজ- সমুদ্র, কন্দর্প। মধু=বসন্ত, মদ্য, মিষ্ট দ্রব্য। চিত্রভানু=অগ্নি, সূর্য্য।

সঙ্কেত—অঙ্গুলিদ্বাবা নির্দ্দেশ, অবয়বভঙ্গী প্রভৃতি। যথা—বিদ্যাসুন্দরে

"জীব বুঝাবাব তবে, আপন আয়তি ধবে,
তুলি পবে কনককুণ্ডল।
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায়, বাখানে সুন্দর বায়,
পায়ে ধবি ভাঙ্গিল কন্দল॥"

এই উপায় দ্বারা বণিকগণ বিদেশে স্বস্ব বাণিজ্যকার্য্য নিষ্পন্ন করে এবং পরিব্রাজকেরা নানাদেশীয় রীতিনীতি আচার ব্যবহার অবগত হন। এই উপায় দ্বারা বাণিজ্যার্থী ইংরেজেরা সর্ব্বপ্রথমে এদেশীয় ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন।

শব্দার্থ।

শব্দের অর্থ তিনপ্রকার, শক্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ।

ব্যাকরণাদি পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে শক্যার্থ বলে।

শক্যার্থ অন্বয়যোগ্য না হওয়াতে, তৎসম্বন্ধীয় যে অর্থান্তর কল্পনা করা যায়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। যথা—

"গঙ্গাবাসী লোক।" এ স্থলে গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ নদীবিশেষ, তাহাতে কিরূপে লোকের বাস হইতে পারে। অতএব গঙ্গা শব্দে গঙ্গাতীর-রূপ অর্থ কল্পনা করিলে, "গঙ্গাবাসী লোক" এই বাক্যে কোন অনুপপত্তি হয় না। সুতরাং এ স্থলে গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ গঙ্গাতীর।

অপিচ—"অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ নানাবিধ বিদ্যার আকর ছিল।" এ স্থলে ভারতবর্ষের শক্যার্থ দেশ-বিশেষ, উহা কিরূপে বিদ্যার আকর হইতে পারে। অত-

এব ভারতবর্ষ শব্দে ভারতবর্ষবাসী লোক-রূপ লক্ষ্যার্থের কল্পনা করিতে হইবেক। (১)

কোন এক বাক্যের অন্তর্গত শব্দ সকল স্বীয় স্বীয় অর্থ বুঝাইয়া দিলে পর, বক্তা ও শ্রোতা প্রভৃতির প্রভেদ-নিবন্ধন সেই বাক্যের অর্থ হইতে যে তৎসম্বন্ধীয় অন্য-প্রকার বাক্যার্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলে। যথা—

একজন দস্যু স্বীয় সহচরকে বলিতেছে "রাস্তায় আর লোক চলে না, চাঁদ ডুবিল"—অর্থাৎ চুরি করিবার সময় উপস্থিত, অগ্রসর হও। এ স্থলে বক্তার বৈলক্ষণ্যবশতঃ এরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে। এক বাক্যের নানা ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে পারে। যথা, "সূর্য্য অস্তগত হইলেন" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে করেন, সন্ধ্যাবন্দনের কাল উপস্থিত; গোপালক ভাবে, প্রান্তর হইতে গরুর পাল প্রত্যানয়ন করিতে হইবে, কবি বিবেচনা করেন, চক্রবাক চক্রবাকীর বিরহকাল আরব্ধ হইল। এ স্থলে শ্রোতার বৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন "সূর্য্য অস্তগত হইলেন" এই বাক্য হইতে সূর্য্যের অস্তগমন-কালে সম্ভাব্য ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার প্রতীতি হইতেছে। তৎসমস্তই "সূর্য্য অস্তগত হইলেন" এই বাক্যের ব্যঙ্গ্যার্থ।

---

(১) অনেক স্থলে শক্যার্থের বিপরীত অর্থ কল্পিত হয়, তাহাকে বিপরীত লক্ষণা বলে। যথা—"তুমি যে কি উপকার করিয়াছ বলিতে পারি না" অর্থাৎ তুমি অপকার করিয়াছ। "ঘরে চাল বাড়ন্ত" অর্থাৎ চাল নাই। "আচ্ছা আসুন তবে" অর্থাৎ যাউন ইত্যাদি।

"তোমার সিঁথির সিন্দুর বজায় থাকুক, হাতের লোহা ক্ষয় হৌক এবং পাকা মাতায় সিন্দুর পর।" এ স্থলে ব্যাঙ্গ্যার্থ এই যে, তুমি অতিদীর্ঘকাল পতিসঙ্গে সুখে বাস কর ও তোমার আয়তি স্থায়ী হৌক।



বাক্য।

ক্রিয়াদিযুক্ত পদ-সমুদায়কে বাক্য কহে। এক পদের সহিত অন্য পদের "যোগ্যতা" "আকাঙ্ক্ষা" ও "আসত্তি" না থাকিলে বাক্য হয় না।

যোগ্যতা। (*Compatibility.*)

এক পদের সহিত অন্য পদে অন্বয়(সম্বন্ধ) কালে বাধক না থাকিলে, ঐ দুই পদের সহিত পরস্পরের যোগ্যতা আছে বলা যায়।

যথা—"এক দেব নানামূর্ত্তি হৈল মহাশয়।
হেম হৈতে কুণ্ডল বস্তুত ভিন্ন নয়॥ ক. ক. চ.

"পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনার জাতি,
রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যথা তথা উপনীত, দুহুঁকার অনুচিত,
হিত বিচারিয়া দেখ মনে॥ ক. ক. চ.

যে খানে এক পদের সহিত অন্য পদের "অন্বয়" (সম্বন্ধ) না থাকে, তথায় বাক্যসিদ্ধি হয় না। যথা—

রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যকে গন্ধতৈল পরিধান করিতে দিয়া ভৃত্যেরা প্রজ্বলিত বহ্নি—ধারা বর্ষণ দ্বারা তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিল।

আকাঙ্ক্ষা। (*Expectancy.*)

যে স্থলে পরস্পর পদের সহিত পরস্পরের সাপেক্ষতা থাকে, তথায় সেই সেই বাক্যে আকাঙ্ক্ষা আছে বলা যায়। যথা—

"কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥

এখানে "দেখে ও বেণে" প্রভৃতি শব্দের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা আছে। নিরাকাঙ্ক্ষ স্থলে বাক্য হয় না। যথা—

পশু, পক্ষী, মনুষ্য। পান, ভোজন, দান, ধ্যান।
নীল, পীত, শ্যামল। উঠি, বসি, দিই, থুই ইত্যাদি।

আসত্তি। (*Proximity.*)

প্রথম উচ্চরিত শব্দ শ্রবণ করিয়া যদি পরে উচ্চরিত শব্দ শ্রবণ দ্বারা অর্থপ্রতীতি-কালে জ্ঞানের বিচ্ছেদ না জন্মে, তবে সেই বাক্যে আসত্তি আছে বলা যায়। আসত্তি-বিরহিত বাক্যে জ্ঞান জন্মে না। যথা—"তিনি (রাজা বলে) কালি (শুন শুন মুনির) প্রাতঃকালে (নন্দন) আসিবেন।"

তিনি কালি প্রাতঃকালে আসিবেন। এই প্রক্রান্ত বাক্যের মধ্যে বক্তা আবার "রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন" এই বাক্য প্রয়োগ করাতে আসত্তির বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। অতএব এরূপ স্থলে বাক্য হইল না।

এইরূপে যে অর্থ হয়, তাহাকে অভিধাশক্তি-সম্পন্ন অর্থ কহে।

মহাবাক্য।

যোগ্যতা, আঁকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি-যুক্ত বাক্যসমূহকে মহাবাক্য বলে।

রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ ও শকুন্তলা ইত্যাদিকে মহাবাক্য বলা যায়।

অভিধার ন্যায় "লক্ষণা" ও "ব্যঞ্জনা" বৃত্তি দ্বারাও বক্তার অভিপ্রায় অনুমিত হয়।

লক্ষণা। (*Metonymy*)

অনেকে মনে করিতে পারেন 'পার্লিয়ামেন্ট মহাসভা আজ্ঞা করিতেছেন,' 'সোমপ্রকাশ পূজার সময়ে দুই সপ্তাহের অবকাশ চাহিতেছেন,' 'ব্রাহ্মসমাজ দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন' ও 'অমুকের পিতা গঙ্গাবাসী হইয়াছেন,' এই সকল দ্বারা 'পার্লিয়ামেন্টের সভ্যদিগের আজ্ঞা,' সোমপ্রকাশ-সম্পাদক ও কার্য্যকারক-দিগের বিদায়,' 'ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অর্থসংগ্রহ করি-তেছেন' ও 'অমুকের পিতা গঙ্গাতীরবাসী হইয়াছেন' এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করা একটী দোষ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে দোষ না বলিয়া অতি সুন্দর সাঙ্কেতিক শক্তি বলিতে হয়। সেই শক্তির নাম লক্ষণা। লক্ষণার সূত্র অল্প কথায় দেখান যাইতে পারে না; অতএব এ বিষয়ের বোধসৌকর্য্যার্থ আর একটী উদাহরণ-মাত্র প্রদর্শিত হইল।

যথা —“রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥
যদি কহ, কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত।
রায় বলে, কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা, হাসিবেক গৌড়।” বি সু.

লক্ষণা শক্তি দ্বারা গৌড়শব্দে গৌড়দেশস্থ লোক বুঝাইতেছে, মনুষ্য ভিন্ন অন্য পদার্থের হাস্য অসম্ভব এবং অন্য বস্তুর দ্বারা পরাজয় বিচার ক্ষমতাও নাই, এইহেতু গৌড়শব্দে গৌড়দেশস্থ লোক বুঝাইবে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ব্যঞ্জনা। (*Suggestion.*)

আর একটী বৃত্তি আছে, তাহা দ্বারা অতিসূক্ষ্ম অর্থও প্রকাশ পায়। তাহাকে ব্যঞ্জনা বৃত্তি বলে। ইহাও অতি বিস্তৃত। এই নিমিত্ত ইহারও উদাহরণমাত্র উদ্ধৃত হইল।

“যাহারা অব্যয় তাহাদের বহুতর অর্থ থাকিলেও কথামাত্রে আছে ফলে ব্যর্থ। যেহেতু তাহারা অর্থের প্রতিপাদক নহে, তাহারা কেবল অতিযত্নে পরের অর্থ বহন করে।”

এই বাক্যে প্রথমতঃ এই বুঝাইতেছে যে যাহারা ব্যয়কৃপণ, তাহারা ধনের প্রতিপাদক (বিতারক) নহে, কেবল পরের ধন বহন করে মাত্র। এই বাক্যের দ্বিতীয়ার্থ দ্বারা এইরূপ প্রকাশ হইতেছে যে অব্যয় শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও সে কেবল কথামাত্রে অর্থপ্রকাশক নহে। যেহেতু অব্যয় শব্দ অন্য শব্দের সম্বন্ধ করিয়া তাহার অর্থ বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব এখানে শব্দদ্বারা যে বোধ হইতেছে বাণায হইবে অভিধামূলা ব্যঞ্জনা বলে।

"হৃদিস্থিত হৃষীকেশের নিয়োগ অনুসারে।
প্রবর্ত্ত হতেছি সদা সদসৎ ব্যাপারে॥
দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি তাঁহারই অধীন।
সৎ কর্ম্ম সম্পাদনে ক্ষমতা বিহীন॥
তাহাই কর যাতে তিনি করেন প্রবর্ত্তনা।
সারথির অধীন যেমন রথের চালনা॥
নির্দ্দোষী তোমাকে হবি করিয়া বঞ্চনা।
করিবেন নিগ্রহ কৃপা করিবেন না!"

এখানে নিগ্রহ করিবেন এই বিধি বুঝাইতেছে। পরক্ষণেই অর্থ-পর্য্যালোচনা দ্বারা কৃপা করিবেন না এই নিষেধ রূপ অর্থ বোধ হইতেছে। এই বাক্যে অসঙ্গতত্ব ও বিরুদ্ধত্ব বোধ হইতেছে। যথা নিরপরাধী ব্যক্তির প্রতি নিগ্রহ অসম্ভব, কৃপা না করাও অনুচিত। এই কারণে বিপরীত অর্থ-সমর্থন সুসঙ্গত। আলঙ্কারিকগণ এই বিপরীত অর্থটী কাকুদ্বারা আক্ষেপ করিয়া লইয়া থাকেন। অতএব ইহাকে আর্থী ব্যঞ্জনা বলা যায়।

—•—

পঞ্চম পরিশিষ্ট।

কাব্য-ভেদ।

(১৬ অনু. অনুসারে)

ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও সামান্য কাব্য ভেদে কাব্য ত্রিবিধ।

উত্তম কাব্য—ধ্বনি।

যে খানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের অধিক চমৎকারিত্ব দেখা যায়, তথায় উত্তম কাব্য (ধ্বনি) বলা যায়। যথা—

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ-বংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ-খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপ সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে॥" অ ম

এখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের অধিক চমৎকারিত্ব আছে। শ্লিষ্ট শব্দগুলির অর্থ শ্লেষ-স্থলে দেখ।

মধ্যম কাব্য—গুণীভূতব্যঙ্গ্য।

যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব আছে, তথায় গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য বলা যায়। যথা—

"সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদমাতালে মাতাল বলে।" ১

"যেমন ঢাকের পিটে বাঁয়া থাকে বাজে নাকো একটা দিন।
তেমনি গো নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন॥ ২

গিরিশ-গৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।
কষিতকাঞ্চন-কান্তি প্রথম-বয়েস ॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনি মোর বেণু ॥ ইত্যাদি

আজুগোস্বামীর উত্তর।

না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে ?"

এই কয়েকটী কবিতায় ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব অধিক আছে।

সামান্য কাব্য।

শব্দ-চাতুর্য্য অপেক্ষা যাহার অর্থ-চাতুর্য্যের মাধুর্য্য নাই, তাহাকে সামান্য কাব্য বলে।

যথা।—"মঞ্জুল নিকুঞ্জ বনে পঙ্কজ-গহনে।
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে ধায় ভৃঙ্গগণে ॥
ইহা দেখি কুরঙ্গনয়না অঙ্গ ভঙ্গে।
গজেন্দ্র-গমনে ধায় নানাবিধ রঙ্গে ॥
কুন্তল-কুসুমে ভৃঙ্গগণ কন্দলিতে।
পঙ্কজ ত্যজিয়া মন্দ লাগিল চলিতে।
কঙ্কন-ঝঙ্কারে ধনী বঞ্চনা করিয়া।
চঞ্চল-লোচনে যায় অঞ্চল ধরিয়া ॥"

এখানে অর্থের কিছুই চমৎকারিত্ব নাই।

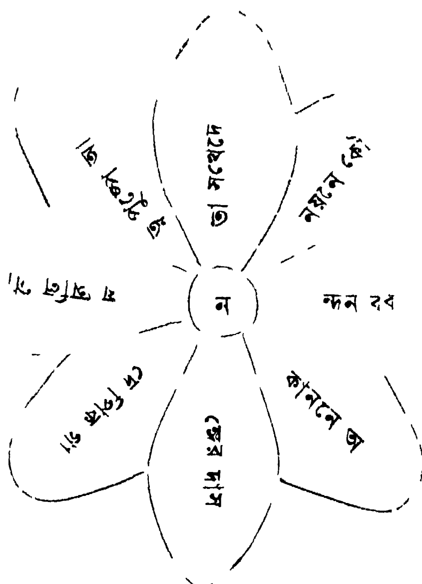
ষষ্ঠ পরিশিষ্ট।

চিত্রালঙ্কার।

যে খানে শব্দ দ্বারা কোন চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তথায় চিত্রালঙ্কার হয়। যথা—

পদ্মবন্ধ।

নন্দন বর কাননে অনঙ্গের দাস,
সদা রঙ্গে নদে পিক গায় অলি গান।
নগালি অযত্ন পুষ্পে আনতা সখেদে,
দেখে সন্তান-নয়নে কৌরবনন্দন॥



১। নন্দন বর কাননে—নন্দন নামক শ্রেষ্ঠ উপবনে, অনঙ্গের দাস—কন্দর্পের দূত-স্বরূপ।

২। পিক—কোকিল। নদে—শব্দ করে।

৩। নগালি অযত্ন পুষ্পে আনতা সখেদে—(নগালি) তরুশ্রেণী (অযত্ন পুষ্পে) যত্ন ব্যতিরেকে উৎপন্ন পুষ্পের ভারে (সখেদে) খিন্ন হইয়া (আনতা) অবনত হইয়াছে।

৪। সতান-নয়নে—বিস্ময়হেতুক বিস্তারযুক্ত-লোচনে। কৌরবনন্দন—কুরুবংশজাত কৌরব, পাণ্ডু, তাহার পুত্র অর্থাৎ অর্জুন।

সমাপ্ত।

র সর্কিউলার রোড। গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।